সানুবাদ—

রাধা-তন্ত্রম্।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

প্রণীত।

-:*:-

কলিকাতা—১৯৫।২নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, "স্বারস্বত

লাইব্রেরী" হইতে

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩২৪।

মূল্য—১৷০

PRINTED BY N. C. PAL,
AT THE "INDIAN PATRIOT PRESS"
23, *Baranosi Ghoshe's Street, Calcutta.*

প্রবেদন।

রাধা-তন্ত্র গ্রন্থখানি আমাদের দেশে দুষ্প্রাপ্য ছিল, কিন্তু অনেক ভক্তি গ্রন্থে এতদ্ গ্রন্থমধ্যস্থ শ্লোকনিচয় প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হইয়াছে; দেখিতে পাওয়া যাইত। যদিও দুই একখানি অসম্পূর্ণ বা বিকলাঙ্গ রাধাতন্ত্র মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার অনুবাদাদি এত ভ্রমসঙ্কুল যে পাঠ করিলে চমকিয়া উঠিতে হয়। কারণ আমরা স্বামীজির নিকট হইতে যে হস্তলিখিত গ্রন্থ আনিয়া অনুবাদে প্রবৃত্ত হই, তাহা বহু পুরাতন হস্তলিপি—অনেক স্থলে পাঠ করিতে কষ্ট হয়, তজ্জন্যও বটে এবং যদি পূর্ব্ব প্রকাশিত কোন গ্রন্থে নূতন পাঠ বা শ্লোক থাকে, তজ্জন্যও বটে, আমরা যেখানে যে পুস্তক প্রকাশ বা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা আনাইয়া পাঠ করিয়া দেখিয়াছি; সর্ব্বত্রই প্রায় সমান। অনুবাদে মূল সত্য প্রায় মিলে নাই,—মূল শ্লোকও অনেক পরিত্যক্ত ও অসম্পূর্ণ দেখা গিয়াছে। কাজেই রাধা-তন্ত্রখানি প্রকাশের প্রয়োজন বুঝিয়া আগ্রহসহকারে প্রকাশ করা গেল।

জনশ্রুতি, রাধা-তন্ত্রের আরও শ্লোক আছে, কিন্তু কোথায় আছে, কেহই বলিতে পারেন না। যতদূর চেষ্টা করিতে হয়, চেষ্টা করিয়া দেখা হইয়াছে, আমরা মিলাইতে পারি নাই। যদি ভবি-

গ্রন্থকারের উচ্চচিন্তার আর কয়েকখানি পুস্তক।

ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা—	১৷৷০
দীক্ষা ও সাধনা—	১৷৷০
যোগ ও সাধন রহস্য—	২৲
রসতত্ত্ব ও শক্তি সাধনা—	২৲
বৈষ্ণবাচার-পদ্ধতি—	২৲
জনরব (ধর্ম্মমূলক উপন্যাস)—	১৷৷০
গৃহস্থের যোগ-শিক্ষা—	১৲
ডাকিনী বিদ্যা—	১৲
নরকোৎসব—	১৲
রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব	২৲
জন্মান্তর-রহস্য—	১৷৷০

রাধা-তন্ত্রম্।

প্রথমঃ পটলঃ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ ;—

গণেশ-নন্দি-চন্দ্রেশ-বিষ্ণুনা পরিসেবিত।
দেবদেব মহাদেব মৃত্যুঞ্জয় সনাতন ॥১॥
রহস্যং বাসুদেবস্য রাধাতন্ত্রং মনোহরম্।
পূর্ব্বং হি সূচিতং দেব কথামাত্রেণ শঙ্কর ॥২॥
কৃপয়া কথয়েশান তন্ত্রং পরমদুর্ল্লভম্ ॥৩॥

শ্রীপার্ব্বতীদেবী কহিলেন, হে মহাদেব! তুমি দেবতাদিগেরও দেবতা; তুমি মৃত্যুকে জয় করিয়াছ; তুমি সনাতন এবং তুমি গণপতি, নন্দী, চন্দ্র, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু কর্ত্তৃক পরিসেবিত। হে দেব শঙ্কর! বাসুদেবের রহস্যযুক্ত মনোহর রাধাতন্ত্র পূর্ব্বে কথাবসরে সূচিত হইয়াছিল মাত্র। হে ঈশান! এক্ষণে কৃপাপূর্ব্বক পরমদুর্ল্লভ সেই রাধাতন্ত্র আমার নিকট বর্ণনা কর ॥১—৩॥

শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—

রহস্যং বাসুদেবস্য রাধাতন্ত্রং বরাননে ।
অত্যন্তগোপনং তন্ত্রং বিশুদ্ধং নির্ম্মলং সদা ॥৪॥
কালীতন্ত্রং যথা দেবি তোড়লঞ্চ তথা প্রিয়ে ।
সর্ব্বশক্তিময়ং বিদ্যা বিদ্যায়াঃ সাধনায় বৈ ।
নিগদামি বরারোহে সাবধানাবধারয় ॥৫॥
বাসুদেবো মহাভাগঃ সত্বরং মম সন্নিধিম্ ।
আগত্য পরমেশানি যদুক্তং তচ্ছৃণু প্রিয়ে ॥৬॥
মৃত্যুঞ্জয় মহাবাহো কিং করোমি জপং প্রভো ।
তন্মে বদ মহাভাগ বৃষধ্বজ নমোঽস্তু তে ॥৭॥
সংসারতরণে দেব তরণিস্ত্বং তপোধন ।
ত্বাং বিনা পরমেশান ন হি সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥৮॥

শ্রীঈশ্বর কহিলেন ;—হে বরাননে ! বাসুদেবের রহস্য-সম্বলিত রাধাতন্ত্র অত্যন্ত গোপনীয় এবং সর্ব্বদা বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল। হে দেবি ! কালীতন্ত্র ও তোড়লতন্ত্র যেরূপ সর্ব্বশক্তিময়, প্রিয়ে ! এই রাধাতন্ত্রও সেইরূপ জানিবে। হে বরারোহে ! বিদ্যাসকলের সাধনের জন্য আমি তোমার নিকট বলিতেছি, সাবধানের সহিত ইহা শ্রবণ কর ॥৪—৫॥ হে পরমেশানি প্রিয়ে ! অনধিককাল মধ্যে মহাভাগ বাসুদেব আমার নিকট আগমন করতঃ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শুন। বাসুদেব বলিয়াছিলেন, হে মহাবাহো মৃত্যুঞ্জয় ! আপনি সকলের প্রভু, আপনি বলুন আমি কি জপ করিব ? হে মহাভাগ ! আপনি বৃষধ্বজ, আপনাকে নমস্কার ॥৬—৭॥

হে দেব ! আপনি তাপসদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আপনি সংসার-

এতচ্ছ্রুত্বা মহেশানি বিষ্ণোরমিততেজসঃ ।
পীযূষসংযুতং বাক্যং বাসুদেবস্য যোগিনি ।
যদুক্তং বাসুদেবায় তৎ সর্ব্বং শৃণু পার্ব্বতি ॥৯॥
মা ভয়ং কুরু ভো বিষ্ণো ত্রিপুরাং ভজ সুন্দরীম্ ।
দশ বিদ্যা বিনা দেব ন হি সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥১০॥
তস্মাদ্দশসু বিদ্যাসু প্রধানং ত্রিপুরা পরা ।
চতুর্ব্বর্গপ্রদাং দেবীমীশ্বরীং বিশ্বমোহিনীম্ ॥১১॥
সুন্দরীং পরমারাধ্যাং বিশ্বপালনতৎপরাম্ ।
সদা মম হৃদিস্থাং তাং নমস্কৃত্য বদাম্যহম্ ॥১২॥

সাগর উত্তীর্ণ হওয়ার তরণীস্বরূপ; হে পরমেশান! সেই তরণী ব্যতীত সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না ॥৮॥ হে মহেশানি যোগিনি! অমিততেজা বাসুদেব বিষ্ণুর পীযূষসংযুক্ত এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে যাহা বলা হইয়াছিল, পার্ব্বতি! তৎসমস্ত তুমি শ্রবণ কর ॥৯॥ হে বিষ্ণো! আপনি ভয় করিবেন না, আপনি ত্রিপুরাসুন্দরীকে ভজনা করুন। হে দেব! দশবিদ্যার * উপাসনা ব্যতীত সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না। সেই দশবিদ্যার মধ্যে ত্রিপুরাসুন্দরীই শ্রেষ্ঠ এবং সেই দেবীই চতুর্ব্বর্গ—অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রদানকারিণী। তিনিই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বকে মোহিত করিতেছেন। সেই সুন্দরীই একমাত্র আরাধ্যা এবং তিনিই এই বিশ্বপালনে তৎপর রহিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদা আমার হৃদয়ে অব-

* দশমহাবিদ্যা যথা—কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী। ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা। বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা। এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥"

ব্রহ্মাণীঞ্চ সমুদ্ধৃত্য ভগবীজং সমুদ্ধর ।
রতিবীজং সমুদ্ধৃত্য পৃথ্বীবীজং সমুদ্ধর ॥১৩॥
মায়ামন্তে ততো দত্ত্বা বাগ্‌ভবং কুরু যত্নতঃ ।
ইদং হি বাগ্‌ভবং কূটং সদা ত্রৈলোক্যমোহনম্ ॥১৪॥
শিববীজং সমুদ্ধৃত্য ভৃগুবীজং ততঃপরম্ ।
কুমুদ্বতীং ততো দেবি শূন্যঞ্চ তদনন্তরম্ ॥১৫॥
পৃথ্বীবীজং ততশ্চোক্ত্বা অন্তে মায়াং পরাক্ষরীম্ ।
কামরাজমিদং দেবি কূটং পরমদুর্লভম্ ॥১৬॥
ভৃগুবীজং সমুদ্ধৃত্য সমুদ্ধর কুমুদ্বতীম্ ।
ইন্দ্রবীজং ততো দেবি তদন্তে বিকটা পরা ॥১৭॥

স্থিতি করিতেছেন; আমি সেই পরাৎপরা ত্রিপুরাসুন্দরীদেবীকে নমস্কার করিয়া বলিতেছি ॥১০—১২॥ প্রথমে ব্রহ্মাণী 'ক' উদ্ধার করিয়া ভগবীজ 'এ' কার উদ্ধার করিবে। পরে রতিবীজ 'ঈ'কার উদ্ধারপূর্ব্বক পৃথিবীবীজ 'ল' উদ্ধার করিয়া, অন্তে মায়াবীজ হ্রীং যোগ করিবে। এই পঞ্চবর্ণাত্মক মন্ত্রকে বাগ্‌ভাব কূট কহে।* এই বাগ্‌ভবকূটপ্রভাবে সর্ব্বদা ত্রিলোক মোহিত হইয়া থাকে ॥১৩—১৪॥ প্রথমতঃ শিববীজ 'হ'কার, পরে ভৃগুবীজ 'স'কার যোগ করিবে। হে দেবি! পরে কুমুদ্বতী 'ক'কার যোগ করিয়া শূন্য 'হ' যোগ করিবে। অনন্তর পৃথিবী বীজ 'ল' যোগ করিয়া অন্তে মায়া হ্রীং যোগ করিবে। হে দেবি! এই ষড়ক্ষরাত্মক মন্ত্র কামরাজকূট† বলিয়া কথিত; ইহঞ্চ পরম দুর্লভ ॥১৫—১৬॥ ভৃগুবীজ 'স'কার উদ্ধার করিয়া কুমুদ্বতী

* ক এ ঈ ল হ্রীং।

† হ স ক হ ল হ্রীং।

বাসুদেবোঽপি তং শ্রুত্বা দ্রুতং কাশীপুরং যযৌ।
যত্র কাশী মহামায়া নিত্যা যোনিস্বরূপিণী।
সা কাশী পরমারাধ্যা ব্রহ্মাদ্যৈঃ পরিষেবিতা ॥১৮॥
মুহূর্ত্তং যত্র যজ্জপ্তং লক্ষবর্ষফলং লভেৎ।
তত্র গত্বা বাসুদেবঃ সংপূজ্য জপমারভেৎ ॥১৯॥
সংপূজ্য বিধিবদ্দেবীং ভবানীং পরমেশ্বরীম্।
আত্মনা মনসা বাচা একীকৃত্য বরাননে ॥২০॥
সদাশিবপুরে রম্যে পুষ্করে শক্তিসংযুতে।
ভূমৌ শিরঃপ্রোথনঞ্চ পাদোর্দ্ধং পরমেশ্বরি।
কৃত্বা সুদুষ্করং কর্ম্ম ন হি সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥২১॥

'ক'কার উদ্ধৃত করিবে। পরে ইন্দ্রবীজ 'ল' যোগ করিয়া বিকটা হ্রীং যোগ করিবে। এই মন্ত্রের নাম শক্তিকূট ॥১৭॥*

বাসুদেব উক্ত মন্ত্র শ্রবণ করিয়া দ্রুত কাশীপুরীতে গমন করিলেন। যে কাশীপুরী বিশ্ববিমোহিনী, নিত্যা ও যোনিস্বরূপিণী, সেই কাশীপুরী ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক পরমারাধ্য ও পরিষেবিত ॥১৮॥ যে স্থানে মুহূর্ত্ত সময়মাত্র জপ করিলে লক্ষ বর্ষ জপের ফললাভ হইয়া থাকে, সেই স্থানে (কাশীপুরীতে) বাসুদেব গমন করতঃ বিধিবোধিত মতে পরমেশ্বরী ভবানীদেবীকে পূজা করিয়া জপ আরম্ভ করিলেন। হে বরাননে! শক্তিসংযুক্ত রম্য পুষ্করসংজ্ঞক সদাশিবপুরে আত্মা, মন ও বাক্য একীকৃত করতঃ ভূমিতে শির স্থাপন করিয়া এবং উর্দ্ধদিকে পাদযুগল উৎক্ষিপ্ত করতঃ জপ করিতে লাগিলেন। হে পরমেশ্বরি! এবম্বিধ সুদুষ্কর কর্ম্ম করিয়াও তিনি

---

* সকলহ্রীং।

এবং কৃতে মহেশানি সহস্রাদিত্যসংজ্ঞকম্।
গতবান্ বাসুদেবস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ ॥২২॥
তথাপি পরমেশানি ন হি সিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
আবিরাসীন্মহামায়া তৎক্ষণাৎ কমলেক্ষণে ॥২৩॥
আবির্ভূয় মহামায়া ত্রিপুরা পরমেশ্বরি।
বিলোকয়েদ্বাসুদেবং শ্বাসধারণমাত্রকম্ ॥২৪॥
বিলোক্য কৃপয়া দৃষ্ট্যামৃতৈঃ সিঞ্চেদিব প্রিয়ে।
উত্তিষ্ঠ বৎস হে পুত্র কিমর্থং তপ্যসে তপঃ।
ভো পুত্র শীঘ্রমুত্তিষ্ঠ বরং বরয় সুব্রত ॥২৫॥
তচ্ছ্রুত্বা পরমং বাক্যং ত্রিপুরায়াঃ সুধাস্রবম্।
বাক্যং তস্যাস্ততঃ শ্রুত্বা ত্যক্ত্বা যোগন্তু তৎক্ষণাৎ।
পপাত চরণোপান্তে ত্রিপুরায়াঃ শুচিস্মিতে ॥২৬॥

লাভ করিতে পারিলেন না ॥১৯—২১॥ হে মহেশানি! অমিত-তেজা বিষ্ণু এই প্রকারে তপশ্চরণ করিতে করিতে সহস্রাদিত্যসদৃশ প্রভাবিশিষ্ট হইলেও সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলেন না। হে কমল-নয়নে! তখন মহামায়া বিষ্ণুর সন্নিধানে আবির্ভূতা হইলেন। হে পরমেশ্বরি! মহামায়া ত্রিপুরাসুন্দরীদেবী আবির্ভূতা হইয়া দেখি-লেন যে, বাসুদেব প্রাণমাত্রাবশিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। হে প্রিয়ে! তখন ত্রিপুরাদেবী কৃপাদৃষ্টিতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করতঃ অমৃতা-ভিষেকে সুস্থ করিয়া বলিতে লাগিলেন। হে বৎস! তুমি উত্থিত হও। হে পুত্র! তুমি কি নিমিত্ত তপশ্চরণ করিতেছ? হে পুত্র! তুমি শীঘ্র উত্থিত হও, এবং হে সুব্রত! বর প্রার্থনা কর ॥২২—২৫॥ হে শুচিস্মিতে। ত্রিপুরাদেবীর পীযূষনিস্যন্দি সেই পরম বাক্য শ্রবণ

নমস্তে ত্রিপুরে মাতর্নমস্তে দুঃখনাশিনি ।
নমস্তে শঙ্করারাধ্যে কৃষ্ণারাধ্যে নমোঽস্তু তে ॥২৭॥
ত্রিলোকজননি মাতর্নমস্তেঽমৃতদায়িনি ।
আবির্ভূতা তু যা দেবী বিষ্ণোর্হৃদয়সংস্থিতা ॥২৮॥

ইতি শ্রীবাসুদেবরহস্যে রাধাতন্ত্রে প্রথমঃ পটলঃ ॥*॥

করিয়া বাসুদেব তৎক্ষণাৎ তপশ্চরণ ত্যাগ করতঃ ত্রিপুরাদেবীর চরণোপান্তে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন। হে মাতঃ ত্রিপুরে! তুমি দুঃখনাশিনী, তোমাকে নমস্কার। তুমি শঙ্করের ও শ্রীকৃষ্ণের আরাধ্যা, তোমাকে নমস্কার। হে মাতঃ! তুমি ত্রিলোকের জননী এবং তুমিই জনগণকে অমৃত দান করিয়া থাক, তোমাকে প্রণাম। যে দেবী বিষ্ণুর হৃদয়ে অবস্থিতি করেন, সেই দেবী তুমি আমার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়াছ, তোমাকে নমস্কার ॥২৬—২৮॥

শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে প্রথম পটল সমাপ্ত ॥০॥

দ্বিতীয়ঃ পটলঃ।

শ্রীত্রিপুরোবাচ ;—

বাসুদেব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
ত্বং হি দেব সুতশ্রেষ্ঠ কিমর্থং তপ্যসে তপঃ ॥১॥
কুলাচারং বিনা পুত্র নহি সিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
শক্তিহীনস্য তে সিদ্ধিঃ কথং ভবতি পুত্রক ॥২॥
মমাংশসম্ভবাং লক্ষ্মীং ত্যক্ত্বা কিং তপ্যসে তপঃ।
বৃথা শ্রমং বৃথা পূজাং জপঞ্চ বিফলং সুত ॥৩॥
সংযোগং কুরু যত্নেন শক্ত্যা সহ তপোধন।
যোগং বিনা সুতশ্রেষ্ঠ বিদ্যাসিদ্ধির্ন জায়তে ॥৪॥

শ্রীত্রিপুরাদেবী কহিলেন, হে মহাবাহো বাসুদেব! আমার পরম বাক্য শ্রবণ কর। হে দেব! (আমি ত্রিলোক-জননী হইলেও) তুমি আমার পুত্রগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; তুমি কি জন্য তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ? হে পুত্র! কুলাচার * ব্যতীত কদাপি সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না। হে পুত্রক! তুমি শক্তিহীন, তুমি কি প্রকারে সিদ্ধিলাভ করিবে? লক্ষ্মীদেবী আমার অংশসমুদ্ভবা, তুমি তাহাকে

---

* কুলাচার যথা কালীতন্ত্রে।—সর্ব্বভূতহিতে যুক্তঃ সময়াচারপালকঃ। অনিত্যকর্ম্মসংযোগী নিত্যানুষ্ঠানতৎপরঃ॥ মন্ত্রারাধনমাত্রেণ ভক্তিভাবেন তৎপরঃ। পুরস্তাৎ দেবতায়াস্ত সর্ব্বকর্ম্মনিবেদকঃ॥ অন্যমন্ত্রার্চ্চনে শ্রদ্ধাসন্যমন্ত্রপ্রপূজনং।

সাধকে ক্ষোভমাপন্নে দেবতা ক্ষোভমাপ্নুয়াৎ ।
তস্মাদ্‌ভোগযুতো ভূত্বা জপকর্ম্ম সমারভেৎ ।
ভোগং বিনা সুতশ্রেষ্ঠ ন হি মোক্ষঃ প্রজায়তে ॥৫॥
শৃণু তত্ত্বং সুতশ্রেষ্ঠ দীক্ষায়া আনুপূর্ব্বিকং ।
দশবর্ষে তু সংপ্রাপ্তে দ্বাদশাভ্যন্তরে সুত ॥৬॥

পরিত্যাগ করিয়া তপস্যারম্ভ করিয়াছ কেন? হে সুত! তোমার পরিশ্রম, পূজা, জপ সমুদয়ই বিফল হইতেছে। সুতরাং হে তপোধন! তুমি যত্নপূর্ব্বক শক্তির সহিত মিলিত হও। হে সুতশ্রেষ্ঠ! স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ ব্যতীত পুরুষার্থ সিদ্ধি হইতে পারে না ॥১—৪॥

পুরুষার্থসিদ্ধি না হইলে সাধক ক্ষুব্ধ হন, সাধক ক্ষুব্ধ হইলে দেবতাও ক্ষোভপ্রাপ্ত হন; সুতরাং ভোগযুক্ত হইয়া জপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা বিধেয়। হে সুতশ্রেষ্ঠ! ভোগ ব্যতীত মোক্ষলাভ হইতে পারে না ॥৫॥ হে সুতশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে দীক্ষার আনু-

---

কুলস্ত্রীবীরনিন্দাঞ্চ তদ্দ্রব্যস্যাপহারণং। স্ত্রীষু রোষং প্রহারঞ্চ বর্জ্জয়েন্মতিমান্ সদা ॥ স্ত্রীময়ঞ্চ জগৎ সর্ব্বং তথাত্মানঞ্চ ভাবয়েৎ। পেয়ং চর্ব্ব্যং তথা চোষ্যং ভোজ্যং লেহ্যং গৃহং সুখং। সর্ব্বঞ্চ যুবতীরূপং ভাবয়েন্মতিমান্ সদা ॥ কুলজাং যুবতীং বীক্ষ্য নমস্কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ। যদি ভাগ্যবশাদ্দেবি কুলদৃষ্টিঃ প্রজায়তে। তদৈব মানুষীং পূজাং তত্র তাসাং প্রকল্পয়েৎ ॥ তাসাং ভগাদিদেবীনাং ॥ ভগিনীং ভগচিহ্নাঞ্চ ভগাস্যাং ভগমালিনীং। ভগদন্তাং ভগাক্ষীঞ্চ ভগকর্ণীং ভগত্বচাং। ভগনাসাং ভগস্তনীং ভগস্থাং ভগসর্পিণীং ॥ সংপূজ্য তাভ্যো গন্ধাদ্যৈর্মানসৈ গুরুমেব চ। নমস্কৃত্য পুমানেবং ক্ষমস্বেতি ততঃ সুধীঃ। বালাং বা যৌবনোন্মত্তাং বৃদ্ধাং বা সুন্দরীং তথা। কুৎসিতাং বা মহাদুষ্টাং নমস্কৃত্য বিভাবয়েৎ। তাসাং প্রহারং নিন্দাঞ্চ কৌটিল্যমপ্রিয়ং তথা। সর্ব্বথা চ ন কুর্য্যাত্তু চান্যথা সিদ্ধিরোধকৃৎ ॥ স্ত্রিয়ো দেবাঃ স্ত্রিয়ঃ প্রাণাঃ স্ত্রিয়শ্চৈব বিভূষণং। স্ত্রীসঙ্গিনা সদা ভাব্যমন্যথা স্বস্ত্রিয়া অপি। বিপরীতরতা সা তু ভবিতা হৃদয়োপরি।

শৃণুয়াদ্ধরিনামানি ষোড়শানি পৃথক্ পৃথক্ ।
হরিনাম্না বিনা পুত্র কর্ণশুদ্ধির্ন জায়তে ॥৭॥
শ্রীবাসুদেব উবাচ ;—
শৃণু মাতর্ম্মহামায়ে বিশ্ববীজস্বরূপিণি ।
হরিনাম্নো মহামায়ে ক্রমং বদ সুরেশ্বরি ॥৮॥
শ্রীত্রিপুরোবাচ ;—
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥৯॥

পূর্ব্বিক তত্ত্ব বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। হে সুত! দশম বর্ষ হইতে দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত ষোড়শ হরিনাম পৃথক্ পৃথক্ শ্রবণ করিবে। হে প্রভো! হরিনাম ব্যতীত কর্ণশুদ্ধি হয় না ॥৬—৭॥

শ্রীবাসুদেব কহিলেন ;—হে মাতঃ; মহামায়ে! তুমি বিশ্বের বীজস্বরূপিণী—অর্থাৎ তুমিই বিশ্বের উৎপত্তিবিধায়িনী এবং তুমিই সুরগণের ঈশ্বরী। তুমি আমার নিকট হরিনামের ক্রম প্রকাশ কর ॥৮॥

তদ্ধস্তাবচিতং পুষ্পং তদ্ধস্তাবচিতং জলং। তদ্ধস্তাবচিতং দ্রব্যং দেবতাভ্যো নিবেদয়েৎ ॥ স্ত্রীদ্বেষো নৈব কর্ত্তব্যো বিশেষাৎ পূজনং মহৎ। জপস্থানে মহাশঙ্খং বিন্যস্যোর্দ্ধে জপঞ্চরেৎ ॥ স্ত্রিয়ং গচ্ছন্ স্পৃশন্ পশ্যন্ বিশেষাৎ কুলজাং শুভাং। ভক্ষ্যান্ তাম্বূলমৎস্যাংশ্চ ভক্ষ্যদ্রব্যান্ যথারুচি। ভক্ত্যা স্বদেশ ভক্ষ্যাণি ভুক্ত্বা শেষং জপঞ্চরেৎ ॥”

অর্থাৎ সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠানে নিরত থাকিবে, সাময়িক আচার পালন করিবে, নৈমিত্তিক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর থাকিবে। অভিযুক্ত ও তৎপর হইয়া নিরন্তর মন্ত্র চিন্তা করিবে, স্বীয় ইষ্টদেবতাকে যাবতীয় কর্ম্ম অর্পণ করিবে। অন্য মন্ত্রার্চ্চনে শ্রদ্ধা, অন্য মন্ত্র পূজা, কুলস্ত্রী-নিন্দা, বীর-নিন্দা, কুলস্ত্রী ও বীরের দ্রব্য অপহরণ, স্ত্রীলোকের প্রতি ক্রোধ ও স্ত্রীলোককে

দ্বাত্রিংশদক্ষরাণ্যেব কলৌ নামানি সর্ব্বদা।
শৃণু ছন্দঃ সুতশ্রেষ্ঠ হরিনাম্নঃ সদৈব হি ॥১০॥
ছন্দো হি পরমং গুহ্যং মহৎপদমনব্যয়ম্।
সর্ব্বশক্তিময়ং মন্ত্রং হরিনাম তপোধন ॥১১॥
হরিনাম্নো হি মন্ত্রস্য বাসুদেবঋষিঃ স্মৃতঃ।
গায়ত্রীছন্দ ইত্যুক্তং ত্রিপুরা দেবতা মতা।
মহাবিদ্যাসুসিদ্ধ্যর্থং বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥১২॥

শ্রীত্রিপুরাদেবী বলিলেন ;—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।"—এই দ্বাত্রিংশৎ-অক্ষরাত্মক হরিনামই কলিযুগে সতত ত্রাণকর্ত্তা। হে সুতশ্রেষ্ঠ! হরিনামের ছন্দের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে তপোধন! হরিনাম মন্ত্রের ছন্দ অতীব গুহ্য ; ইহা অব্যয় মহৎপদপ্রাপ্তির কারণ ও সর্ব্বশক্তিময়। হরিনাম মন্ত্রের ঋষি—বাসুদেব, ছন্দ—গায়ত্রী, দেবতা—ত্রিপুরাদেবী এবং মহাবিদ্যা সাধনার্থ ইহার বিনিয়োগ ॥৯—১২॥

প্রহার, এই সকল কার্য্য ধীমান্ ব্যক্তি সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে। সমস্ত জগৎ স্ত্রীময় ভাবনা করিবে। নিজকেও স্ত্রীময় জ্ঞান করিবে। জ্ঞানী ব্যক্তি চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, ভোজ্য, গৃহ, সুখ, সমস্তই সর্ব্বদা যুবতীময় চিন্তা করিবে। সৎকুলোৎপন্না যুবতী রমণীকে দর্শন করিলে সমাহিত চিত্তে নমস্কার করিবে। দেবি! যদি সৌভাগ্যপ্রযুক্ত কুল দর্শন হয়, তবে তাহাতে তৎক্ষণাৎ ভগিনী, ভগজিহ্বা, ভগাস্যা, ভগমালিনী, ভগদন্তা, ভগাক্ষী, ভগকর্ণী, ভগত্বচা, ভগনাসা, ভগস্তনী, ভগস্থা, ভগসর্পিণী,—এই সকল দেবতাকে মানসগন্ধাদি উপহার দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া গুরুদেবকে নমস্কারপূর্ব্বক 'ক্ষমস্ব' বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে। বালিকা, যৌবনপ্রমত্তা, বৃদ্ধা, সুন্দরী, কুৎসিতা কিম্বা মহাদুষ্টা রমণীকেও নমস্কার করিয়া ইষ্টদেবতাস্বরূপা চিন্তা করিবে। স্ত্রীলোককে প্রহার করা ও নিন্দা করা,

এতন্মন্ত্রং সুতশ্রেষ্ঠ প্রথমং শৃণুয়ান্নরঃ ।
শ্রুত্বা দ্বিজমুখাৎ পুত্র দক্ষকর্ণে তপোধন ॥
আদৌ ছন্দস্ততো মন্ত্রং শ্রুত্বা শুদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥১৩॥
দ্বাদশাভ্যন্তরে শ্রুত্বা কর্ণশুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ।
কর্ণশুদ্ধিং বিনা পুত্র মহাবিদ্যামুপাস্য চ ।
নারী বা পুরুষো বাপি তৎক্ষণাৎ নারকী ভবেৎ ॥১৪॥

হে সুতশ্রেষ্ঠ ! মানব এই মন্ত্র প্রথম দ্বিজমুখ হইতে দক্ষিণ কর্ণে শ্রবণ করিবে। হে তপোধন ! এই মন্ত্র শ্রবণকালে প্রথমতঃ মন্ত্রের ছন্দ শ্রবণ করিয়া পরে মন্ত্র শ্রবণ করতঃ মানব পরিশুদ্ধ হইবে। দ্বাদশ বর্ষাভ্যন্তরে এই মন্ত্র শ্রবণ করিলে কর্ণশুদ্ধি হইয়া থাকে। হে পুত্র ! কর্ণশুদ্ধি ব্যতীত মহাবিদ্যার উপাসনা করিলে সাধক পুরুষ কিম্বা নারী যাহাই হউক, তাহাকে তৎক্ষণাৎ নিরয়গামী হইতে হইবে ॥১৩—১৪॥

স্ত্রীলোকের প্রতি কুটিলতা প্রকাশ করা, স্ত্রীলোকের অপ্রিয় কার্য্য করা, এই সকল কার্য্য সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিবে। যদি না করে, তাহা হইলে সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিবে। স্ত্রীলোককে দেবতাস্বরূপ, জীবনস্বরূপ এবং বিভূষণস্বরূপ জ্ঞান করিবে, সর্ব্বদা স্ত্রীলোক-সমভিব্যাহারে থাকিবে। যদি এই প্রকার ঘটিয়া উঠা সম্ভব না হয়, তবে অন্ততঃ স্বস্ত্রীসমভিব্যাহারে থাকিবে। স্বীয় রমণী বিপরীত-রতি-আসক্তা হইয়া হৃদয়োপরি থাকিবে। স্বভার্য্যাবচিতপুষ্প, জল ও অপরাপর দ্রব্য দেবতাকে নিবেদন করিবে। স্ত্রীলোকের প্রতি দ্বেষ করিবে না ; বিশেষতঃ সর্ব্বদাই তাহাদের পূজা করিবে। জপস্থানে মহাশঙ্খ স্থাপনপূর্ব্বক জপ করিতে হইবে। স্ত্রীগমন করিয়া, স্ত্রীস্পর্শ করিয়া, স্ত্রীদর্শন করিয়া, বিশেষতঃ কুলজা কন্যাতে গমনাদি করিয়া মৎস্য, অন্যান্য ভক্ষ্য দ্রব্য, তাম্বূল বা অন্ন প্রভৃতি ভক্ষণপূর্ব্বক জপ করিবে।

ততস্তু ষোড়শে বর্ষে সংপ্রাপ্তে সুরবন্দিত ।
মহাবিদ্যাং ততঃ শুদ্ধাং নিত্যাং ব্রহ্মস্বরূপিণীম্ ।
শ্রুত্বা কুলমুখাৎ বিপ্রাৎ সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ॥১৫॥
কুর্য্যাৎ কুলরহস্যং যঃ শিবোক্তঞ্চ তপোধন ।
বিদ্যাসিদ্ধির্ভবেৎ তস্য অষ্টৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়াৎ ॥১৬॥
রহস্যং হি বিনা পুত্র শ্রম এব হি কেবলম্ ।
অতএব সুতশ্রেষ্ঠ রহস্য-রহিতস্য তে ॥১৭॥

হে সুরগণপূজিত ! ষোড়শ বর্ষ প্রাপ্ত হইলে কুলাচার-রত বিপ্রের প্রমুখাৎ এই নিত্যা (ক্ষয়োদয়রহিতা) ব্রহ্মস্বরূপিণী শুদ্ধা মহাবিদ্যা শ্রবণ করিয়া সাধক সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হইবে ॥১৫॥

হে তপোধন ! যে ব্যক্তি শিবকথিত কুলরহস্যের অনুষ্ঠানে নিরত থাকে, তাহার বিদ্যা সিদ্ধি হয় এবং সে অষ্টৈশ্বর্য্য * লাভ করিতে পারে ॥১৬॥ হে পুত্র ! রহস্য (জপরহস্য—অর্থাৎ মন্ত্রার্থ-মন্ত্রচৈতন্যাদি) † ব্যতীত মন্ত্রজপে কেবল পরিশ্রমমাত্রই সার হয় ;

---

* অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামবশায়িতা —ইহাকে অষ্টৈশ্বর্য্য কহে। অণিমা যথা,—যে শক্তি দ্বারা দেহকে পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্ম করা যায়। লঘিমা,—পর্ব্বতাদির ন্যায় বৃহৎ হইয়াও তুলার [illegible] লঘুভাব ধারণ করিবার ক্ষমতা। প্রাপ্তি, সর্ব্বভাবসান্নিধ্য ;—অর্থাৎ সাধক যদ্দ্বারা ইচ্ছা করিলে ভূমিস্থ হইয়াও অঙ্গুলির অগ্রদেশ দ্বারা আকাশস্থ চন্দ্রমাকে স্পর্শ করিতে পারেন। প্রাকাম্য,—ইচ্ছার অনভিঘাত ;—অর্থাৎ যাহা ইচ্ছা করা যায়, তাহাই সম্পন্ন করা। মহিমা,—সাধক যদ্দ্বারা ইচ্ছানুসারে শরীরকে আকাশবৎ মহৎ করিতে পারেন। ঈশিত্ব,—সাধক স্বীয় ইচ্ছামাত্র যে শক্তি দ্বারা ভূত-ভৌতিক পদার্থের উৎপাদন ও বিনাশে সক্ষম হন। বশিত্ব,—যে শক্তি দ্বারা সাধক নিজ ইচ্ছানুসারে ভূত ও ভৌতিক পদার্থনিচয়কে বশীভূত করিতে পারেন। কামাবশায়িতা—ইন্দ্রিয়নিগ্রহ শক্তি।

† জপরহস্যের বিস্তৃত বিবরণ "দীক্ষা ও সাধনা" নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

রহস্যরহিতাং বিদ্যাং ন জপেত্তু কদাচন ॥১৮॥
এতদ্রহস্যং পরমং হরিনাম্নস্তপোধন ।
হকারস্তু সুতশ্রেষ্ঠ শিবঃ সাক্ষান্ন সংশয়ঃ ।
রেফস্তু ত্রিপুরাদেবী দশমূর্ত্তিময়ী সদা ॥১৯॥
একারঞ্চ ভগং বিদ্যাৎ সাক্ষাৎ যোনিং তপোধন ।
হকারঃ শূন্যরূপী চ রেফো বিগ্রহধারকঃ ।
হরিস্তু ত্রিপুরা সাক্ষান্মম মূর্ত্তির্ন সংশয়ঃ ॥২০॥
ককারঃ কামদা কামরূপিণী স্ফুরদব্যয়া ॥২১॥
ঋকারস্তু সুতশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠা শক্তিরিতীরিতা ।
ককারশ্চ ঋকারশ্চ কামিনী বৈষ্ণবী কলা ॥২২॥
ষকারশ্চন্দ্রমা দেবঃ কলাষোড়শসংযুতঃ ॥২৩॥
ণকারশ্চ সুতশ্রেষ্ঠ সাক্ষান্নির্ব্বৃতিরূপিণী ।
দ্বয়োরৈক্যং তপঃশ্রেষ্ঠ সাক্ষাত্রিপুরভৈরবী ॥২৪॥

সুতরাং হে সুতশ্রেষ্ঠ ! তুমি রহস্যরহিত হইয়া কি প্রকারে সিদ্ধিলাভের আশা করিতেছ ? রহস্যরহিতা বিদ্যা কদাপি জপ করিবে না ॥১৭—১৮॥

হে তপোধন ! হরিনামের পরম রহস্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে সুতশ্রেষ্ঠ ! হ-কার সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ, ইহাতে সংশয় নাই ; রেফ দশমূর্ত্তিময়ী ত্রিপুরাদেবী। হে তপোধন ! এ-কার সাক্ষাৎ যোনিস্বরূপ জানিবে ; পুনশ্চ হ-কার শূন্যরূপী—অর্থাৎ চিন্ময় ব্রহ্মস্বরূপ এবং রেফ বিগ্রহধারক—অর্থাৎ ব্যক্ত ঈশ্বরস্বরূপ। হকার ও রেফ—এই উভয়াত্মক "হরি" শব্দে সাক্ষাৎ মদীয় ত্রিপুরা মূর্ত্তি সংশয় নাই ॥১৯—২০॥ হে সুতশ্রেষ্ঠ ! "কৃষ্ণ" এই শব্দান্তর্গত ক-কার শব্দে কামরূপিণী

কৃষ্ণ কৃষ্ণ সুতশ্রেষ্ঠ মহামায়া জগন্ময়ী॥
হরে হরে ততো দেবী শিবশক্তিস্বরূপিণী।
হরে রামেতি চ পদং সাক্ষাজ্জ্যোতির্ম্ময়ী পরা॥২৫॥
রেফস্তু ত্রিপুরা সাক্ষাদানন্দামৃতসংযুতা।
মকারস্তু মহামায়া নিত্যা তু রুদ্ররূপিণী।
বিসর্গস্তু সুতশ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎ কুণ্ডলিনী পরা॥২৬॥
রাম রামেতি চ পদং শিবশক্তিঃ স্বয়ং সুত॥
হরে হরেঽপি চ পদং শক্তিদ্বয়সমন্বিতম্॥২৭॥

কামদা নিত্যাশক্তি এবং ঋ-কার শব্দে পরমাশক্তি বুঝায়। আর ক-কার ও ঋ-কার—এই উভয় মিলিত কৃ-পদ দ্বারা কামিনী বৈষ্ণবী কলা বুঝিতে হইবে। হে সুতশ্রেষ্ঠ! ষ-কার শব্দে ষোড়শকলা-সংযুক্ত চন্দ্রমা ও ণ-কার শব্দে সাক্ষাৎ নির্বৃতিরূপা পরমাশক্তি বুঝিবে; এবং হে তাপসশ্রেষ্ঠ পুত্র! ষ-কার ও ণ-কার—এই উভয়াত্মক "ষ্ণ" পদ দ্বারা সাক্ষাৎ ত্রিপুরসুন্দরীদেবীকে বুঝিতে হইবে॥২১—২৪॥

হে সুতশ্রেষ্ঠ! "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" এই শব্দে জগন্ময়ী মহামায়াকে বুঝিবে, আর "হরে হরে" এই শব্দে শিবশক্তিস্বরূপিণী দেবীকে বুঝিতে হইবে। "হরে রাম" এই পদ দ্বারা সাক্ষাৎ জ্যোতির্ম্ময়ী পরমাপ্রকৃতিকে বুঝিবে॥২৫॥ রেফ দ্বারা আনন্দামৃতসংযুক্তা সাক্ষাৎ ত্রিপুরসুন্দরীকে এবং ম-কার দ্বারা রুদ্ররূপিণী নিত্যা মহামায়াকে বুঝায়। হে সুতশ্রেষ্ঠ! বিসর্গ (ঃ) শব্দে সাক্ষাৎ পরমা কুলকুণ্ড-লিনীকে বুঝিতে হইবে। আর হে সুত! "রাম রাম" এই পদ দ্বারা স্বয়ং শিবশক্তিকে বুঝিবে, এবং "হরে হরে" এই পদকে উভয় শক্ত্যাত্মক জানিবে॥২৬—২৭॥

আদ্যন্তে প্রণবং দত্ত্বা যো জপেদ্দশধা দ্বিজঃ ।
ভবেৎ সুতবরশ্রেষ্ঠ মহাবিদ্যাসু সুন্দরঃ ॥২৮॥
এষা দীক্ষা পরা জ্ঞেয়া জ্যেষ্ঠা শক্তিসমন্বিতা ।
হরিনাম্নঃ সুতশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠা তু বৈষ্ণবী স্বয়ম্ ॥২৯॥
বিনা শ্রীবৈষ্ণবীং দীক্ষাং প্রসাদং সদ্‌গুরোর্ব্বিনা ।
কোটিবর্ষং সমাদায় রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥৩০॥
এবং ষোড়শনামানি দ্বাত্রিংশদক্ষরাণি চ ।
আদ্যন্তে প্রণবং দত্ত্বা চতুস্ত্রিংশদনুত্তমম্ ॥৩১॥
হরিনাম্না বিনা পুত্র দীক্ষা চ বিফলা ভবেৎ ।
কুলদেবমুখাচ্ছ্রুত্বা হরিনামপরাক্ষরম্ ॥৩২॥
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্র-বিট্-শূদ্রাঃ শ্রুত্বা নাম পরাক্ষরম্ ।
দীক্ষাং কুর্য্যুঃ সুতশ্রেষ্ঠ মহাবিদ্যাসু সুন্দরঃ ॥৩৩॥

শ্রীমহাদেব উবাচ ;—

হরিনামাথ দীক্ষাং বা যদি শূদ্রমুখাৎ প্রিয়ে ।
অকুলাদ্‌যস্তু গৃহ্নীয়াৎ তস্য পাপফলং শৃণু ॥৩৪॥

হে সুতবরশ্রেষ্ঠ ! উক্ত মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে 'প্রণব' (ওঁ) যোগ করিয়া যে দ্বিজ দশবার জপ করে, সে মহাবিদ্যা বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানী হয় ॥২৮॥ হে সুতশ্রেষ্ঠ ! আদ্যাশক্তিসমন্বিতা এই দীক্ষা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা জানিবে। এই হরিনাম দীক্ষা সাক্ষাৎ বৈষ্ণবীশক্তিরূপিণী। শ্রীবৈষ্ণবী দীক্ষা ও সদ্‌গুরুর * প্রসন্নতা ব্যতীত কোটিবর্ষ জপ করিলেও ফল

* সদ্‌গুরুর লক্ষণ যথা ;—শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্। শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্॥ আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ তন্ত্রমন্ত্র-বিশারদঃ। নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥"—বিশেষ বিবরণ "দীক্ষা ও সাধনা" গ্রন্থে দেখুন।

শ্রুত্বা শূদ্রোঽপি শূদ্রাণ্যা বিদ্যাং বা মন্ত্রমুত্তমম্।
কোটিবর্ষান্ সমাদায় রৌরবং প্রতিগচ্ছতি ॥৩৫॥
অপি দাতৃগ্রহীত্রোর্ব্বা দ্বয়োরেব সমং ফলম্।
ব্রহ্মহত্যামবাপ্নোতি প্রত্যক্ষরমিতীরিতম্ ॥৩৬॥
শৃণু পুত্র বাসুদেব প্রসঙ্গাদ্বচনং মম ॥৩৭॥

ইতি শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে দ্বিতীয়ঃ পটলঃ ॥*॥

লাভের সম্ভাবনা নাই; পরন্তু রৌরব নরকে গমন করিতে হয় ॥২৯—৩০॥ প্রাগুক্ত "হরে কৃষ্ণ" ইত্যাদি মন্ত্রের অন্তর্গত ষোড়শ নাম ও দ্বাত্রিংশদক্ষরাত্মক মন্ত্রের আদ্যন্তে প্রণব (ওঁ) প্রদান করিলে চতুস্ত্রিংশ-দক্ষরাত্মক অনুত্তম মন্ত্র হয় ॥৩১॥ হে পুত্র! হরিনাম ব্যতীত দীক্ষা বিফল হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকল বর্ণই কুলগুরুর প্রমুখাৎ পরমাক্ষর হরিনাম শ্রবণপূর্ব্বক মহাবিদ্যা বিষয়ে দীক্ষিত হইবে ॥৩২—৩৩॥

শ্রীমহাদেব বলিলেন;—হে প্রিয়ে! যে ব্যক্তি হরিনামমন্ত্র কুলাচার ব্যতীত অন্যের নিকট কিম্বা শূদ্রের নিকট গ্রহণ করে, তাহার পাপফল বলিতেছি, শ্রবণ কর। আর শূদ্র যদি শূদ্রাণীর নিকট দীক্ষিত হয় বা মন্ত্র গ্রহণ করে, তবে তাহাকে কোটি বর্ষ পর্য্যন্ত নিরয়ে বাস করিতে হয় এবং মন্ত্রদাতার তাদৃশ ফললাভ হইয়া থাকে। এই প্রকার দীক্ষায় দাতা ও গ্রহীতা (গুরু ও শিষ্য) উভয়কেই মন্ত্রবর্ণসমসংখ্য ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে পাতকী হইতে হয় ॥৩৪—৩৬॥ ত্রিপুরাদেবী পুনর্ব্বার বাসুদেবকে কহিলেন, হে পুত্র বাসুদেব! প্রসঙ্গক্রমে দীক্ষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥৩৭॥

শ্রীবাসুদেবরহস্যে রাধাতন্ত্রে দ্বিতীয় পটল সমাপ্ত ॥০॥

তৃতীয়ঃ পটলঃ।

শ্রীত্রিপুরোবাচ ;—

সংপ্রাপ্তে ষোড়শে বর্ষে দীক্ষাং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ ॥
যদি নো কুরুতে পুত্র সংপ্রাপ্তে বর্ষষোড়শে।
হরিনাম বৃথা তস্য গতে তু বর্ষষোড়শে ॥১॥
তস্মাদ্‌যত্নেন কর্ত্তব্যা দীক্ষা হি বর্ষষোড়শে।
অন্যথা পশুবৎ সর্ব্বং তস্য কর্ম্ম ভবেৎ সুত ॥২॥
বাসুদেব মহাবাহো রহস্যং পরমং শৃণু।
প্রকটাখ্যং হরের্নাম সভায়াং যত্র তত্র বৈ।
মহাবিদ্যা সুতশ্রেষ্ঠ তদগুপ্তা ভবিষ্যতি ॥৩॥
প্রজপেদনিশং পুত্র মহাবিদ্যাং তপোধন।

শ্রীত্রিপুরাদেবী কহিলেন, হে পুত্র! ষোড়শ বর্ষে উপনীত হইলে মানব সমাহিতচিত্তে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। যদি ষোড়শ বর্ষ সমাগত হইলে মানব দীক্ষিত না হয়, তবে ষোড়শ বর্ষ গত হইলে তাহার হরিনাম দীক্ষা বিফল হইয়া থাকে। সুতরাং ষোড়শ বর্ষে যত্নপূর্ব্বক দীক্ষা গ্রহণ করিবে; অন্যথা হে সুত! তাহার যাবতীয় কর্ম্ম পশুকর্ম্মবৎ নিষ্ফল হয় ॥১—২॥ হে মহাবাহো বাসুদেব! পরম রহস্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। সভাস্থলে হউক, কিম্বা অন্য যে কোন স্থানে

অশুচির্ব্বা শুচির্ব্বাপি গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নপি।
মহাবিদ্যাং জপেদ্ধীমান্ য়ত্র কুত্রাপি মাধব ॥৪॥
সম্পূজ্য শিবলিঙ্গন্তু মহাবিদ্যাং জপেত্তু যঃ ॥৫॥
পূজয়েৎ বিধিবৎ লিঙ্গং বিল্বপত্রাদিভিঃ সুত।
ভাবয়েদনিশং পুত্র মহাবিদ্যাং হৃদাত্মনা ॥৬॥

হউক, হরিনাম সর্ব্বদা প্রকাশ্য; হে সুতশ্রেষ্ঠ! এই হরিনামাত্মিকা মহাবিদ্যা কদাচ অপ্রকাশ্যা নহে ॥৩॥ হে তপোধন পুত্র! অশুচি অবস্থায় হউক বা শুচি অবস্থায়ই হউক, গমন করিতে করিতে হউক বা কোন স্থানে অবস্থিত থাকিয়াই হউক অথবা শয়ন অবস্থায়ই হউক, হে মাধব! ধীমান্ ব্যক্তি যেখানে সেখানে অহর্নিশ এই মহাবিদ্যা জপ করিবে ॥৪॥ শিবলিঙ্গ পূজা করিয়া মহাবিদ্যা জপ করিবে। হে সুত! যে ধীমান্ সাধক বিল্বপত্রাদি দ্বারা বিধিবৎ শিবলিঙ্গের *

---

* অনেকেই ভ্রান্ত হইয়া শিবলিঙ্গ শব্দে "শিবের শিশ্ন" এইরূপ মনে করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ঈদৃশার্থ বড়ই ভ্রান্তিমূলক, শাস্ত্রনিরূপিত নহে। শাস্ত্র বলেন;—"আলয়ং লিঙ্গমিত্যাহুর্লিঙ্গং লিঙ্গমুচ্যতে॥" আবার অন্যত্রও কথিত হইয়াছে,—"প্রত্যহং পরমেশানি যাবজ্জীবং ধরাতলে। পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা লিঙ্গং ব্রহ্মময়ং শিবে॥" যেমন সমুদ্রে বুদ্বুদাবলী উত্থিত হইয়া আবার উহাতেই লীন হইয়া যাইতেছে, তদ্রূপ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড যে ব্রহ্ম-সমুদ্রে বিলীন হইতেছে, সেই পরম ব্রহ্মই লিঙ্গ শব্দের অর্থ। তাই বলিলেন—"লিঙ্গং ব্রহ্মময়ং।" কিন্তু ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক হইলেও, সাধক হৃদয়-পুণ্ডরীকাভ্যন্তরে অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত স্থানেই তাঁহার উপলব্ধি করিতে পারেন, তজ্জন্যই বাহ্যদৃশ্যতায়ও অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমিত তাঁহার মূর্ত্তি করা হয়। ইহাই কঠশ্রুতিতে বলিয়াছেন,—"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ।" লিঙ্গের নিম্নদেশে 'গৌরীপীঠ বা যোনিপীঠ' করিতে হয়। এই যোনি শব্দেও ভগ নহে। যাহা হইতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রসূত হইয়াছে, তাহাই যোনিপীঠ শব্দের অর্থ। এই জন্যই ইহাকে শক্তিপীঠ বলে। ব্রহ্ম নির্গুণ পদার্থ, সুতরাং চিন্তা-ধ্যানাদির অবিষয়। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, "যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো

নিশায়াং শক্তিযুক্তশ্চ পূজয়েদ্বিধিবৎ জপেৎ।
শিবোক্ততন্ত্রবৎ সর্ব্বং কুলাচারাং হি মাধব ॥৭॥
যঃ কুর্য্যাৎ সততং পুত্র তস্য সিদ্ধির্হি জায়তে।
কুলাচারং বিনা পুত্র তব সিদ্ধির্ন জায়তে ॥৮॥
শৃণু পুত্র মহাবাহো মম বাক্যং মনোহরম্।
রহস্যং পরমং গুহ্যং সুগোপ্যং ভুবনত্রয়ে ॥৯॥
কথয়িষ্যামি তে বৎস কথাং চিত্রবিচিত্রিতাম্।
বক্ষঃস্থলসমাসীনাং মালাং চিত্রবিচিত্রিতাম্ ॥১০॥

অর্চ্চনা করিয়া হৃদয়মধ্যে একাগ্রতাসহকারে চিন্তাপূর্ব্বক এই মহাবিদ্যা জপ করে, অথবা হে মাধব! রাত্রিকালে শক্তিযুক্ত হইয়া শিবকথিত তন্ত্রানুসারে কুলাচারনির্দ্দিষ্ট বিধিবোধিত মতে অর্চ্চনা করিয়া জপ করে, হে পুত্র! তাহার নিশ্চিতই সিদ্ধিলাভ হয়। হে পুত্র! কুলাচার ব্যতীত কখনও তুমি সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইবে না ॥৫—৮॥
হে মহাবাহো পুত্র! মন্মুখনির্গত মনোহর বাক্য শ্রবণ কর। আমি যে পরম গুহ্য রহস্য তোমার নিকট বর্ণনা করিব, তাহা ত্রিলোকে

মতং। তদেব ব্রহ্ম তদ্বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।" ইত্যাদি। সুতরাং শক্তি সহযোগেই তাঁহার ধ্যান করিতে হইবে—গুণের আলম্বন করিয়া তাঁহাকে মনের বিষয় করিতে হইবে, তাই শিবের নীচে শক্তি বিরাজমানা। এই নিমিত্ত শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন—"শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং।" ইত্যাদি। সূতসংহিতাতেও বলিয়াছেন, "সদাশিবত্বং যৎ প্রাপ্তঃ শিবঃ সা পাধিনা। সা তস্যাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থকঃ॥" সেই যোনির নীচে বেদী অর্থাৎ আসন, উহা বসিবার নিমিত্ত কল্পনা করিতে হয়। এখন বোধ হয় বুঝিতে পারা গেল যে, শিবলিঙ্গোপাসনা ঈশ্বরোপাসনা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সদা আম্নায়রূপা চ বিভাতি হৃদয়ে মম।
মাণিক্যরচিতা মালা জবাকুসুমসন্নিভা ॥১১॥
নানারত্নপ্রসূতা চ হস্ত্যশ্বরথপত্তয়ঃ।
কৌস্তভোমণিনামাথ মালামধ্যে বিরাজতে।
হস্তিনীয়ং মহামালা মম দূতী সদা সুত ॥১২॥
অন্যা হি পদ্মমালা যা বিভাতি হৃদয়ে মম।
পদ্মিনীপরমাশ্চর্য্যা সাক্ষাৎ পদ্মিনীরূপিণী ॥১৩॥
চিত্রমালা তু যা পুত্র নানাচিত্রবিচিত্রিতা।
এষা তু চিত্রিণী জ্ঞেয়া চিত্রকর্ম্মানুসারিণী ॥১৪॥
যা মালা গন্ধিনী প্রোক্তা পরমাশ্চর্য্যগন্ধভাক্‌।
এষা দূতী সুতশ্রেষ্ঠ সদা মম হৃদি স্থিতা ॥১৫॥
এষা দূতী সুতশ্রেষ্ঠ অষ্টৈশ্বর্য্যসমন্বিতা।

অতীব গোপ্য এবং হে বৎস! যে কথা আমি তোমার নিকট বলিব, তাহাও অতীব বিচিত্র। পরন্তু আমার বক্ষঃস্থলে যে বিচিত্র মালা বিদ্যমান আছে, তাহার কথাও বলিব ॥৯—১০॥ মদীয় বক্ষঃস্থলস্থিতা মাণিক্যরচিতা মালা জবাপুষ্পের ন্যায় প্রভাবিশিষ্টা এবং বেদরূপা ॥১১॥ উক্ত মালা নানা রত্নপ্রসবিনী এবং হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিপ্রদা; এই মালার সহিত কৌস্তভমণি শোভা পাইতেছে। হে সুত! হস্তিনী নাম্নী এই মালা সর্ব্বদা আমার দূতীস্বরূপা ॥১২॥ আমার হৃদয়ে যে অপর পরমাশ্চর্য্য পদ্মমালা শোভা পাইতেছে, তাহার নাম পদ্মিনী; ইহা সাক্ষাৎ পদ্মিনীরূপিণী। হে পুত্র! নানা চিত্রবিচিত্রিতা আর একটী মালা যে আমার হৃদয়ে বিদ্যমানা আছে, চিত্রকর্ম্মানুসারে ইহাকে চিত্রিণী বলিয়া জানিবে ॥১৩—১৪॥ পরন্তু পরমাশ্চর্য্য গন্ধযুক্তা

হস্তিনী পদ্মিনী চৈব চিত্রিণী গন্ধিনী তথা ॥১৬॥
যা মালা পদ্মিনী পুত্র সদা কামকলাযুতা ।
চিত্রিণী চিত্ররূপেণ ব্রহ্মাণ্ডং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি ॥১৭॥
গন্ধিনী চ তথা পুত্র সর্ব্বং ব্যাপ্য বিজৃম্ভতে ।
হস্তিনী চ সুতশ্রেষ্ঠ সর্ব্বং দিগ্‌গজসঞ্চয়ম্ ॥১৮॥

শ্রীমহাদেব উবাচ ;—

ইত্যুক্ত্বা সা মহামায়া ত্রিপুরা বামলোচনা ।
পারিজাতস্য মালায়াঃ পদ্মস্য চ তপোধনে ॥১৯॥
সূত্রেণ রহিতা মালা গ্রথিতা কামসূত্রকে ।
অসিদ্ধসাধিনী মালা গ্রথিতা কামসূত্রকে ॥২০॥

যে অপরা মালা শোভা পাইতেছে, ইহার নাম গন্ধিনী ; হে সুতশ্রেষ্ঠ ! এই মালা সর্ব্বদা আমার হৃদয়ে শোভা পাইতেছে ॥১৫॥ হে সুতশ্রেষ্ঠ ! অষ্টৈশ্বর্য্যসমন্বিতা দূতীরূপিণী হস্তিনী, পদ্মিনী, চিত্রিণী ও গন্ধিনী নাম্নী চতুর্ব্বিধ মালার মধ্যে পদ্মিনী নাম্নী যে মালা, উহা কামকলাযুক্তা ; আর চিত্রিণীমালা চিত্ররূপে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থিতা রহিয়াছে। গন্ধিনীমালাও সমস্ত ব্যাপ্ত করতঃ বিজৃম্ভিত হইতেছে। হে সুতশ্রেষ্ঠ ! হস্তিনী মালিকা সমস্ত দিগ্‌গজ ব্যাপ্ত করিয়া শোভা পাইতেছে ॥১৬—১৮॥

শ্রীমহাদেব বলিলেন ;—হে তপোধনে পার্ব্বতি ! চারুনয়না মহামায়া ত্রিপুরাদেবী এই প্রকারে পারিজাতমালা ও পদ্মিনীমালার বিষয়ে কীর্ত্তন করিলেন ॥১৯॥ সূত্রহীন ও কামসূত্রগ্রথিতা এই মালা অসিদ্ধসাধিনী। এই মালা নানা রত্নময়ী, ইহার প্রভা কোটি বিদ্যুতের ন্যায় সমুজ্জ্বল ; পঞ্চাশৎ-মাতৃকাবর্ণ-সমন্বিতা এই মালা

নানা রত্নময়ী মালা বিদ্যুৎকোটিসমপ্রভা।
পঞ্চাশন্মাতৃকাবর্ণসহিতা বিশ্বমোহিনী।
অর্থদা ধর্ম্মদা মালা কামদা মোক্ষদা প্রিয়ে ॥২১॥

শ্রীত্রিপুরোবাচ ;—

বাসুদেব মহাবিষ্ণো শৃণু পুত্র তপোধন ॥২২॥
মম মায়া দুরাধর্ষা মাতৃকাশক্তিরব্যয়া।
আশ্চর্য্যং পরমং পশ্য সাবধানেন মাধব ॥২৩॥

শ্রীমহাদেব উবাচ ;—

ইত্যুক্ত্বা ত্রিপুরাদেবী বিষ্ণুমায়া জগন্ময়ী।
মালামাকৃষ্য মালায়াঃ কৃষ্ণায় সত্বরং দদৌ।
আশ্চর্য্যং পরমং কিঞ্চিদ্দর্শয়িত্বা জনার্দ্দনম্ ॥২৪॥
তত্রাশ্চর্য্যং মহেশানি বর্ণিতুং নহি শক্যতে।
অকারাদি-ক্ষকারান্তা পঞ্চাশন্মাতৃকাব্যয়া।
অব্যয়া অপরিচ্ছিন্না ত্রিপুরাকণ্ঠসংস্থিতা ॥২৫॥

বিশ্ববিমোহনে শক্তা এবং হে প্রিয়ে! এই মালা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষপ্রদা ॥২০—২১॥ শ্রীত্রিপুরসুন্দরী কহিলেন ;—হে বাসুদেব! হে মহাবিষ্ণো! হে তপস্যানিরত পুত্র! আমার কথা শ্রবণ কর; মাতৃকাশক্তি রূপিণী মদীয়া মায়া অব্যয়া ও দুরাধর্ষা ; হে মাধব! সাবধানে তুমি বিস্ময়কর রূপ দর্শন কর ॥২২—২৩॥

শ্রীমহাদেব বলিলেন ;—বিষ্ণুমায়া জগন্ময়ী ত্রিপুরসুন্দরীদেবী বাসুদেবকে এই কথা বলিয়া স্বীয় গলদেশস্থ মালা হইতে মালা আকর্ষণ করতঃ সত্বর কৃষ্ণকে তাহা প্রদান করিলেন এবং তাঁহাকে পরমাশ্চর্য্য রূপ দর্শন করাইলেন ॥২৪॥ হে মহেশানি! সেই পরমা-

ককারাৎ পরমেশানি কোটিব্রহ্মাণ্ডরাশয়ঃ।
প্রসূয় তৎক্ষণাৎ সর্ব্বং সংহারঞ্চ তথাপি বা ॥২৬॥
এবং ক্রমেণ দেবেশি পঞ্চাশন্মাতৃকা সদা।
সৃষ্টিস্থিতিঞ্চ কুরুতে সংহারঞ্চ তথা প্রিয়ে ॥২৭॥
ক্রমোৎক্রমাৎ মহেশানি দৃষ্ট্বা মোহং গতো হরিঃ ॥২৮
গতবান্ পুণ্ডরীকাক্ষো বাসুদেবস্তপোধনঃ।
অণ্ডরাশৌ মহেশানি সর্ব্বং দৃষ্ট্বা জনার্দ্দনঃ ॥২৯॥

স্তুত রূপ আমি বর্ণন করিতে শক্ত নহি। অকারাদি ক্ষকারান্তা পঞ্চাশৎবর্ণাত্মিকা * মাতৃকাশক্তি অব্যয়া (ক্ষয়োদয়রহিতা), অপরিচ্ছিন্না ও ত্রিপুরাদেবীর কণ্ঠাবলম্বিনী। হে পরমেশানি! পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণাভ্যন্তরস্থ 'ক' এই বর্ণ কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া তৎক্ষণাৎ সংহারও করিতে লাগিলেন। হে দেবেশি! এই প্রকারে পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ সর্ব্বদা সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিতে লাগিলেন।

* বর্ণাত্মিকা প্রকৃতি;—অর্থাৎ অক্ষরাত্মক প্রকট বিশ্ব। এস্থলে জগতের আদি মহাশক্তি ত্রিপুরাদেবীর কণ্ঠাবলম্বী সমস্ত বিশ্ব বা বিশ্বরূপ পরিদর্শিত হইল। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে উক্ত হইয়াছে,—'যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ৮ম অ—১১ শ্লোঃ। "বেদবেত্তারা যাঁহাকে অক্ষর বলিয়া থাকেন, এবং বিষয়াশক্তিশূন্য যতিগণ যাঁহাতে প্রবেশ করেন ও যাঁহাকে বিদিত হইবার জন্য ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, আমি সেই প্রাপ্য বস্তু লাভের উপায় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।" বেদে পঞ্চাশৎ বর্ণাত্মিকা শক্তিকে প্রকট বিশ্বের বিকাশশক্তি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তন্ত্রের একান্ন পীঠের পঞ্চাশৎ পীঠ সেই পঞ্চাশৎ বর্ণাত্মিকা ভাবদ্যোতক, এবং যোনিপীঠ এই স্থলে ত্রিপুরাদেবীরূপ মহাশক্তি—কাজেই একপঞ্চাশৎ মহাপীঠ।

সর্ব্বং দৃষ্ট্বা বিনিশ্চিত্য হৃদয়ে বিষ্ণুরব্যয়ঃ ।
পঞ্চাশৎপীঠসংযুক্তং ভারতং পরমং পদম্ ॥৩০॥
নিত্যা ভগবতী তত্র মহামায়া জগন্ময়ী ।
সতীদেহং পরিত্যজ্য পার্ব্বতীত্বং গতা পুনঃ ॥৩১॥
তবাঙ্গাৎ পরমেশানি কুন্তলং যত্র পার্ব্বতি ।
পতিতং যত্র দেবেশি স্থানে তু নগনন্দিনি ॥৩২॥
সর্ব্বং দৃষ্টং মহেশানি কামাখ্যাস্থাঃ পৃথক্ পৃথক্ ।
যদ্‌যদ্দৃষ্টং মহাপীঠং সর্ব্বং বহুভয়াবহম্ ॥৩৩॥
সৌম্যমূর্ত্তির্ম্মহেশানি মথুরাব্রজমণ্ডলং ।
দৃষ্ট্বা তু পরমেশানি আশ্চর্য্যং স্থানমুত্তমম্ ॥৩৪॥

হে প্রিয়ে ! ক্রমোৎক্রমে পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার দর্শনে ভগবান্ শ্রীহরি মোহপ্রাপ্ত হইলেন। হে মহেশানি ! তপোধন পুণ্ডরীকাক্ষ বাসুদেব পঞ্চাশৎ-মাতৃকার এতাদৃশ মাহাত্ম্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া মনে মনে পঞ্চাশৎপীঠসমন্বিত পরম পবিত্র এই ভারতক্ষেত্রের চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥২৫—৩০॥ জগন্ময়ী নিত্যা মহামায়া ভগবতীদেবী ভারতক্ষেত্রে (দক্ষালয়ে) সতীদেহ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার পার্ব্বতীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। হে দেবেশি ! হে পর্ব্বতপুত্রী পার্ব্বতি ! যে স্থানে তোমার অঙ্গ হইতে এক গাছি কেশও নিপতিত হইয়াছে, সেই স্থানই পীঠ নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥৩১—৩২॥ হে মহেশানি ! হে নগনন্দিনি ! আমি কামাখ্যা প্রভৃতি যে সকল মহাপীঠস্থান পৃথক্ পৃথক্ রূপে দর্শন করিয়াছি, তৎসমস্তই অত্যন্ত ভয়াবহ। কিন্তু হে পরমেশানি ! কেবলমাত্র মথুরানগরীতে ও ব্রজমণ্ডলে তোমার প্রশান্ত মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করি-

তৎক্ষণাৎ পরমেশানি সর্ব্বা হ্যন্তর্হিতাঽভবন্ ।
মাতরো মাতৃকাস্থাশ্চ দর্শয়িত্বা জনার্দ্দনম্ ॥৩৫॥

শ্রীত্রিপুরোবাচ ;—

বাসুদেব সুতশ্রেষ্ঠ হৃদয়ে কিং বিভাব্যসে ।
বিমনাস্ত্বং কথং পুত্র মালাং কণ্ঠে বিধারয় ।
মালায়াস্তু প্রভাবেণ ভদ্রং তব ভবিষ্যতি ॥৩৬॥
রহস্যং পরমং গুহ্যং পঞ্চাশত্তত্ত্বসংযুতম্ ।
কলাবতী মহামালা মম কণ্ঠে সদা স্থিতা ॥৩৭॥
শুক্লাভা রক্তবর্ণাভা পীতাভা কৃষ্ণরূপিণী ॥৩৮॥
পদ্মোদ্ভবা তু যা মালা রঙ্গিণী-কুসুমপ্রভা ।
হস্তিনী শুক্লরূপা চ শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভা ॥৩৯॥

য়াছি। ঐ উভয় স্থানে যাহা দর্শন করিয়াছি, তাহাও অতীব মনোরম ও পরমাশ্চর্য্যজনক। হে পরমেশানি! মাতৃ-রূপিণী মাতৃকাগণ জনার্দ্দনকে দর্শন প্রদান করতঃ তৎক্ষণাৎ সকলে অন্তর্হিতা হইলেন ॥৩৩—৩৫॥

শ্রীত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন ;—হে সুতশ্রেষ্ঠ বাসুদেব! তুমি মনে মনে কি চিন্তা করিতেছ? হে পুত্র! তোমাকে বিমনা দেখিতেছি কেন? তুমি কণ্ঠে মালা ধারণ কর। এই মালাপ্রসাদে নিশ্চয়ই তোমার কল্যাণ হইবে। পঞ্চাশৎতত্ত্বসমন্বিত এই মালারহস্য অতীব গোপনীয়। এই কলাবতী নাম্নী মহামালা সর্ব্বদা আমার কণ্ঠে বিদ্যমান রহিয়াছে।৩৬—৩৭॥ নামভেদে এই মালা শুক্লবর্ণা, লোহিতবর্ণা, পীতবর্ণা এবং কৃষ্ণবর্ণা। পদ্মোদ্ভবা যে মালা, তাহা শতমূলীপুষ্পসন্নিভা ; হস্তিনী নাম্নী মালা বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় শুক্ল-

চিত্রিণী পীতবর্ণাভা সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনী।
গন্ধিনী যা সুতশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণা গন্ধসমপ্রভা ॥৪০॥

শ্রীমহাদেব উবাচ ;—

ইত্যুক্ত্বা সা মহামায়া আদিশক্তিঃ সনাতনী।
পরংব্রহ্ম মহেশানি যস্যাস্তু নখরত্বিষঃ ॥৪১॥
যস্যাস্তু নখকোট্যংশঃ পরংব্রহ্মসনাতনম্।
যস্যাশ্চ নখরাগ্রস্য নির্ম্মাণং পঞ্চদৈবতম্ ॥৪২॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ।
এতে দেবা মহেশানি পঞ্চ জ্যোতির্ম্ময়াঃ সদা ॥৪৩॥
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিস্তু তুরীয়ং পরমেশ্বরি।
সদাশিবো যস্তু দেবি সুপ্তো ব্রহ্ম স এব হি।
অতঃপরং মহেশানি নাস্তি জ্ঞানে তু মামকে ॥৪৪॥

বর্ণা ; চিত্রিণী মালা পীতবর্ণা এবং সর্ব্বসৌভাগ্যপ্রদা ; হে সুতশ্রেষ্ঠ ! গন্ধিনী নাম্নী যে মালা, তাহা শোভাঞ্জনপুষ্পবৎ কৃষ্ণবর্ণা ॥৩৮—৪০॥

শ্রীমহাদেব বলিলেন ;—হে মহেশানি ! যাঁহার নখরকান্তি ও নখকোট্যংশ সনাতন পরব্রহ্মস্বরূপ, যাঁহার নখরাগ্রভাগ পঞ্চ দেবতারা বহন করেন, সেই আত্মাশক্তি মহামায়া সনাতনী ত্রিপুরা-দেবী এই প্রকার বাসুদেবকে উপদেশ দান করিয়াছিলেন ॥৪১—৪৩॥ হে মহেশানি ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও সদাশিব—এই পঞ্চ দেবতা সর্ব্বদা জ্যোতির্ম্ময়। হে পরমেশ্বরি ! ব্রহ্মাদি দেবগণের মধ্যে কেহ জাগ্রদবস্থাপন্ন, কেহ স্বপ্নাবস্থাগত, কেহ সুষুপ্তি-অবস্থাপন্ন, কেহ বা তুরীয়াবস্থ। হে দেবি ! যিনি সদাশিবরূপী, তিনিই সুষুপ্তি-অবস্থাপন্ন ব্রহ্ম। হে মহেশানি ! মদীয় জ্ঞানে ইহা অপেক্ষা আর

বাসুদেবো যস্ত দেবঃ স এব বিষ্ণুরব্যয়ঃ।
শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকে দেবি মূলপ্রকৃতিরূপিণি ॥৪৫॥
ততস্ত ত্রিপুরা মাতা বাসুদেবায় পার্ব্বতি।
যদুক্তং মৃগশাবাক্ষি তচ্ছৃণুষ সমাহিতা ॥৪৬॥

শ্রীত্রিপুরোবাচ ;—

বাসুদেব মহাবাহো মাভয়ং কুরু রে সুত।
এতাং মালাং সুতশ্রেষ্ঠ মূর্ত্তির্বিগ্রহরূপিণী ॥৪৭॥
কার্য্যসিদ্ধিং সুতবর এষা তব করিষ্যতি।
মাভৈর্ম্মাভৈঃ সুতবর বিদ্যাসিদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥৪৮॥

শ্রীশিব উবাচ ;—

বাসুদেবঃ প্রসন্নাত্মা প্রণিপত্য পদাম্বুজে।
দেবীসূক্তেন সন্তোষ্য ত্রিপুরাং পরমেশ্বরীম্ ॥৪৯॥

কিছুই উপলব্ধি হইতেছে না ॥৪৪॥ হে দেবি! যিনি বাসুদেব, তিনিই অব্যয় বিষ্ণু। হে পার্ব্বতি! তুমি শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা ও মূলপ্রকৃতিরূপা; অতঃপর শ্রীত্রিপুরাদেবী শ্রীবাসুদেবকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তোমাকে বলিতেছি; হে মৃগশাবকাক্ষি! অবহিতচিত্তে তাহা শ্রবণ কর ॥৪৫—৪৬॥ শ্রীত্রিপুরাদেবী কহিলেন ;—হে মহাবাহো! হে বাসুদেব! হে পুত্র! তুমি ভয় করিও না। হে সুতশ্রেষ্ঠ! আমার কণ্ঠস্থিত মালা হইতে তোমাকে যে মালা প্রদান করিলাম, সেই মালা মূর্ত্তিমতী বিগ্রহরূপিণী। হে সুতশ্রেষ্ঠ! এই মালা দ্বারাই তোমার অভীপ্সিত কার্য্য সিদ্ধ হইবে। হে সুতবর! তুমি ভীত হইও না; নিশ্চয়ই তোমার বিদ্যাসিদ্ধি হইবে ॥৪৭—৪৮॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন ;—প্রসন্নাত্মা বাসুদেব পরমেশ্বরী ত্রিপুরা-

তব পাদার্চ্চনসুখং বিস্মরামি কদাচ ন।
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি মে মাতঃ পরমেশ্বরি ॥৫০॥

শ্রীত্রিপুরোবাচ ;—

শৃণু বিষ্ণো মহাবাহো বাসুদেব পরন্তপ।
যা মালা তব কণ্ঠস্থা সর্ব্বদা সা কলাবতী ॥৫১॥
সর্ব্বং হি কথয়ামাস রে পুত্র গুণসাগর।
তস্যা বাক্যং সুতশ্রেষ্ঠ শ্রুত্বা কার্য্যং সমাচর ॥৫২॥
ইত্যুক্ত্বা সা মহামায়া ত্রিপুরা জগদীশ্বরী।
তৎক্ষণাজ্জগতাং মাতা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৫৩॥

ইতি শ্রীবাসুদেবরহস্যে রাধা-তন্ত্রে তৃতীয়ঃ পটলঃ ॥*॥

দেবীর ত্রিজগদ্বন্দ্য শ্রীচরণারবিন্দে প্রণিপাতপুরঃসর দেবীসূক্ত * পাঠ করিয়া তাঁহাকে প্রীতা করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন ;—হে মাতঃ পরমেশ্বরি! তোমার পদারবিন্দার্চ্চনজনিত সুখ আমি কদাচ বিস্মৃত হইব না। হে প্রণতজনগণার্ত্তিনাশিনী মাতঃ! অধুনা আমি কি করিব এবং কোথায় যাইব, তাহা উপদেশ কর ॥৪৯—৫০॥

শ্রীত্রিপুরাদেবী বলিলেন ;—হে মহাবাহো বিষ্ণো! হে পরন্তপ বাসুদেব! শ্রবণ কর ; তোমার কণ্ঠদেশস্থিতা মালা সর্ব্বদাই কলাবতী। রে গুণসিন্ধো পুত্র! এই কলাবতী মালাই তোমাকে সর্ব্ববিধ উপদেশ প্রদান করিবে। হে সুতশ্রেষ্ঠ! মালার উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়াই তুমি কার্য্যানুষ্ঠান করিও ॥৫১—৫২॥† জগদীশ্বরী

---

* দেবীসূক্ত—সন্দর্শনার্থ মম্বায়া নদীপুলিন-সংস্থিতঃ। স চ বৈশ্য স্তপস্তেপে দেবীসূক্তং পরং জপন্ ॥ ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীমাহাত্ম্যং। চণ্ডী দেখ।

† সাধনতত্ত্ব-মতে বর্ণাত্মিক-শক্তি উদ্বুদ্ধ হইলে আপ্ত বাক্য দ্বারা সমস্ত জানা যায়। দেবী যে মালা দান করিলেন, তাহা বর্ণাত্মিকা।

চতুর্থঃ পটলঃ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ ;—

দেবদেব মহাদেব বিচার্য্য কথয় প্রভো।
ততঃ কলাবতীং দেবীং মহাদেব সনাতন ॥১॥
কণ্ঠে মালাং বাসুদেবো বিধৃত্য পরমেশ্বরঃ।
রহস্যং পরমং ভক্ত্যা পৃচ্ছামি সুরপূজিত ॥২॥

শ্রীমহাদেব উবাচ ;—

নিগদামি শৃণু প্রৌঢ়ে অত্যন্তজ্ঞানবর্দ্ধনম্।
ততঃ কলাবতী দেবী বাসুদেবায় পার্ব্বতি।
যদুক্তং মৃগশাবাক্ষি সাবধানাবধারয় ॥৩॥

মহামায়া ত্রিপুরাদেবী এই প্রকার বলিয়াই সেই স্থান হইতে তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইলেন ॥৫৩॥

শ্রীবাসুদেবরহস্যে রাধা-তন্ত্রে তৃতীয় পটল সমাপ্ত ॥

শ্রীপার্ব্বতীদেবী বলিলেন ;—হে মহাদেব! আপনি দেবতাদিগের দেবতা, আপনি সুরগণের পূজ্য এবং আমার প্রভু। আপনি সম্যক্ বিচার করিয়া কলাবতীদেবীর কথা মৎসকাশে বিবৃত করুন। হে পরমেশ্বর মহাদেব! বাসুদেব যে মালিকা কণ্ঠে ধারণ করতঃ পরম রহস্য বিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাহার বিষয় আমি ভক্তিপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥১—২॥ শ্রীমহাদেব কহিলেন, হে

শ্রীকলাবত্যুবাচ ;—

বাসুদেব মহাবাহো বরং বরয় সাম্প্রতম্।
করিষ্যামি ভবৎকার্য্যমধুনা সুরপূজিত।
মালাং দেব সুদৃষ্টাং যত্তচ্ছীঘ্রং স্মর সুন্দর ॥৪॥

শ্রীবাসুদেব উবাচ ;—

যদ্দৃষ্টং পরমেশানি নহি বক্তুং হি শক্যতে।
তব পাদার্চ্চনং দেবি সংস্মরামি পুনঃপুনঃ ॥৫॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ ;—

যদ্দৃষ্টং বাসুদেবেন তৎসর্ব্বং কথয় প্রভো।
যদ্দৃষ্টং পদ্মমালায়ামাশ্চর্য্যং পরমং পদম্ ॥৬॥
করিমালাসু যদ্দৃষ্টং গন্ধমালাসু চ প্রভো।
চিত্রমালাসু যদ্দৃষ্টং কৃষ্ণেন পরমাত্মনা।
তৎসর্ব্বং কথয়েশান বিচিত্রকথনং প্রভো ॥৭॥

পার্ব্বতি! তুমি প্রৌঢ়া এবং তোমার নয়ন মৃগশিশুর নয়নের ন্যায় রমণীয়। তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা অত্যন্ত জ্ঞানবর্দ্ধক! কলাবতীদেবী বাসুদেবকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমার নিকট বলিতেছি; সাবধানে শ্রবণ কর ॥৩॥ শ্রীকলাবতীদেবী বলিলেন ;—হে মহাবাহো বাসুদেব! সম্প্রতি তুমি তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। হে সুরপূজিত! অধুনা আমি তোমার কার্য্য সাধন করিব। হে সুন্দর! তুমি শীঘ্র সেই সুদৃষ্টা মালাকে স্মরণ কর ॥৪॥ শ্রীবাসুদেব বলিলেন ;—হে পরমেশানি! আমি যাহা সন্দর্শন করিয়াছি, তাহা বলিতে আমি শক্ত নহি; দেবি! আমি পুনঃপুনঃ কেবল তোমার পদার্চ্চন চিন্তা করিতেছি ॥৫॥ শ্রীপার্ব্বতীদেবী কহি-

শ্রীমহাদেব উবাচ ;—

রহস্যং পরমেশানি সাবধানাবধারয় ।
অতিচিত্রং মহদ্‌গুহ্যং পীযূষসদৃশং বচঃ ।
অতিপুণ্যং মহত্তীর্থং সর্ব্বসারময়ং সদা ॥৮॥
বাসুদেবস্য কণ্ঠে যা মালা সা চ কলাবতী ।
পঞ্চাশদক্ষরশ্রেণী কলারূপেণ সাক্ষিণী ॥৯॥
অব্যয়া চাপরিচ্ছিন্না নিত্যরূপা পরাক্ষরা ।
পঞ্চাশদক্ষরং দেবি মূর্ত্তিবিগ্রহধারিণী ॥১০॥
শ্যামাঙ্গী চ তথা গৌরী শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভা ।
তপ্তহাটকবর্ণাভা কৃষ্ণবর্ণা চ সুন্দরী ॥১১॥
চিত্রবর্ণা তথা দেবি নবযৌবনসংযুতা ।
সদা ষোড়শবর্ষীয়া সদা চাঞ্জনলোচনা ॥১২॥

লেন ;—হে প্রভো ! বাসুদেব পদ্মিনীমালাতে যে আশ্চর্য্য পরম পদ দর্শন করিয়াছিলেন এবং হস্তিনী মালাতে, গন্ধ-মালাতে ও চিত্রিণী মালাতে যাহা দেখিয়াছিলেন, সেই সকল বিচিত্র কথা আমার নিকট বলুন ॥৬—৭॥

শ্রীমহাদেব বলিলেন ;—হে পরমেশানি ! যাহা অতি বিচিত্র, অত্যন্ত গোপনীয়, পীযূষ সদৃশ অতি পূত, মহাতীর্থ সদৃশ এবং সর্ব্বসারময়, সেই পরম রহস্য আমি বলিতেছি, স্থিরচিত্তে শ্রবণ কর ॥৮॥ হে দেবি ! বাসুদেবের কণ্ঠে যে মালা বিরাজিতা রহিয়াছে, তাহা কলাবতী, অকারাদি পঞ্চাশদ্বর্ণাত্মিকা ও কলারূপে সর্ব্বসাক্ষীভূতা এবং অব্যয়া, অপরিচ্ছিন্না, নিত্যা ও পরব্রহ্মস্বরূপা । ঐ পঞ্চাশৎ বর্ণ মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহরূপী ॥৯—১০॥ হে সুন্দরি ! উহার মধ্যে কেহ

প্রফুল্লবদনাম্ভোজা ঈষৎস্মিতমুখী সদা।
দাড়িমীবীজসদৃশ-দন্তপঙ্‌ক্তিরনুত্তমা ॥১৩॥
মৃণালসদৃশকারা বাহুবল্লীবিরাজিতা।
শঙ্খকঙ্কণকেয়ুর-নানাভরণভূষিতা ॥১৪॥
নানাগন্ধ-সুগন্ধেন মোদিতাখিলদিঙ্মুখা।
রুদ্রাক্ষরচিতা মালা জপমালাবিধারিণী ॥১৫॥
এতাঃ সর্ব্বা মহেশানি মাতৃকাঃ পরদেবতাঃ।
মালারূপেণ সা দেবী বিষ্ণুকণ্ঠস্থিতা সদা।
শৃণু নামানি দেবেশি মাতৃকায়াঃ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥১৬॥
পূর্ণোদরী স্যাদ্বিরজা শাল্মলী তদনন্তরম্‌।
লোলাক্ষী বহুলাক্ষী চ দীর্ঘঘোণা প্রকীর্ত্তিতা ॥১৭॥

শ্যামবর্ণা, কেহ গৌরাঙ্গী, কেহ শুদ্ধস্ফটিকবর্ণা, কেহ তপ্তকাঞ্চনবর্ণ-বিশিষ্টা, কেহ বা কৃষ্ণা। আবার কেহ বা চিত্রবর্ণা, নবযৌবনা, সদা ষোড়শবর্ষীয়া, অঞ্জননয়না। কাহার মুখপঙ্কজ প্রফুল্ল ও সর্ব্বদা ঈষৎ হাস্যযুক্তা এবং দন্তরাজি দাড়িমীবীজের সদৃশ। কাহারও বাহুবল্লী মৃণাল-সদৃশ এবং কেহ বা শঙ্খ, কঙ্কণ, কেয়ূরাদি নানা আভরণে বিভূষিত ॥১১—১৪॥ কেহ কেহ বা বিবিধ সুগন্ধ দ্বারা চতুর্দ্দিক্‌ আমোদিত করিয়া বিরাজমানা, আবার কেহ বা রুদ্রাক্ষ-রচিত জপমালা ধারণ করিয়া আছেন ॥১৫॥ হে মহেশানি! ইঁহারা মাতৃকারূপিণী পরম দেবতা; ইঁহারা মালা রূপে সর্ব্বদা বিষ্ণুর কণ্ঠে অবস্থিতি করিতেছেন। হে দেবেশি! মাতৃকাগণের পৃথক্‌ পৃথক্‌ নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥১৬॥ (মাতৃকাগণের নাম যথা) পূর্ণোদরী, বিরজা, শাল্মলী, লোলাক্ষী, বহুলাক্ষী, দীর্ঘঘোণা, সুদীর্ঘ-

সুদীর্ঘমুখী-গোমুখ্যৌ দীর্ঘজিহ্বা তথৈব চ ।
কুম্ভোদর্য্যূর্দ্ধকেশী চ তথা বিকৃতমুখ্যপি ॥১৮॥
জ্বালামুখী ততো জ্ঞেয়া পশ্চাদুল্কামুখী ততঃ ।
সুশ্রীমুখী চ বিদ্যোতমুখ্যেতাঃ স্বরশক্তয়ঃ ॥১৯॥
মহাকালী-সরস্বত্যৌ সর্ব্বসিদ্ধিসমন্বিতে ।
গৌরী ত্রৈলোক্যবিদ্যা স্যান্মন্ত্রশক্তিস্ততঃপরম্ ॥২০॥
আদ্যাশক্তির্ভূতমাতা তথা লম্বোদরী মতা ।
দ্রাবিণী নাগরী ভূমিঃ খেচরী চৈব মঞ্জরী ॥২১॥
রূপিণী বীরিণী পশ্চাৎ কাকোদর্য্যপি পূতনা ।
ভদ্রকালী যোগিনী স্যাৎ শঙ্খিনী গর্জ্জিনী তথা ॥২২॥
কালরাত্রী কুব্জিনী চ কপর্দ্দিন্যপি বজ্রিণী ।
জয়া চ সুমুখীশ্বর্য্যৌ রেবতী মাধবী তথা ॥২৩॥
বারুণী বায়বী প্রোক্তা পশ্চাদ্‌ব্রহ্মবিদারিণী ।
ততশ্চ সহজা লক্ষ্মীর্ব্ব্যাপিনী মায়য়া তথা ॥২৪॥

মুখী, গোমুখী, দীর্ঘজিহ্বা, কুম্ভোদরী, ঊর্দ্ধকেশী, বিকৃতমুখী, জ্বালামুখী, উল্কামুখী, সুশ্রীমুখী ও বিদ্যোতমুখী,—ইঁহারা স্বরশক্তি। সর্ব্বসিদ্ধিসমন্বিতা মহাকালী ও সরস্বতী এবং গৌরী ও ত্রৈলোক্যবিদ্যা—ইঁহারা মন্ত্রশক্তি। এতদ্ব্যতীত আদ্যাশক্তি, ভূতমাতা, লম্বোদরী, দ্রাবিণী, নাগরী, ভূমি, খেচরী, মঞ্জরী, রূপিণী, বীরিণী, কাকোদরী, পূতনা, ভদ্রকালী, যোগিনী, শঙ্খিনী, গর্জ্জিনী, কালরাত্রি, কুব্জিনী, কপর্দ্দিনী, বজ্রিণী, জয়া, সুমুখী, ঈশ্বরী, রেবতী, মাধবী, বারুণী, বায়বী, ব্রহ্মবিদারিণী, সহজা, লক্ষ্মী, ব্যাপিনী ও মায়া। হে দেবি!

এতাশ্চ মাতৃকা দেবি মালায়াং সংস্থিতাঃ সদা ।
যথা তু রুদ্রপীঠস্থাঃ সিন্দূরারুণবিগ্রহাঃ ।
রক্তোৎপলকপালাঢ্যা অলঙ্কৃত-কলেবরাঃ ॥২৫॥

ইতি শ্রীবাসুদেব রহস্যে রাধা-তন্ত্রে চতুর্থঃ পটলঃ ॥*॥

এই সমস্ত মাতৃকাদেবী নিরন্তর মালাতে বিরাজমানা রহিয়াছেন। ইঁহারা রুদ্রপীঠস্থিতা, সিন্দূরের ন্যায় অরুণবর্ণা, রক্তোৎপলকপালিনী এবং বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা ॥১৭—২৫॥

শ্রীবাসুদেব রহস্যে রাধা-তন্ত্রে চতুর্থ পটল সমাপ্ত ॥০॥

পঞ্চমঃ পটলঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ;—

বাসুদেবো মহাবিষ্ণু-র্দৃষ্ট্বাশ্চর্য্যং গতঃ প্রিয়ে।
একৈকেন মহেশানি কোটিশো হ্যণ্ডরাশয়ঃ।
পৃথক্ পৃথক্ প্রসূয়ন্তে ডিম্বরাশিঃ শুচিস্মিতে ॥১॥
ব্রহ্মাণ্ডং পরমেশানি রজঃসত্ত্বতমোময়ম্।
তমঃ সত্ত্বং রজো দেবি রুদ্রো বিষ্ণুঃ পিতামহঃ ॥২॥
ব্রহ্মাণ্ডং পরমেশানি সপ্তাবরণসংযুতম্।
তদ্ধার্য্যং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডং হেলয়া কোটি-কোটিশঃ ॥৩॥
দৃষ্ট্বাশ্চর্য্যং মহেশানি বিষ্ণুস্তু বিস্ময়ান্বিতঃ।
প্রতিডিম্বে মহেশানি ব্রহ্মাদ্যাঃ পরমেশ্বরি ॥৪॥

শ্রীমহাদেব বলিলেন ;—হে প্রিয়ে! হে মহেশানি! মাতৃকা দেবতারা পৃথক্ পৃথক্ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিতে লাগিলেন। ইহা দর্শন করিয়া মহাবিষ্ণু বাসুদেব বিস্মিত হইলেন ॥১॥ হে পরমেশানি! ব্রহ্মাণ্ড সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক। রুদ্র তমোগুণযুক্ত, বিষ্ণু সত্ত্বগুণসমন্বিত এবং পিতামহ ব্রহ্মা রজোগুণবিশিষ্ট। হে পরমেশানি! এই ব্রহ্মাণ্ড সপ্তাবরণ * সংযুক্ত। এই কোটি কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মাতৃকাগণ কর্ত্তৃক অবলীলা ক্রমে বিধৃত রহিয়াছে ॥২—৩॥

* ভূঃ, ভুব, স্বঃ, মহ, জন, তপঃ ও সত্য।

প্রতিডিম্বং বরারোহে এতদ্বিশ্বোপমং প্রিয়ে।
সর্ব্বং দৃষ্টং মহেশানি, কৃষ্ণেন পরমাত্মনা ॥৫॥
দৃষ্টং হিং ভারতং বর্ষং পঞ্চাশৎপীঠসংস্থিতং।
তত্র সর্ব্বাণি পীঠানি মহাভয়যুতানি চ ॥৬॥
মথুরামণ্ডলং দেবি যত্র গোবর্দ্ধনো গিরিঃ।
তত্র বৃন্দা মহামায়া দেবী কাত্যায়নী পরা ॥৭॥
আস্তে সদা মহামায়া সততং শিবসংযুতা ॥৮॥
শিবশক্তিময়ং দেবি মথুরা-ব্রজমণ্ডলম্।
তবঙ্গজানি দেবেশি পীঠানি বিবিধানি চ ॥৯॥

হে মহেশানি! ঐ প্রকার প্রতি ব্রহ্মাণ্ডেই ব্রহ্মাদি দেবগণ বিরাজ করিতেছেন। হে পরমেশ্বরি! বাসুদেব এতদ্দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইলেন ॥৪॥ হে প্রিয়ে! মাতৃকাগণ হইতে যে যে বিশ্ব উদ্ভুত হইয়াছিল, তৎসমস্তই এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের তুল্য। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এই সকল বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শন করিলেন ॥৫॥ বাসুদেব দেখিলেন, সেই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে পঞ্চাশৎপীঠসমন্বিত ভারতবর্ষ অবস্থিত রহিয়াছে; তাহাতে যে সমস্ত পীঠস্থান দৃষ্ট হইল, তাহা অতীব ভয়যুক্ত। হে দেবি! তন্মধ্যে কেবল গোবর্দ্ধনগিরিসমন্বিত মথুরামণ্ডল শান্তিময় স্থান। সেই শান্তিপ্রদা মথুরাপুরীতে শিবসমন্বিতা মহামায়া বৃন্দাদেবীরূপে সর্ব্বদা অধিষ্ঠিতা রহিয়াছেন ॥৬—৮॥ হে দেবি! মথুরা ও ব্রজমণ্ডল শিবশক্তিময়। হে দেবি! তোমার দেহ হইতেও বিবিধ পীঠক্ষেত্রের উদ্ভব হইয়াছে। হে শুচিস্মিতে মহেশানি! মথুরাপুরী ও যমুনা সাক্ষাৎ শক্তিস্বরূপিণী। হে বরাননে! মথুরাপুরীতে যে গোবর্দ্ধনগিরি বিদ্যমান আছে, তাহা ঊর্দ্ধশক্তিময়। উক্ত

মথুরা যা মহেশানি স্বয়ং শক্তিস্বরূপিণী ।
যমুনা যা মহেশানি সাক্ষাৎ শক্তিঃ শুচিস্মিতে ॥১০॥
গোবর্দ্ধনং মহেশানি ঊর্দ্ধশক্তির্ব্বরাননে ।
নানাবনসমাযুক্তং নারায়ণসমন্বিতম্‌ ॥১১॥
নানাপক্ষিগণাকীর্ণং বল্লীবৃক্ষসমাকুলম্‌ ।
কোটরং বহুরম্যং হি নানাবল্লীসমাকুলম্‌ ॥১২॥
সহস্রদলপদ্মান্তর্মধ্যং সর্ব্ববিমোহনম্‌ ।
গোপগোপীপরিবৃতং গোধনৈঃ পরিতোবৃতম্‌ ॥১৩॥
এবং ব্রজং মহেশানি ভারতেষু বরাননে ।
দৃষ্ট্বা তু বিস্ময়াবিষ্টো বিষ্ণুঃ পদ্মদলেক্ষণঃ ॥১৪॥
মথুরা পরমেশানি তব কেশযুতা সদা ।
কেশপীঠং মহাদেবি মথুরা ব্রজমণ্ডলম্‌ ॥১৫॥
তব কেশং মহেশানি নানাগন্ধসমাযুতম্‌ ।
নানাপুষ্পৈঃ সমাকীর্ণং সুগন্ধিমাল্যসংযুতম্‌ ॥১৬॥

পর্ব্বত বহুলবনসমাকীর্ণ, নারায়ণসমন্বিত, রম্য অসংখ্য কোটরযুক্ত এবং বহুবিধ বৃক্ষলতাপরিপূর্ণ। উক্ত অচলরাজ সহস্রদলপদ্মগর্ভ, সর্ব্বমনোবিমোহন এবং গোপ ও গোপীগণে পরিবৃত। উহার চতুর্দ্দিকে গোধনসমূহ বিচরণ করিতেছে। হে বরাননে! হে মহেশানি! ভারতবর্ষে ঈদৃশ রম্য ব্রজমণ্ডল সন্দর্শন করিয়া পদ্মপলাশলোচন বিষ্ণু বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন ॥৮—১৪॥ হে পরমেশানি! মথুরাপুরী তোমার কেশসংলগ্না রহিয়াছে, অর্থাৎ ঐ স্থানে তোমার কেশ নিপতিত হইয়াছিল, এই নিমিত্ত মথুরাপুরী ও ব্রজমণ্ডল কেশপীঠ নামে অভিহিত হইয়াছে ॥১৫॥ হে মহেশানি! তোমার কেশরাজি নানা সুগন্ধে পরি-

ভ্রমরৈঃ শোভিতং তাদৃক্ তব কেশং মনোহরম্ ।
কবরী তব দেবেশি দেবানামপি মোহিনী ।
নানারত্নসমাযুক্তা নানাসুখময়ী সদা ॥১৭॥
কেশজালেন মহতা নির্ম্মিতং ব্রজমণ্ডলম্ ।
মাতৃকাগণসংযুক্তং কালিন্দীজলপূরিতম্ ॥১৮॥
কালিন্দীতীরমাসাদ্য ইন্দ্রাদ্যা এব দেবতাঃ ।
জপং চক্রুর্ম্মহেশানি কাত্যায়ন্যাঃ সমীপতঃ ॥১৯॥
কাত্যায়নী চ যা দেবী কেশমণ্ডলদেবতা ।
যমুনোপবনে রম্যে তরুপল্লবশোভিতে ।
কাত্যায়নী মহামায়া সততং তত্র সংস্থিতা ॥২০॥

ইতি শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে পঞ্চমঃ পটলঃ ॥*॥

পূরিত এবং বহুবিধ মনোহর পুষ্পে ও সুগন্ধি মাল্যে অলঙ্কৃত। তোমার মনোহর কেশরাজির সুগন্ধে অলিকুল আকুল হইয়া সমন্তাৎ পরিভ্রমণ করিতেছে। হে দেবেশি! নানারত্নসমাযুক্তা সুখময়ী তোমার তাদৃশী কবরী দেবতাদিগেরও চিত্ত বিমোহন করিয়া থাকে ॥১৬—১৭॥ মাতৃকাগণসংযুক্ত ও কালিন্দীজলপূরিত ব্রজমণ্ডল তোমার মহান্ কেশরাশি দ্বারাই বিনির্ম্মিত। হে মহেশানি! ইন্দ্রাদি দেবতাগণ কালিন্দীতীরে কাত্যায়নীর নিকটে জপ করিয়া থাকেন ॥১৮—১৯॥ ব্রজধামে যে কাত্যায়নীদেবী বিদ্যমানা রহিয়াছেন, তিনি তোমার কেশমণ্ডলের দেবতা। যমুনাতীরবর্ত্তী তরুপল্লবশোভিত রম্য উপবনে মহামায়া কাত্যায়নীদেবী * নিরন্তর অবস্থিতি করিতেছেন ॥২০॥

শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে পঞ্চম পটল সমাপ্ত ॥০॥

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে কাত্যায়নী পূজা করিয়া গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যথা—

ষষ্ঠঃ পটলঃ।

শ্রীকাত্যায়ন্যুবাচ ;—

বাসুদেব মহাবাহো মা ভয়ং কুরু পুত্রক।
মথুরাং গচ্ছ তাতেতি তব সিদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥১॥
গচ্ছ গচ্ছ মহাবাহো পদ্মিনীসঙ্গমাচর।
পদ্মিনী মম দেবেশ ব্রজে রাধা ভবিষ্যতি।
অন্যাশ্চ মাতৃকাদেব্যঃ সদা তস্যানুচারিকাঃ ॥২॥

শ্রীবাসুদেব উবাচ ;—

শৃণু মাতর্ম্মহামায়ে চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনি।
ত্বাং বিনা পরমেশানি বিদ্যাসিদ্ধির্ন জায়তে ॥৩॥

শ্রীকাত্যায়নীদেবী কহিলেন ;—হে মহাবাহো বাসুদেব! তুমি আমার পুত্র, তুমি ভয় করিও না ; হে তাত! তুমি মথুরায় গমন কর, সেখানেই তোমার সিদ্ধিলাভ হইবে ॥১॥ হে মহাবাহো! যাও, যাও ; তথায় যাইয়া পদ্মিনীর সঙ্গ কর। হে দেবেশ! মমাংশভূতা পদ্মিনী ব্রজধামে রাধারূপে অবতীর্ণা হইবেন। আর অন্যান্য মাতৃকাগণ তাঁহার অনুচারিকারূপে জন্মগ্রহণ করিবেন ॥২॥

হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকাঃ।
চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চ্চনব্রতম্ ॥

* * * * *

এবং মাসং ব্রতং চেরুঃ কুমার্য্যঃ কৃষ্ণচেতসঃ।
ভদ্রকালীং সমানর্চ্চুর্ভূয়ান্নন্দসুতঃ পতিঃ ॥

পদ্মিনীং পরমেশানি শীঘ্রং দর্শয় সুন্দরি।
প্রত্যয়ং মম দেবেশি তদা ভবতি মানসম্ ॥৪॥
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য বাসুদেবস্য তৎক্ষণাৎ।
আবিরাসীত্তদা দেবী পদ্মিনী পদ্মসংস্থিতা ॥৫॥
রক্তবিদ্যুল্লতাকারা পদ্মগন্ধসমন্বিতা।
রূপেণ মোহয়ন্তী সা সখীগণ সমন্বিতা ॥৬॥
সহস্রদলপদ্মান্তর্মধ্যস্থানস্থিতা সদা।
সখীগণযুতা দেবী জপন্তী পরমাক্ষরম্ ॥৭॥
একাক্ষরী মহেশানি সা এব পরমাক্ষরা।
কালিকা যা মহাবিদ্যা পদ্মিনী ইষ্টদেবতা।
বাসুদেবো মহাবাহুদৃ ষ্ট্বা বিস্ময়মাগতঃ ॥৮॥

শ্রীবাসুদেব বলিলেন ;—হে মহামায়ে মাতঃ! তুমি ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনী, তোমার অনুকম্পা ব্যতীত বিদ্যাসিদ্ধি হইতে পারে না। হে পরমেশানি! হে সুন্দরি! হে দেবেশি! তুমি শীঘ্র পদ্মিনীকে দেখাও, তাহা হইলেই আমার মনে প্রত্যয় জন্মিবে ॥৩—৪॥ বাসুদেবের এতাদৃশী কথা শ্রবণ করিয়া পদ্মসংস্থিতা পদ্মিনী তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন ॥৫॥ পদ্মিনীদেবী তড়িল্লতার ন্যায় লোহিতবর্ণা এবং পদ্মগন্ধে আমোদিনী; তিনি সখী-জনে পরিবৃতা হইয়া স্বীয়রূপে বিশ্ব মোহিত করিতেছেন। তিনি সহস্রদলকমলান্তর্গত সুরম্য স্থানে অবস্থিতিপূর্ব্বক সখীগণে পরিবৃতা হইয়া পরমাক্ষর পরমাত্মজপে নিরতা রহিয়াছেন ॥৬—৭॥ হে মহেশানি! পদ্মিনী কালিকাদেবীর যে একাক্ষরী মহাবিদ্যা জপ করিয়াছিলেন, তাহাই পরমাক্ষরা শক্তি এবং পদ্মিনীর ইষ্টদেবতা।

শ্রীপদ্মিন্যুবাচ ;—

ব্রজং গচ্ছ মহাবাহো শীঘ্রং হি ভগবন্ প্রভো।
ত্বয়া সহ মহাবাহো কুলাচারং করোম্যহম্ ॥৯॥

শ্রীবাসুদেব উবাচ ;—

শৃণু পদ্মিনি মে বাক্যং কদা তে দর্শনং ভবেৎ।
কৃপয়া বদ দেবেশি জপং কিংবা করোম্যহম্ ॥১০॥

শ্রীপদ্মিন্যুবাচ ;—

তবাগ্রে দেবদেবেশ মম জন্ম ভবিষ্যতি।
গোকুলে মাথুরে পীঠে বৃকভানুগৃহে ধ্রুবম্ ॥১১॥

মহাবাহু বাসুদেব ঈদৃশরূপিণী পদ্মিনীকে দর্শন করিয়া বিস্মিতা হইলেন ॥৮॥ পদ্মিনী কহিলেন ;—হে মহাবাহো বাসুদেব! আপনি শীঘ্র ব্রজধামে গমন করুন, হে ভগবন্ প্রভো! তথায় আপনার সহিত আমি কুলাচারের অনুষ্ঠান করিব ॥৯॥ পদ্মিনীর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বাসুদেব কহিলেন ;—হে পদ্মিনি! আমার কথা তুমি শ্রবণ কর। আমি কোন সময়ে তোমার দর্শন পাইব এবং কি বা জপ করিব? হে দেবেশি! কৃপাপূর্ব্বক তাহা বল ॥১০॥ পদ্মিনী বলিলেন ;—হে দেবদেবেশ! তোমার জন্মিবার পূর্ব্বেই আমি গোকুলে মথুরাপুরীতে বৃকভানুভবনে জন্মপরিগ্রহ করিব * ইহা ধ্রুব সত্য। হে মহাবাহো! আমার সংসর্গহেতু তোমার কোন দুঃখ হইবে না।

---

* ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণাদির মতেও শ্রীরাধিকা যখন ষোড়শবর্ষীয়া যুবতী, তখন শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন।

দুঃখং নাস্তি মহাবাহো মম সংসর্গহেতুনা।
কুলাচারোপযুক্তা চ সামগ্রী পঞ্চলক্ষণা।
মালায়াং তব দেবেশ সদা স্থাস্যতি নান্যথা ॥১২॥
ইত্যুক্ত্বা পদ্মিনী সা তু সুন্দর্য্যা দূতিকা তদা।
অন্তর্ধানং ততো গত্বা মালায়াং সহসা ক্ষণাৎ ॥১৩॥

কুলাচারোপযুক্তা পঞ্চলক্ষণা যে সাধন দ্রব্য * তাহা নিরন্তর তোমার কণ্ঠমালাতে বিদ্যমান থাকিবে ; তাহাতে অন্যথা হইবে না ॥১১—১২॥ ত্রিপুরা-দূতী পদ্মিনী বাসুদেবকে এই কথা বলিয়া সেই স্থান হইতে সত্বর মালাতে অন্তর্হিতা হইলেন। তৎকালে বাসুদেবও পদ্মিনী

* কুলাচার—

জীবঃ প্রকৃতিতত্ত্বঞ্চ দিক্‌কালাকাশমেব চ
ক্ষিত্যপ্‌তেজোবায়বশ্চ কুলমিত্যভিধীয়তে ॥
ব্রহ্মবুদ্ধ্যা নির্ব্বিকল্পমেতেষ্বাচরণঞ্চ যৎ।
কুলাচারঃ স এবাদ্যে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদঃ ॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র—৭ম উঃ।

জীব, প্রকৃতিতত্ত্ব, দিক্, কাল, আকাশ, ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও বায়ু এই নয়টী কুল বলিয়া কীর্ত্তিত। এই নয়টী কুলে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক কল্পনাশূন্য অনুষ্ঠানই কুলাচার বলিয়া অভিহিত।

পঞ্চলক্ষণা সাধন-দ্রব্য—

আদ্যতত্ত্বং বুদ্ধি তেজো দ্বিতীয়ং পবনং প্রিয়ে।
আপস্তৃতীয়ং জানীহি চতুর্থং পৃথিবীং শিবে ॥
পঞ্চমং জগদাধারং বিয়দ্বিদ্ধি বরাননে।
ইত্থং জ্ঞাত্বা কুলেশানি কুলতত্ত্বানি পঞ্চ চ।
আচারং কুলধর্ম্মস্য জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র—৭ম উঃ।

বাসুদেবোঽপি তাং দৃষ্ট্বা ক্ষীরাব্ধিং প্রযযৌ ধ্রুবম্ ।
ত্যক্ত্বা কাশীপুরং রম্যং মহাপীঠং দুরাসদম্ ॥১৪॥
প্রযযৌ মাথুরং পীঠং পদ্মিনী পরমেশ্বরী ।
যত্র কাত্যায়নী দুর্গা মহামায়াস্বরূপিণী ॥১৫॥
নারদাদ্যৈর্মুনিশ্রেষ্ঠৈঃ পূজিতা সংস্তুতা সদা ।
কাত্যায়নী মহামায়া যমুনাজলসংস্থিতা ॥১৬॥
যমুনায়া জলং তত্র সাক্ষাৎ কালীস্বরূপভাক্ ।
বহুপদ্মযুতং রম্যং শুক্ল-পীতং মহৎপ্রভম্ ॥১৭॥
রক্তং কৃষ্ণং তথা চিত্রং হরিতং সর্ব্বমোহনম্ ।
কালিন্দাখ্যা মহেশানি যত্র কাত্যায়নী পরা ॥১৮॥

অন্তর্হিতা দেখিয়া দুর্লভ মহাপীঠ কাশীপুরী পরিত্যাগ করতঃ ক্ষীরোদসাগরে প্রবিষ্ট হইলেন ॥১৩—১৪॥

যে স্থলে মহামায়াস্বরূপিণী দুর্গা কাত্যায়নীরূপে অবস্থিতা রহিয়াছেন, পরমেশ্বরী পদ্মিনীদেবী সেই মাথুরপীঠে (মথুরাপুরীতে) গমন করিলেন। ঐ মাথুরপীঠে নারদাদি শ্রেষ্ঠ মুনিগণ কর্ত্তৃক যমুনাজলবাসিনী মহামায়া কাত্যায়নীদেবী নিরন্তর পূজিতা ও সংস্তুতা হইয়া থাকেন ॥১৫—১৬॥ যমুনাজল সাক্ষাৎ কালীস্বরূপ ; সেই যমুনাবক্ষে শুক্ল-পীতাদি বহুবিধ বর্ণে রঞ্জিত মহৎপ্রভ পদ্মবিকশিত থাকিয়া মনোহর শোভা সম্পাদন করিতেছে। পরন্তু কালিন্দীসলিলও লোহিত-কৃষ্ণ-হরিতাদি নানা বর্ণে চিত্রিত হইয়া রমণীয় শোভা বিস্তার করিয়াছে। হে মহেশানি ! সেই মনোমোহন কালিন্দীতীরে পরমা কাত্যায়নীদেবী কালিন্দী নামে অভিহিত হইয়া বিচরণ করিতেছেন ॥১৭—১৮॥

কালিন্দী কালিকা মাতা জগতাং হিতকাম্যয়া ।
সদাধ্যাস্তে মহেশানি দেবর্ষি-সংস্তুতা পরা ॥১৯॥
সহস্রদলপদ্মান্তর্মধ্যে মাথুরমণ্ডলম্ ।
কেশবন্ধে মহেশানি যৎপদ্মং সততং স্থিতম্ ॥২০॥
পদ্মমধ্যে মহেশানি কেশপীঠং মনোহরম্ ।
কেশবন্ধং মহেশানি ব্রজং মাথুরমণ্ডলম্ ॥২১॥
যত্র কাত্যায়নী মায়া মহামায়া জগন্ময়ী ।
ব্রজং বৃন্দাবনং দেবি নানাশক্তিসমন্বিতম্ ॥২২॥
শক্তিস্তু পরমেশানি কলারূপেণ সাক্ষিণী ।
শক্তিং বিনা পরং ব্রহ্ম বিভাতি শবরূপবৎ ॥২৩॥

ইতি শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে ষষ্ঠঃ পটলঃ ॥০॥

হে মহেশানি ! জননী কালিন্দীদেবী জগতের হিতকামনায় নিরন্তর মাথুরপীঠে অবস্থিতি করিতেছেন এবং সেই পরমা দেবী সর্ব্বদা দেবর্ষিগণ কর্ত্তৃক সংস্তুতা হইতেছেন ॥১৯॥ হে মহেশানি ! ভগবতী কাত্যায়নীদেবীর কেশবন্ধে যে সহস্রদলপদ্ম সতত বিরাজিত থাকিত, তাহাই নিপতিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে মাথুরমণ্ডল মহাপীঠরূপে পরিণত হইয়াছে। হে মহেশানি ! ভগবতীর সহস্রদলশোভিত মনোহর কেশবন্ধই মহাপীঠ ব্রজমণ্ডল। হে দেবি ! যে স্থানে জগন্ময়ী মহামায়া কাত্যায়নীদেবী অধিষ্ঠিতা রহিয়াছেন, সেই স্থলই নানাশক্তিসমন্বিত বৃন্দাবন। হে পরমেশানি ! পরমাশক্তিই সর্ব্বত্র কলারূপে সাক্ষীভূতা ; শক্তি ব্যতীত পরম ব্রহ্মও শবরূপে * বিভাত হইয়া থাকেন ॥২০—২৩॥

শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে ষষ্ঠ পটল সমাপ্ত ॥০॥

---

* শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন ;—শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতু শক্তঃ প্রভবিতুম্। নচেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি ॥—অর্থাৎ শিব যদি শক্তি-

সপ্তমঃ পটলঃ ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ ;—

ব্রজং গত্বা মহাদেবাকরোৎ কিং পদ্মিনী তদা ।
কস্য বা ভবনে সা তু জাতা চ পদ্মিনী পরা ॥১॥
তৎসর্ব্বং পরমেশান বিস্তরাদ্বদ শঙ্কর ।
যদি নো কথ্যতে দেব বিমুঞ্চামি তদা তনুম্ ॥২॥

শ্রীমহাদেব উবাচ ;—

পদ্মিনী পদ্মগন্ধা সা বৃকভানু গৃহে প্রিয়ে ।
আবিরাসীত্তদা দেবী কৃষ্ণস্য প্রথমা প্রিয়া ॥৩॥

শ্রীপার্ব্বতীদেবী কহিলেন ;—হে মহাদেব! পদ্মিনীদেবী ব্রজধামে গমন করিয়া কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং কাহার গৃহেই বা তিনি জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, হে পরমেশান শঙ্কর! তৎসমস্ত আমার নিকট বিস্তারপূর্ব্বক বলুন। হে দেব! যদি আপনি ইহা আমার নিকট না বলেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি তনুত্যাগ করিব ॥১—২॥

যুক্ত হয়েন, তাহা হইলেই তিনি প্রভাবশালী হইয়া সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াদি কার্য্য করিতে সক্ষম হয়েন ; অন্যথা তিনি স্বয়ং স্পন্দিত হইতেও সক্ষম হয়েন না। গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন ;—অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ বামকেশ্বর তন্ত্রেও কথিত হইয়াছে, পরোঽপি শক্তিরহিতঃ শক্তঃ কর্ত্তুং ন কিঞ্চন। শক্তস্তু পরমেশানি শক্ত্যা যুক্তো ভবেদযদি ॥

চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে নবম্যাং পুষ্যসংযুতে।
কালিন্দীজলকল্লোলে নানাপদ্মগণাবৃতে।
আবিরাসীত্তদা পদ্মা মায়াডিম্বমুপাশ্রিতা ॥৪॥
ডিম্বং ভূত্বা তদা পদ্মা স্থিতা কমলমধ্যতঃ।
কোটিচন্দ্রপ্রতীকাশং ডিম্বং মায়াসমন্বিতম্ ॥৫॥
পুষ্যাযুক্তনবম্যাং বৈ নিশার্দ্ধে পদ্মমধ্যতঃ।
আবিরাসীত্তদা পদ্মা রঙ্গিণীকুসুমপ্রভা।
তরুণাদিত্যসঙ্কাশে পদ্মে পরমকাননে ॥৬॥
বৃকভানুপুরং দেবি কালিন্দীপারমেব চ।
নাম্না পদ্মপুরং রম্যং চতুর্ব্বর্গসমন্বিতম্ ॥৭॥
ডিম্বজ্যোতিস্মকেশানি সহস্রাদিত্যসন্নিভম্।
তৎক্ষণাৎ পরমেশানি গাঢ়ধ্বান্তবিনাশকৃৎ ॥৮॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—হে প্রিয়ে পার্ব্বতি। কৃষ্ণের আদি প্রেমময়ী পদ্মগন্ধা পদ্মিনীদেবী বৃকভানুর গৃহে, চৈত্র মাসের শুক্ল-পক্ষীয় পুষ্যানক্ষত্রাশ্রিত নবমীতিথিতে কালিন্দী জলকল্লোলমুখরিত পদ্মগণাবৃত স্থানে মায়াডিম্ব আশ্রয় করতঃ আবির্ভূত হইলেন ॥৩—৪॥

পদ্মিনীদেবী কমল-মধ্য হইতে ডিম্বরূপ পরিগ্রহ করিলেন। ঐ মায়াডিম্বের প্রভা কোটিচন্দ্রের ন্যায় শান্ত সমুজ্জল। পুষ্যানক্ষত্রাশ্রিত নবমীতিথিতে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে রঙ্গিণীপুষ্প (শতমূলীপুষ্প) সন্নিভা পদ্মিনী কমলগর্ভ হইতে বালাদিত্যসঙ্কাশ মনোহর কমলকাননে প্রাদুর্ভূতা হইলেন ॥৫—৬॥

হে দেবি! কালিন্দীতীরবর্ত্তী বৃকভানুপুর চতুর্ব্বর্গসমন্বিত এবং পরম রমণীয়, উহা পদ্মপুর নামে কীর্ত্তিত। হে মহেশানি! প্রাগ্-

বৃকভানুর্মহাত্মা স কালিন্দীতটমাস্থিতঃ ।
মহাবিদ্যাং মহাকালীং সততং প্রজপেৎ সুধীঃ ।
আবিরাসীম্মহামায়া তদা কাত্যায়নী পরা ॥৯॥
শৃণু পুত্র মহাবাহো বৃকভানো মহীধর ।
সিদ্ধোঽসি পুরুষশ্রেষ্ঠ বরং বরয় সাম্প্রতম্ ॥১০॥
বৃকভানুরুবাচ ;—
সিদ্ধোঽহং সততং দেবি ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি ।
ত্বৎপ্রসাদান্মহামায়ে তথা মুক্তো ভবাম্যহম্ ॥১১॥
ত্বৎপ্রসাদান্মহামায়ে অসাধ্যং নাস্তি ভূতলে ।
আত্মনঃ সদৃশাকারাং কন্যামেকাং প্রযচ্ছ মে ॥১২॥

বশিষ্ঠ ডিম্বের জ্যোতিঃ সহস্রাদিত্যবৎ সমুজ্জ্বল ; হে পরমেশ্বরি ! ডিম্বের জ্যোতিঃ সমুদ্ভাসিত হওয়াতে গাঢ়ান্ধকাররাশি তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হইল । মহাত্মা বৃকভানু কালিন্দীকূলে সমাসীন হইয়া, সতত মহাবিদ্যা মহাকালীর আরাধনা করিতে লাগিলেন ; তখন মহামায়া পরমা কাত্যায়নীদেবী তৎসকাশে প্রাদুর্ভূতা হইয়া কহিলেন ;—হে মহাবাহো পুত্র বৃকভানো ! হে মহীধর ! হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তুমি সিদ্ধিলাভ করিয়াছ ; সম্প্রতি অভীষ্ট অভীপ্সিত বর গ্রহণ কর ॥৯—১০॥ বৃকভানু বলিলেন ;—হে সুরেশ্বরি ! তোমার কৃপায় আমার সিদ্ধিলাভ হইয়াছে ; এবং হে মহামায়ে ! তোমার অনুগ্রহে আমি মুক্তও হইয়াছি । হে মহামায়ে ! তোমার প্রসাদে ভূমণ্ডলে কিছুই অসাধ্য থাকে না । সম্প্রতি তোমার ন্যায় আকৃতি-[illegible] একটি কন্যা আমাকে প্রদান কর ॥১১—১২॥

তচ্ছ্রুত্বা পরমেশানি তদা কাত্যায়নী পরা ।
মেঘগম্ভীরয়া বাচা যদাহ বৃকভানবে ।
তচ্ছৃণুষ্ব মহেশানি পীযূষসদৃশং বচঃ ॥১৩॥

শ্রীকাত্যায়ন্যুবাচ ;—

ভক্ত্যা ত্বদীয়পত্ন্যাস্তু তুষ্টাহং ত্বয়ি সুন্দর ।
এতদ্ধি বচনং বৎস তব পত্ন্যাঃ সুযুজ্যতে ॥১৪॥
ইত্যুক্ত্বা সহসা তত্র মহামায়া জগন্ময়ী ।
প্রদদৌ পরমেশানি তস্মৈ ডিম্বং মনোহরম্ ॥১৫॥
বৃকভানুর্ম্মহাত্মা স তৎক্ষণাদ্ গৃহমাযযৌ ।
ভার্য্যা তস্য বিশালাক্ষী কীর্ত্তিদা বিশ্বমোহিনী ।
তস্যা হস্তে তদা ভানুঃ প্রদদৌ ডিম্বমোহনম্ ॥১৬॥

হে পরমেশানি পার্ব্বতি ! পরমা কাত্যায়নীদেবী ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া জলদগম্ভীরস্বরে বৃকভানুকে যাহা বলিয়াছিলেন, সেই পীযূষনিঃস্যন্দিনী কথা শ্রবণ কর ॥১৩॥

শ্রীকাত্যায়নীদেবী কহিলেন ;—হে বৎস বৃকভানো ! তোমার এবং তোমার পত্নীর ভক্তি সন্দর্শন করিয়া আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। মদীয় বাক্য তোমার সহধর্ম্মিণীতে প্রযুক্ত হউক। জগজ্জননী মহামায়া কত্যায়নীদেবী বৃকভানুকে এই কথা বলিয়া তাঁহার হস্তে একটি মনোহর ডিম্ব প্রদান করিলেন। তৎক্ষণাৎ মহাত্মা বৃকভানু সেই ডিম্ব গ্রহণপূর্ব্বক স্বগৃহে গমন করিলেন। বৃকভানু স্বগৃহে উপস্থিত হইয়া বিশ্ববিমোহিনী বিশালাক্ষী কীর্ত্তিদা নাম্নী স্বীয় পত্নীর হস্তে সেই মনোহর ডিম্ব সমর্পণ করিলেন ॥ ১৪—১৬ ॥

তং দৃষ্ট্বা পরমেশানি বিস্ময়ং পরমং গতা।
হস্তে কৃত্বা তু ডিম্বং বৈ নিরীক্ষ্য চ পুনঃ পুনঃ ॥১৭॥
নানাগন্ধযুতং ডিম্বং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতম্।
নানাজ্যোতির্ম্ময়ং ডিম্বং তৎক্ষণাচ্চ দ্বিধাভবৎ ॥১৮॥
তত্রাপশ্যন্মহাকন্যাং পদ্মিনীং কৃষ্ণমোহিনীম্।
রক্তবিদ্যুল্লতাকারাং সর্ব্বসৌভাগ্যবর্দ্ধিনীম্।
তাং দৃষ্ট্বা পরমেশানি সহসা বিস্ময়ং গতা ॥১৯॥
কীর্ত্তিদোবাচ ;—
হে মাতঃ পদ্মিনীরূপে রূপং সংহর সংহর।
ততস্তু পরমেশানি তদ্রূপং তৎক্ষণাৎ প্রিয়ে।
সংহৃত্য সহসা দেবী সামান্যং রূপমাস্থিতা ॥২০॥

হে পরমেশানি! বৃকভানুপত্নী সেই ডিম্ব দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং হস্তে করিয়া পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে নানা সুগন্ধপূরিত সর্ব্বশক্তিসমন্বিত জ্যোতির্ম্ময় সেই মনোহর ডিম্ব আশু দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িল ॥ ১৭—১৮॥ হে পরমেশানি! সেই ডিম্বগর্ভে কীর্ত্তিদা তড়িল্লতাসদৃশী লোহিতবর্ণা, পদ্মিনীরূপা পরম রমণীয়া একটি কন্যা সন্দর্শন করিলেন। সেই কন্যাই কৃষ্ণমনোমোহিনী এবং সর্ব্বসৌভাগ্যপরিবর্দ্ধনকারিণী। কন্যাটী দর্শন করিবামাত্র বৃকভানুপত্নী অতীব বিস্মিতা হইলেন ॥১৯॥ কীর্ত্তিদা বলিতে লাগিলেন ;—হে মাতঃ! তুমি পদ্মিনীরূপা, শীঘ্র তোমার এই পদ্মিনীরূপ সংবরণ কর। হে পরমেশানি! বৃকভানু-

ততস্তু কীর্ত্তিদা দেবী রূপং তস্যা ব্যলোকয়ৎ।
রঙ্গিণী-কুসুমাকারা রক্তবিদ্যুৎসমপ্রভা ॥২১॥

কন্যোবাচ ;—

হে মাতঃ কীর্ত্তিদে ভদ্রে ক্ষীরং পায়য় সুন্দরি।
স্তনং দেহি স্তনং দেহি তব কন্যা ভবাম্যহম্ ॥২২॥
তৎ শ্রুত্বা বচনং তস্যাঃ পদ্মিন্যাঃ কমলেক্ষণে।
অপায়য়ৎ স্তনং তস্যৈ পদ্মিন্যৈ নগনন্দিনি।
চকার নাম তস্যাস্তু ভানুঃ কীর্ত্তিদয়ান্বিতঃ ॥২৩॥
রক্তবিদ্যুৎপ্রভাং দেবী ধত্তে যস্মাৎ শুচিস্মিতে।
তস্মাত্তু রাধিকা নাম সর্ব্বলোকেষু গীয়তে ॥২৪॥

পত্নী কীর্ত্তিদার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই কন্যা তৎক্ষণাৎ স্বীয় পদ্মিনীরূপ সংহরণ করতঃ অপরবিধ রূপ ধারণ করিলেন। তখন কীর্ত্তিদাদেবী দেখিলেন, সেই কন্যার রূপ শতমূলীপুষ্পসন্নিভ এবং দেহকান্তি বিদ্যুল্লতার ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট ॥২০—২১॥

তখন ডিম্বোদ্ভূতা সেই কন্যা কীর্ত্তিদাকে কহিলেন ;—হে ভদ্রে কীর্ত্তিদে! মাতঃ, তুমি আমাকে দুগ্ধ পান করাও। হে সুন্দরি! স্তন্য প্রদান কর ; স্তন্য প্রদান কর ; আমি তোমার কন্যা হইলাম ॥২২॥

হে কমললোচনে পার্ব্বতি! পদ্মিনীর তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কীর্ত্তিদা তাঁহাকে স্তন্য পান করাইলেন এবং বৃকভানু কীর্ত্তিদার সহিত মিলিত হইয়া কন্যার নামকরণ করিলেন ॥২৩॥ হে শুচিস্মিতে! সেই কন্যা রক্ত-বিদ্যুল্লতার ন্যায় প্রভাশালিনী বলিয়া তাঁহার নাম রাধিকা রাধা হইল এবং সেই রাধিকা নামই ভূতলে বিঘোষিত হইল ॥ ২৪ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ ;—

দিনে দিনে বৰ্দ্ধমানা বৃকভানুগৃহে প্রিয়ে।
এবং হি মাথুরে পীঠে চচার ব্রজবাসিনী *
তস্মাদ্ ভাদ্রপদে মাসি কৃষ্ণোঽভূৎ কমলেক্ষণঃ ॥২৫॥

ইতি শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে সপ্তমঃ পটলঃ ॥ ০ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন ;—হে প্রিয়ে! কুমারী রাধিকা বৃকভানুর গৃহে দিন দিন পরিবৰ্দ্ধিত হইয়া মাথুরপীঠে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর ভাদ্রমাসে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ জগতীতলে অবতীর্ণ হইলেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে সপ্তম পটল সমাপ্ত ॥০॥

* এস্থলে শ্রীরাধিকার জন্ম মাস ও জন্মতিথি সম্বন্ধে পুরাণের মতের সহিত আপাতদৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ অনৈক্য বলিয়া জ্ঞান হয়। পুরাণেও আবার দ্বিবিধ মত আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে দেখা যায়, শিশু কৃষ্ণকে লইয়া নন্দ, বৎস চরাইতে সেদিন গোষ্ঠে গিয়াছিলেন, এবং মহা ঝড়জলে আক্রান্ত ও ভীত হইয়া সহসা পূর্ণযৌবনা রাধিকার সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার ক্রোড়ে শিশুকে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। এই বর্ণনা মতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের অনেক পূর্ব্বে শ্রীরাধা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বুঝা যায়। আবার অপর পুরাণে—"ভাদ্রস্য কৃষ্ণপক্ষে তু হরিজন্মাষ্টমী যদা। তস্যাঃ পরে তু যা শুক্লা তস্যাং জাতা হরিপ্রিয়া॥" বর্ত্তমান গ্রন্থে চৈত্রমাসে মায়ারূপ ডিম্বাশ্রয়ের কথা আছে,—ঐ ডিম্বভেদ কোন্ মাসে বা তিথিতে হইয়াছিল, তাহা অনুক্ত রহিয়াছে; কাজেই ভাদ্রমাসের সিতাষ্টমীতে রাধার জন্ম বা আবির্ভাব ধরা যাইতে পারে।

অষ্টমঃ পটলঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ;—

শ্রূয়তাং পদ্মপত্রাক্ষি রহস্যং পদ্মিনীমতম্।
সংপ্রাপ্তে পরমেশানি দ্বিতীয়ে বৎসরে তদা।
কুর্য্যাদ্‌যত্নেন দেবেশি শিবলিঙ্গপ্রপূজনম্ ॥১॥
প্রজপেৎ পরমাং বিদ্যাং কালীং ব্রহ্মাণ্ডরূপিণীম্।
পূজয়েদ্‌ বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্গন্ধৈশ্চ সুমনোহরৈঃ
ফলৈর্ব্বহুবিধৈর্ভদ্রে পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥২॥

পদ্মিন্যুবাচ ;—

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
দেহি দেহি মহামায়ে বিদ্যাসিদ্ধিমনুত্তমাম্ ॥৩॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন ;—হে পদ্মপত্রাক্ষি পার্ব্বতি! পদ্মিনীদেবীর রহস্য শ্রবণ কর। হে পরমেশানি! রাধিকা দ্বিতীয় বর্ষে উপনীত হইয়াই যত্নের সহিত শিবলিঙ্গ পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে বিবিধ পুষ্প, মনোহর গন্ধচন্দন ও ফল প্রভৃতি বহুল উপচার দ্বারা পরমেশ্বরী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী পরমা বিদ্যা কালিকাদেবীর আরাধনা করিতে লাগিলেন ॥১—২॥ পদ্মিনী বলিলেন ;—হে মহামায়ে কাত্যায়নি! হে যোগিনীগণের ঈশ্বরিমাতঃ! তুমি আমাকে অনুত্তমা সিদ্ধি প্রদান কর। যাহাতে বাসুদেবের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, তাহা তুমি কর; তোমাকে নমস্কার। হে

সিদ্ধিঞ্চ বাসুদেবস্য দেহি মাতর্নমোঽস্তু তে।
ত্বাং বিনা ব্রহ্ম নিঃশব্দং নিশ্চলং সততং সদা ॥৪॥
শরীরস্থং হি কৃষ্ণস্য কৃষ্ণো জ্যোতির্ম্ময়ঃ সদা।
বিনা দেহং পরং ব্রহ্ম শবরূপবদীরিতম্।
অতএব মহামায়ে ব্রহ্মণঃ কারণং পরা ॥৫॥
এবং প্রার্থ্য মহেশানি সততং পরমেশ্বরীম্।
সংপূজ্য পরয়া ভক্ত্যা লক্ষং জপ্ত্বা তু মানসম্।
বরং প্রাপ্তা মহেশানি কাত্যায়ন্যাঃ সমীপতঃ।৬॥
শ্রীকাত্যায়ন্যুবাচ :—
পদ্মিনি শৃণু মদ্বাক্যং শীঘ্রং প্রাপ্স্যসি কেশবম্ ॥৭॥
ইত্যুক্ত্বা পরমেশানি তত্রৈবান্তরধীয়ত।
কাত্যায়নী মহামায়া সদা বৃন্দাবনেশ্বরী ॥৮॥

মাতঃ! তুমি ব্যতীত পরমব্রহ্মকেও শব্দহীন ও নিশ্চল অবস্থায় সতত অবস্থান করিতে হয়। শরীরস্থ পরমাত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা জ্যোতির্ম্ময়, দেহ ব্যতীত পরমব্রহ্ম শবসদৃশ অকর্ম্মণ্য। সুতরাং হে মহামায়ে! পরমা প্রকৃতিই ব্রহ্মের কারণ ॥ ৩—৫ ॥

হে মহেশানি! রাধিকারূপিণী পদ্মিনী পরমেশ্বরী কাত্যায়নীর নিকট এই প্রকারে প্রার্থনা করিয়া পরম ভক্তির সহিত তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া লক্ষসংখ্যক মানসজপ করিয়া কাত্যায়নীসকাশে বর লাভ করিলেন ॥৬॥ শ্রীকাত্যায়নী বলিলেন, হে পদ্মিনি! আমার বাক্য শ্রবণ কর, তুমি শীঘ্রই কেশবকে প্রাপ্ত হইবে। হে পরমেশানি! বৃন্দাবনেশ্বরী মহামায়া কাত্যায়নী ইহা বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিতা হইলেন ॥৭—৮॥

বৃকভানুসুতা রাধা সখীগণবৃতা সদা।
বর্দ্ধমানা সদা রাধা যথা শশিকলা প্রিয়ে ॥৯॥
সর্ব্বশৃঙ্গারবেশাঢ্যা স্ফুরচ্চকিতলোচনা।
সর্ব্বালঙ্কারসংযুক্তা সাক্ষাৎ শ্রীরিব পার্ব্বতি ॥১০॥
চচার গহনে ঘোরে পদ্মিনী পরসুন্দরী।
সা রাধা পরমেশানি পদ্মিনী পরমেশ্বরী ॥১১॥
পদ্মস্য বনমাশ্রিত্য সদা তিষ্ঠতি কামিনী।
অন্যমূর্ত্তিং মহেশানি দৃষ্ট্বা চৈবাত্মসন্নিভাম্।
আত্মনঃ সদৃশাকারাং রাধামন্যাং সসর্জ্জ সা ॥১২॥
যা সা তু কৃত্রিমা রাধা বৃকভানুগৃহে সদা।
অযোনিসম্ভবা যা তু পদ্মিনী সা পরাক্ষরা।
কৃত্রিমা যা মহেশানি তস্যাস্তু চরিতং শৃণ ॥১৩॥

হে প্রিয়ে! বৃকভানুনন্দিনী রাধিকা সখীগণপরিবৃতা হইয়া শশিকলার ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। হে পার্ব্বতি! স্ফুরচ্চকিতনয়না শ্রীমতী রাধিকা সর্ব্বপ্রকার শৃঙ্গারবেশে সমলঙ্কৃতা এবং সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া সাক্ষাৎ শ্রীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং গহনবনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই রাধিকাই সাক্ষাৎ পরমেশ্বরী পদ্মিনীরূপিণী ॥৯—১১॥ পদ্মিনীরূপিণী রাধিকা আত্মসদৃশী অন্য একটী মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং পদ্মবন সমাশ্রয়পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥১২॥ বৃকভানুগৃহস্থিতা রাধিকা কৃত্রিমা, আর পদ্মিনীরূপিণী রাধা অযোনিসম্ভবা পরমা প্রকৃতি। হে মহেশানি! কৃত্রিমা রাধার চরিত্র শ্রবণ কর ॥ ১৩ ॥

বৃকভানুর্মহাত্মা স তস্যা বৈবাহিকীং ক্রিয়াম্।
কারয়ামাস যত্নেন পঞ্চবর্ষে তু সুন্দরি ॥১৪॥
তস্যাস্তু চোভয়ং বংশং সাবধানাবধারয়।
শ্বশুরস্য বৃকস্যাপি বংশং পরমসুন্দরম্ ॥১৫॥
শ্বশ্রূস্তু জটিলা খ্যাতা পতির্ম্মান্যোঽতিমন্যুকঃ।
ননান্দা কুটিলা নাম্নী দেবরো দুর্ম্মদাভিধঃ ॥১৬॥
তিলকং স্মরমাদাখ্যং হারো হরিমনোহরঃ।
রোচনো রত্নতাড়ঙ্কো কর্ণিকা চ প্রভাকরী ॥১৭॥
ছত্রং দৃষ্ট্বা প্রতিছায়ং পদ্মঞ্চ মদনাভিধম্।
স্যমন্তকাখ্যপর্য্যায়ঃ শঙ্খচূড়শিরোমণিঃ ॥১৮॥

হে সুন্দরি পার্ব্বতি! কৃত্রিমা রাধা পঞ্চম বর্ষবয়ঃক্রমে উপনীত হইলে, মহাত্মা বৃকভানু যত্নপূর্ব্বক তাঁহার উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন করিলেন ॥১৪॥ হে নগনন্দিনি! কৃত্রিম রাধিকার পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল বর্ণন করিতেছি, সাবধান হইয়া শ্রবণ কর ॥১৫॥ কৃত্রিম রাধিকার শাশুড়ী জটিলা নামে খ্যাত, পতি অত্যন্ত ক্রোধপরতন্ত্র, ননন্দা কুটিলা নামে অভিহিতা এবং দেবর দুর্ম্মদ নামে বিখ্যাত ॥১৬॥ (এইক্ষণ কৃত্রিম রাধিকার ভূষণসমূহের বিষয় প্রকটিত হইতেছে) ইনি স্মরমাদ নামক তিলকধারিণী, ইঁহার গলদেশে হরিমনোহরাখ্য হার শোভা পাইতেছে, ইঁহার কর্ণযুগল রোচনাখ্যরত্নতাড়ঙ্ক ও প্রভাকরী নাম্নী কর্ণিকা দ্বারা বিশোভিত। পরন্তু ইনি প্রতিচ্ছায় নামক ছত্র, মদনাখ্য পদ্ম, স্যমন্তক নামক মণি, শঙ্খচূড় নামক মস্তকাভরণ মুকুট, কাঞ্চনবিচিত্রিত কাঞ্চী (কটিসূত্র) ও বিচিত্র নূপুর দ্বারা সমলঙ্কৃতা। ইনি সমুজ্জ্বল বস্ত্রসমূহ পরিধান করিয়া রহিয়াছেন;

পুষ্পবন্তোঽক্ষিপলকা সৌভাগ্যমণিরুচ্যতে।
কাঞ্চী কাঞ্চনচিত্রাঙ্গী নূপুরে চিত্রগোপুরে।
মধুসূদনমাবন্ধে যয়োঃ সিঞ্জিতমাধুরী ॥১৯॥
বাসো মেঘাম্বরং নাম কুরুবিন্দনিভং সদা।
আদ্যং সুপ্রিয়মভ্রাভং রক্তমন্তং হরেঃ প্রিয়ম্‌ ॥২০॥
সুধামো দর্পহরণেঃ দর্পণো মণিবান্ধবঃ ॥২১॥
শলাকা নর্ম্মদা হৈমী স্বস্তিকা নাম কঙ্কতিঃ।
কন্দর্পকুহরী নাম কণ্ঠিকা পুষ্পভূষিতা ॥২২॥
স্বর্ণমুখী তড়িদ্বল্লী কুণ্ডাখ্যা তা স্বনামতঃ।
নীপানদীতটে যস্যা রহস্যকথনস্থলী ॥২৩॥
মন্দারশ্চ ধনুঃ শ্রীশ্চ রাগোহৃদয়মন্দগো।
মাণিক্যং দয়িতা নিত্যং বল্লভা রুদ্রধম্বকী ॥২৪॥
সখ্যঃ খ্যাতাঃ সদা ভদ্রে চারুচন্দ্রাবলীমুখাঃ।
গন্ধর্ব্বাস্তু কলাকণ্ঠী সুকণ্ঠী পীককণ্ঠিকা ॥২৫॥

তন্মধ্যে প্রথম বসনখানি নীলাম্বরবৎ বর্ণবিশিষ্ট এবং দ্বিতীয়খানি লোহিতবর্ণ। এই বস্ত্রযুগলের সৌন্দর্য্যদর্শনে মধুসূদন সর্ব্বদা বিমুগ্ধ এবং ইহা শ্রীহরির অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ ॥১৭—২০॥ অন্যের দর্প খর্ব্ব-কারী সুধাম নামক দর্পণ তাঁহার হস্তে শোভা পাইতেছে। পরন্তু ইঁহার হস্তে নর্ম্মদা নাম্নী স্বর্ণশলাকা, স্বস্তিকা-নাম্নী কঙ্কতিকা এবং কন্দর্পকুহরী নামক পুষ্পময় কণ্ঠভূষণ বিদ্যমান রহিয়াছে। পারিজাত পুষ্প ইঁহার শরাসন; তদীয় দেহকান্তি ও অনুরাগ উভয়ই হৃদয়-শোভন কদম্বতরুশোভিত স্রোতস্বতীকূলই ইঁহার রহস্যালাপের স্থান ॥২১—২৪॥ হে ভদ্রে! চন্দ্রাবলী প্রভৃতি রমণীগণ ইঁহার সখী।

কলাবতীরসোল্লাসা গুণবত্যাদয়ঃ স্মৃতাঃ ।
যা বিশাখাকৃতা গীতির্গায়ন্ত্যঃ সুখদা হরেঃ ॥২৬॥
বাদয়ন্ত্যাদ্য শুষিরং তাললব্ধঘনস্তপি ।
মাণিক্যা-নর্ম্মদা প্রেমবতী কুসুমপেশলাঃ ॥২৭॥
দিবাকীর্ত্তিস্তথা চৈব সুগন্ধা নলিনীতুভে ।
মঞ্জিষ্ঠা-রঙ্গবত্যাখ্যে রজকস্য কিশোরিকে ॥২৮॥
পালিন্ধ্রীসমসৈরিন্ধ্রী বৃন্দাকন্দলতাদয়ঃ ।
ধনিষ্ঠা গুণবত্যাছা ধন্বেশ্বরগেহগাঃ ॥২৯॥
কামদা নামধা প্রেয়ি সখীভাববিশেষভাক্ ।
লবঙ্গমঞ্জরী রাগমঞ্জরী গুণমঞ্জরী ॥৩০॥
শুভানুমত্যনুপমা সুপ্রিয়া রতিমঞ্জরী ।
রাগরেখা কলাকেলী ভূরিদাস্থাশ্চ নায়িকাঃ ॥৩১॥
নান্দীমুখী বিন্দুমুখী আস্থাঃ সন্ধিবিধায়কাঃ ।
সুহৃৎপ্রিয়তরাঃ খ্যাতাঃ শ্যামলা মঙ্গলাদয়ঃ ॥৩২॥

কলাকণ্ঠী, সুকণ্ঠী, পীককণ্ঠী, কলাবতী, রসোল্লাসা ও গুণবতী প্রভৃতি গন্ধর্ব্ব রমণীগণ ইঁহার নিত্য সহচরী। বিশাখা নাম্নী সখী সুখদ সঙ্গীত দ্বারা এবং নর্ম্মদা, মাণিক্যা, প্রেমবতী ও কুসুমপেশলা সখীবৃন্দ মোহন বংশীবাদন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসম্পাদন করিয়া থাকেন। দিবা, কীর্ত্তি, সুগন্ধা, নলিনী, মঞ্জিষ্ঠা ও রঙ্গবতী ইহারা বয়স্থা এবং স্থানবিশেষে সহচরীর কার্য্য করিয়া থাকেন। পালিন্ধ্রী, বৃন্দা, কন্দলতা, ধনিষ্ঠা, গুণবতী, কামদা, লবঙ্গমঞ্জরী, রাগমঞ্জরী, গুণমঞ্জরী, শুভানুমতী, অনুপমা, সুপ্রিয়া, রতিমঞ্জরী. রাগলেখা, কলাকেলী ও ভূরিদা প্রভৃতি নায়িকাগণ এবং নান্দীমুখী, বিন্দুমুখী,

প্রতিপক্ষতয়া শ্রেষ্ঠা রাধাচন্দ্রাবলী তুভে।
সমূহাস্তু যয়োঃ সন্তি কোটিসংখ্যা মৃগীদৃশাম্ ॥৩৩॥
তয়োরপ্যুভয়োর্ম্মধ্যে সর্ব্বা মাধুর্য্যতোঽধিকা।
শ্রীরাধা ত্রিপুরা দূতী পুরাণপুরুষ-প্রিয়া ।৩৪॥
অসমানগুণোদার্য্যা কৃষ্ণো গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
যস্যাঃ প্রাণপরার্দ্ধানাং পরার্দ্ধাদতিবল্লভঃ ॥৩৫॥
শ্রেষ্ঠা সা মাতৃকাদিভ্যস্তত্র গোপেন্দ্রগেহিনী।
বৃকভানুঃ পিতা যস্যা ভানুরিব ক্ষিতৌ মহান্ ॥৩৬॥
রত্নগর্ভা ক্ষিতৌ খ্যাতা জননী কীর্ত্তিদাক্ষয়া।
উপাস্যো জগতাং চক্ষুর্ভগবান্ পদ্মবান্ধবঃ।
জপ্যঃ স্বাভীষ্টসংসর্গে কাত্যায়ন্যা মহামনুঃ ॥৩৭॥

শ্যামা ও মঙ্গলা প্রভৃতি সখীগণ অতীব প্রিয়তরা ও মিলনকারিণী; পরস্পর প্রতিপক্ষতা প্রযুক্ত রাধা ও চন্দ্রাবলী ইঁহারা দুইজন শ্রেষ্ঠা; কোটিসংখ্যক রমণী ইঁহাদের উভয়ের সহচরীর কার্য্য সম্পন্ন করেন ॥ ২৫—৩৩॥ রাধা ও চন্দ্রাবলী এই দুইয়ের মধ্যে পুরাণপুরুষপ্রিয়া ত্রিপুরা-দূতী শ্রীরাধা সর্ব্বমাধুর্য্যশালিনী হেতু প্রধান; অসামান্যগুণ-যুক্ত গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর বল্লভ ॥৩৪॥ গোপেন্দ্রগৃহিণী যশোমতী পঞ্চাশৎ-মাতৃকাগণ হইতেও শ্রেষ্ঠা। রাধিকার পিতা বৃকভানু মহীতলে ভাস্করের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন, আর জননী কীর্ত্তিদাদেবী রত্নগর্ভা বলিয়া বিখ্যাত। পদ্মবান্ধব ভগবান্ বিশ্ব-লোচন আদিত্যদেব কীর্ত্তিদাদেবীর উপাস্য ছিলেন, কিন্তু স্বীয় অভীষ্ট-সিদ্ধির নিমিত্ত কাত্যায়নীদেবীর মহামন্ত্র জপ করিতেন ॥৩৫—৩৭॥

গদাঞ্চ শোভনং তত্র এবং সপ্তদশ প্রিয়ে।
এবং নানাবিধং ভদ্রে লক্ষণং পরমাদ্ভুতম্ ॥৩৬॥
লক্ষণং পরমেশানি সর্ব্বশক্তিসমন্বিতম্।
নানাজ্যোতির্ম্ময়ং দেহং প্রধানাং প্রকৃতিং পরাম্ ॥৩৭॥
জ্যোতিস্তু পরমেশানি নিত্যপ্রকৃতরূপিণী।
এবং নানাবিধং ভদ্রে শক্ত্যা লক্ষণলক্ষিতম্ ॥৩৮॥

ইতি শ্রীবাসুদেব রহস্যে রাধা-তন্ত্রে দশমঃ পটলঃ ॥০॥

ঊর্দ্ধরেখা ও পাদমূলে অঙ্কুশ এবং দক্ষিণ চরণে শঙ্খ ও পদদ্বয়ের মূলে মীন ও গদা প্রভৃতি সপ্তদশ প্রকার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। হে ভদ্রে। শ্রীকৃষ্ণের শরীরে এই প্রকার সর্ব্বশক্তিসমন্বিত পরমাদ্ভুত লক্ষণসমূহ লক্ষিত হয়। হে পরমেশানি। শ্রীহরির দেহ জ্যোতির্ম্ময়। তাঁহার দেহজ্যোতিঃ মূর্ত্তিমতী নিত্য প্রকৃতরূপিণী। হে পরমেশানি পার্ব্বতি! শ্রীকৃষ্ণদেহ ঈদৃশ নানাবিধ সুলক্ষণে লক্ষিত ॥৩২—৩৮॥

শ্রীবাসুদেব রহস্যে রাধা-তন্ত্রে দশম পটল সমাপ্ত ॥০॥

গদাঙ্ক শোভনং তত্র এবং সপ্তদশ প্রিয়ে।
এবং নানাবিধং ভদ্রে লক্ষণং পরমাদ্ভুতম্ ॥৩৬॥
লক্ষণং পরমেশানি সর্ব্বশক্তিসমন্বিতম্।
নানাজ্যোতির্ম্ময়ং দেহং প্রধানাং প্রকৃতিং পরাম্ ॥৩৭॥
জ্যোতিস্তু পরমেশানি নিত্যপ্রকৃতরূপিণী।
এবং নানাবিধং ভদ্রে শক্ত্যা লক্ষণলক্ষিতম্ ॥৩৮॥

ইতি শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে দশমঃ পটলঃ ॥*॥

ঊর্দ্ধরেখা ও পাদমূলে অঙ্কুশ এবং দক্ষিণ চরণে শঙ্খ ও পদদ্বয়ের মূলে মীন ও গদা প্রভৃতি সপ্তদশ প্রকার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। হে ভদ্রে! শ্রীকৃষ্ণের শরীরে এই প্রকার সর্ব্বশক্তিসমন্বিত পরমাদ্ভুত লক্ষণসমূহ লক্ষিত হয়। হে পরমেশানি! শ্রীহরির দেহ জ্যোতির্ম্ময়। তাঁহার দেহজ্যোতিঃ মূর্ত্তিমতী নিত্য প্রকৃতরূপিণী। হে পরমেশানি পার্ব্বতি! শ্রীকৃষ্ণদেহ ঈদৃশ নানাবিধ সুলক্ষণে লক্ষিত ॥৩২—৩৮॥

শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে দশম পটল সমাপ্ত ॥০॥

একাদশঃ পটলঃ।

শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—

রহস্যং পরমং গুহ্যং জগন্মোহনসংজ্ঞকম্।
তচ্ছ্রুত্বা পরমেশানি সাধকস্তু চ যদ্ভবেৎ ॥১॥
শ্রুত্বা তু সাধকশ্রেষ্ঠ ইষ্টৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়াৎ।
তৎসর্ব্বং শৃণু চার্ব্বঙ্গি কথয়ামি তবানঘে ॥২॥
গুহ্যাদ্‌গুহ্যতমং হৃদ্যং পরমানন্দকারণম্।
অত্যদ্ভুতং রহস্যানাং রহস্যং পরমং শিবম্ ॥৩॥
দুর্লভানাঞ্চ পরমং দুর্লভং সর্ব্বমোহনম্।
সর্ব্বশক্তিময়ং দেবি সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতম্ ॥৪॥
নিত্যং বৃন্দাবনং নাম সতীকেশোপরি স্থিতম্।
পূর্ণব্রহ্মসুখৈশ্বর্য্যং নিত্যমানন্দমব্যয়ম্ ॥৫॥

শ্রীঈশ্বর বলিলেন, হে পরমেশানি! জগন্মোহনসংজ্ঞক পরম গুহ্য রহস্য আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, যে রহস্যকাহিনী শ্রবণ করিলে সাধক অভীষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে। হে পাপ-রহিতে চার্ব্বঙ্গি! তৎসমস্ত শ্রবণ কর ॥১—২॥ বাসুদেবের সেই পরমোত্তম রহস্য গুহ্য হইতেও গুহ্যতম, পরম আনন্দপ্রদ, অত্যদ্ভুত, রহস্যেরও রহস্য, পরম মঙ্গলকর, পরম দুর্লভ, সর্ব্বমোহনকারী ও সর্ব্বশক্তিসমন্বিত এবং এই রহস্য সমস্ত তন্ত্রশাস্ত্রে গোপ্য ॥৩—৪॥ সতীদেবীর কেশপীঠোপরি নিত্য বৃন্দাবন অবস্থিত; ইহা নিত্যানন্দ

বৈকুণ্ঠসদৃশাকারং স্বয়ং বৃন্দাবনং ভুবি।
যচ্চ বৈকুণ্ঠমৈশ্বর্য্যং গোকুলে তৎপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥৬॥
বৈকুণ্ঠবৈভবং দেবি দ্বারকায়াং প্রকাশিতম্।
যদ্‌ব্রহ্মশক্তিসংযুক্তং নিত্যং বৃন্দাবনাশ্রয়ম্ ॥৭॥
তৎকুলে মাথুরং বৃন্দাবনমধ্যে বিশেষতঃ।
জম্বুদ্বীপে মহেশানি ভারতং বিষ্ণুমোহনম্ ॥৮॥
নিগূঢ়ং বিদ্যতে বিষ্ণুঃ পর্য্যন্তমবধিষ্ঠিতম্।
সহস্রপত্রকমলাকারং মাথুরমণ্ডলম্ ॥৯॥
শক্তিচক্রোপরি শ্রীমদ্ধাম বৈষ্ণবমদ্ভুতম্।
কর্ণিকাপত্রবিস্তারং রম্যং বৈ কথিতং প্রিয়ে ॥১০॥
ক্রমশো দ্বাদশারণ্যং নামানি কথয়ামি তে।
ভদ্র-শ্রী-লৌহ-ভাণ্ডীর-মহা-তাল-খদীরকাঃ ॥১১॥

পূর্ণ ও সুখৈশ্বর্য্যপ্রদ ॥৫॥ এই বৃন্দাবন বৈকুণ্ঠসদৃশ ; বৈকুণ্ঠধামে যে সকল সুখৈশ্বর্য্য বিরাজমান, মর্ত্ত্যলোকস্থ এই বৃন্দাবনধামেও সেই সকল সুখৈশ্বর্য্য বিদ্যমান রহিয়াছে ॥৬॥ হে দেবি বৈকুণ্ঠ-বৈভব এই দ্বারকাতেই প্রকটিত। কেন না, সর্ব্বশক্তিসমন্বিত ব্রহ্মা এই নিত্য-ধাম বৃন্দাবন আশ্রয়পূর্ব্বক বিরাজ করিতেছেন ॥৭॥ হে মহেশানি! জম্বুদ্বীপান্তর্গত এই ভারতবর্ষ বিষ্ণুর প্রীতিপ্রদ ; পরন্তু বৃন্দাবনমধ্যে মথুরামণ্ডল বিশেষ প্রীতিজনক ॥৮॥ মথুরামণ্ডল সহস্রদলকমলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। এই স্থানে শ্রীহরি নিগূঢ়ভাবে অবস্থিত রহিয়াছেন ॥৯॥ শক্তিচক্রোপরি অবস্থিত এই শ্রীমৎ বৈষ্ণবধাম পরমাদ্ভুত এবং ইহার কর্ণিকাপত্র বিস্তৃতি অতীব রমণীয় ॥১০॥

হে পরমেশ্বরি পার্ব্বতি! আমি ক্রমশঃ তত্রত্য দ্বাদশ বনের নাম

বহুলং কুমুদং কাম্যং মধু বৃন্দাবনং তথা।
বিশেষং শৃণু বক্ষ্যামি ক্রমাৎ পরমসুন্দরি ॥১২॥
ভদ্রঞ্চ তাপসী মূর্ত্তিস্তাপিনী শ্রীবনস্তথা।
ধূম্রা লৌহবনং ভদ্রা ভাণ্ডীরমুত্তমং বনম্ ॥১৩॥
মহাতালবনং ভদ্রে জ্বালিনী পরমাকুলা।
রুচিরং খদিরং ভদ্রে বনং পরমশোভনম্ ॥১৪॥
সুষুম্না বহুলং ভদ্রে কুমুদং ভোগদা প্রিয়ে।
বিশ্বা মধুবনং প্রোক্তং বৃন্দা চ ধারিণী তথা ॥১৫॥
কাম্যঞ্চ মালিনী দেবি মহদ্বনং ক্ষমা তথা।
বনমুখ্যা দ্বাদশৈতাঃ কালিন্দ্যাশ্চৈব পশ্চিমে ॥১৬॥
অন্যচ্চোপবনং ভদ্রে কৃষ্ণক্রীড়ারসস্থলম্।
কদম্বখণ্ডিকং নন্দবনং নন্দীশ্বরং প্রিয়ে ॥১৭॥

কীর্ত্তন করিতেছি। ভদ্রবন, শ্রীবন, লৌহবন, ভাণ্ডীরবন, মহাবন, তালবন, খদিরবন, বহুবন, কুমুদবন, কাম্যবন, মধুবন ও বৃন্দাবন। হে সুন্দরি! ক্রমশঃ এই দ্বাদশবনের বিশেষ বিবরণ তোমার নিকট প্রকটিত করিতেছি, শ্রবণ কর ॥১১—১২॥ হে ভদ্রে! শ্রীমতী রাধিকাদেবীর এক এক মূর্ত্তি এক এক বনরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। ভদ্রবন তাপসী মূর্ত্তি, শ্রীবন তাপিনী মূর্ত্তি, লৌহবন ধূম্রা মূর্ত্তি, ভাণ্ডীর বন ভদ্রা-মূর্ত্তি, তালবন জ্বালিনী মূর্ত্তি, রুচির পরমশোভন খদিরবন পরমাকুলা মূর্ত্তি, বহুবন সুষুম্না মূর্ত্তি, কুমুদবন ভোগদা মূর্ত্তি, মধুবন বিশ্বা মূর্ত্তি, কাম্যবন মালিনী মূর্ত্তি, মহাবন ক্ষমামূর্ত্তি এবং বৃন্দাবন ধারিণী মূর্ত্তিরূপে প্রকটিত। হে প্রিয়ে! সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দ্বাদশটী বন কালিন্দীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত ॥১৩—১৬॥ হে ভদ্রে! অন্যান্য

নন্দনানন্দসুপ্তঞ্চ পলাশাশোককেতকী।
সুগন্ধিমোদনং কৌলমমৃতং ভোজনস্থলম্ ॥১৮॥
সুখপ্রসাধনং বৎসহরণং শেষশায়িকম্।
শ্যামপূর্য্যং দধিগ্রামং বৃকভানুপুরং তথা ॥১৯॥
সঙ্কেতদ্বিপদঞ্চৈব রাসক্রীড়ন্তু ধূসরম্।
কেমূদ্রুমং সরোবীনং নবমং মুকচন্দনম্ ॥২০॥
সংখ্যা বনস্য দ্বাত্রিংশদেতাঃ সাধনসিদ্ধিদাঃ।
পূর্ব্বোক্তদ্বাদশারণ্যং প্রধানং বনমুত্তমম্ ॥২১॥
তত্রোত্তরে চতুর্থঞ্চ বনঞ্চ সমুদাহৃতম্।
নানাবিধরসক্রীড়ানানালীলাময়ং স্থলম্ ॥২২॥
ইতি শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে একাদশঃ পটলঃ ॥*॥

উপবনসমূহ শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ারস্থল বলিয়া জানিবে। কদম্বখণ্ডিক বন, নন্দবন ও নন্দীশ্বর বন শ্রীহরির ক্রীড়াস্থল; নন্দন ও আনন্দাখ্য বনদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের শয়নস্থল; পলাশ, অশোক ও কেতকী নামক বন-ত্রয়ে শ্রীহরি গন্ধামোদ সুখ অনুভব করেন; যে স্থানে অমৃতাস্বাদন হয়, তাহা কৌলবন নামে অভিহিত ॥১৭ - ১৮॥ বনভ্রমণে বাসুদেব বৎসহরণাদি বিবিধ সুখামোদে কালাতিপাত করেন। সঙ্কেত প্রভৃতি বনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাসক্রীড়া করিয়া থাকেন। এই যে দ্বাত্রিংশৎ বনের বিষয় কথিত হইল, ইহা সাধন-সিদ্ধিপ্রদ; পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ বনই বনমধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই সমস্ত বনের উত্তর ভাগে চতুর্থ নামক একটী বন আছে, তাহা নানা লীলাময় ও বিবিধ রসক্রীড়ার স্থল ॥১৯—২২॥

শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে একাদশ পটল সমাপ্ত ॥০॥

দ্বাদশঃ পটলঃ।

শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—

দলকেশরবিস্তাররহস্যমীরিতং ক্রমাৎ।
সহস্রপত্রকমলং গোকুলাখ্যং শুচিস্মিতে।
তৎকর্ণিকা মহদ্ধাম কৃষ্ণস্য স্থানমুত্তমম্ ॥১॥
তত্রোপরি স্বর্ণপীঠে মণিমণ্ডপমণ্ডিতে।
দক্ষিণাদিক্রমাদ্দিক্ষু বিদিক্ষু দলমীরিতম্ ॥২॥
যদ্দলং দক্ষিণে প্রোক্তং গুহ্যাদ্গুহ্যতমং প্রিয়ে।
তত্রাবাসং মহাপীঠং নিগমাগমসুন্দরম্।
যোগীন্দ্রৈরপি দুষ্প্রাপং সত্যং পুংনামগোচরম্ ॥৩॥

শ্রীঈশ্বর কহিলেন ;—হে শুচিস্মিতে পার্ব্বতি! ক্রমশঃ আমি পদ্মের দলকেশরবিস্তার-রহস্য প্রকটিত করিতেছি, শ্রবণ কর। গোকুলধাম সহস্রকমলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট; উহার কর্ণিকাস্থান অত্যুত্তম ও শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রীতিপ্রদ। উক্ত কর্ণিকোপরি মণি-মণ্ডপমণ্ডিত স্বর্ণময়পীঠে দক্ষিণাদি দিক্‌চতুষ্টয়ে ও অগ্ন্যাদি চারি কোণে অষ্টদল সুশোভিত রহিয়াছে। দক্ষিণদিকে পদ্মের যে দল বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা গুহ্য হইতেও গুহ্যতম; সেই দলোপরি নিগমাগমসুন্দর মনোহর মহাপীঠ বিরাজিত; তাহা যোগিগণেরও দুষ্প্রাপ্য এবং মানবের অগোচর ॥১—৩॥

দলমাদৌ দ্বিতীয়ঞ্চ তদ্রহস্যং দ্বয়ং প্রিয়ে।
পূর্ব্বে দলং তৃতীয়ঞ্চ তত্র কেশী নিপাতিতঃ।
গঙ্গাদি সর্ব্বতীর্থঞ্চ তদ্দলে সদ্‌গুণং সদা ॥৪॥
চতুর্থদলমৈশান্যাং সিদ্ধপীঠেপ্সিতপ্রদম্।
কাত্যায়ন্যর্চ্চনাদ্‌গোপী যত্র লেভে পতিং হরিম্ ॥৫॥
বস্ত্রালঙ্কারহরণং তদ্দলে সমুদাহৃতম্।
উত্তরে পঞ্চমং প্রোক্তং দলং সর্ব্বদলোত্তমম্ ॥৬॥
যত্রৈব দ্বাদশাদিত্যা দলঞ্চ কর্ণিকাসমম্।
বায়ব্যান্তু দলং ষষ্ঠং ভদ্রকালীহ্রদঃ স্মৃতঃ ॥৭॥
দলোত্তমোত্তমং দেবি প্রধানং দলমুচ্যতে।
সর্ব্বোত্তমং দলশ্রেষ্ঠং পশ্চিমে সপ্তমং দলং ॥৮॥
যজ্ঞপত্নীগণানাঞ্চ যদীপ্সিতবরপ্রদম্।
অঘাসুরোঽপি নির্ব্বাণং লেভে যত্র দলে প্রিয়ে ॥৯॥

হে প্রিয়ে! প্রথম ও দ্বিতীয় দলদ্বয় অতীব রহস্যযুক্ত। পূর্ব্ব দিকে তৃতীয় দল অবস্থিত, ঐ দলে কেশী নামক অসুর নিপাতিত হইয়াছিল এবং গঙ্গাদি তীর্থসমূহও এই দলে সর্ব্বদা বিরাজিত রহিয়াছে ॥৪॥ ঈশান কোণে চতুর্থ দল সংস্থিত রহিয়াছে, উহা সিদ্ধপীঠ-স্বরূপ এবং অভীষ্টফলপ্রদ। এই স্থানেই গোপীগণ জগজ্জননী কাত্যায়নীদেবীর অর্চ্চনা করিয়া শ্রীহরিকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥৫॥ উত্তরদিকে পঞ্চম দল অবস্থিত, ইহা সকল দল হইতে শ্রেষ্ঠ; এই পঞ্চম দলেই শ্রীহরি গোপিকাদিগের বস্ত্রালঙ্কার হরণ করিয়াছিলেন ॥৬॥ বায়ুকোণে ষষ্ঠ দল সংস্থিত; এই দল ভদ্রকালী-হ্রদ বলিয়া অভিহিত। কর্ণিকাসদৃশ এই ষষ্ঠ দলে দ্বাদশাদিত্য

ব্রহ্মণো মোহনং তত্র দলং ব্রহ্মহ্রদাবধি।
নৈঋ্র্ত্যান্তু দলং প্রোক্তমষ্টমং ব্যোমঘাতনম্ ॥১০॥
শঙ্খচূড়বধস্তত্র নানাকেলিরসস্থলম্।
এতদষ্টদলং ভদ্রে বৃন্দারণ্যান্তরস্থিতম্ ॥১১॥
শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনং রম্যং যমুনায়াঃ প্রদক্ষিণম্।
অধিষ্ঠাতা তত্র শম্ভুর্লিঙ্গং গোপীশ্বরাভিধম্ ॥১২॥
তদ্বাহ্যে ষোড়শদলে মাহাত্ম্যক্রম ঈর্য্যতে।
নৈঋ্র্ত্যাদিক্রমাৎ প্রোক্তং প্রাদক্ষিণ্যং যথা তথা ॥১৩
মহৎপাদং মহদ্ধাম প্রধানং ভদ্রষোড়শ।
প্রথমঞ্চ দলং শ্রেষ্ঠং মাহাত্ম্যং কর্ণিকাসমম্ ॥১৪॥

বিরাজিত। হে দেবি! পশ্চিমদিকে সপ্তমদল বিরাজিত; উহা সর্ব্ব দলোত্তম। এই দলে যজ্ঞপত্নীগণ অভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং অঘাসুরও এই দলে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিল॥৭—৯॥ হে প্রিয়ে পার্ব্বতি! নৈঋ্র্ত কোণে অষ্টমদল সংস্থিত; এই দল ব্রহ্মার চিত্ত-বিমোহন। এই দল ব্রহ্মহ্রদাবধি বিস্তৃত। এই স্থানে শঙ্খচূড় নামক দানবরাজ নিপাতিত হইয়াছিল। ব্যোমঘাতনক এই অষ্টমদল নানা রস-কেলির স্থল। হে দেবি! এই অষ্টমদল বৃন্দাবন মধ্যে স্থিত॥১০—১১॥ যমুনা কর্ত্তৃক প্রদক্ষিণীকৃত শ্রীমৎ বৃন্দাবনধাম পরম রমণীয় এবং গোপীশ্বর নামক লিঙ্গরূপী শিব ইহার অধীশ্বর॥১২॥ এই যে অষ্টদল কথিত হইল, ইহার বহির্দ্দেশে নৈঋ্র্ত্যাদিক্রমে ষোড়শদল সংস্থিত রহিয়াছে, ইহার মাহাত্ম্য ক্রমশঃ বলিতেছি॥১৩॥ এই ষোড়শ দলের প্রথম দল মহৎপদ ও মহৎধাম; ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ইহার মাহাত্ম্য কর্ণিকাসদৃশ। এই দলে মধুবন অবস্থিত এবং এই

তদ্দলে মধুবনং প্রোক্তং তত্র প্রাদুরভূদ্ধরিঃ।
আদ্যং কেশরমাপূজ্যং ত্রিগুণাতীতমীশ্বরম্ ॥১৫॥
চতুর্ভুজং মহাবিষ্ণুং সর্ব্বকারণকারণম্।
অধিষ্ঠিতং দেবদেবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠদলোত্তমে ॥১৬॥
যত্র ক্ষেত্রপতির্দ্দেবো ভূতেশ্বর উমাপতিঃ।
দলং দ্বিতীয়মাখ্যাতং কিঞ্চিল্লীলারসস্থলম্ ॥১৭॥
খদিরঞ্চেতি তত্রৈব দলঞ্চ সমুদাহৃতম্।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠং দলং প্রোক্তং মাহাত্ম্যং কর্ণিকাসমম্ ॥১৮॥
তত্র গোবর্দ্ধনগিরে নিত্যং রম্যফলাদিকম্।
দলং তৃতীয়কং ভদ্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠোত্তমোত্তমম্ ॥১৯॥
হরির্যস্য পতিঃ সাক্ষাদ্‌গোবর্দ্ধনমহীভৃতঃ।
চতুর্থং দলমাখ্যাতং মহাদ্ভুতরসস্থলম্ ॥২০॥

স্থানে শ্রীহরি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই দল আদ্যকেশর নামে অভিহিত, ইহা সকলের পূজ্য ও ত্রিগুণাতীত ঈশ্বরস্বরূপ ॥১৪—১৫॥ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই উত্তম দলে অখিল কারণের কারণ দেবদেব চতুর্ভুজ মহাবিষ্ণু অধিষ্ঠিত আছেন ॥১৬॥ ভূতেশ্বর উমাপতি মহাদেব যে ক্ষেত্রের অধিপতি, তাহা দ্বিতীয় দল নামে অভিহিত এবং ইহা লীলা-রসস্থান বলিয়া জানিবে ॥১৭॥ এই খদিরকাননে শ্রীহরি নানারূপ রসক্রীড়া করিতেন ; এই দল সর্ব্বোত্তম এবং ইহার মাহাত্ম্য কর্ণিকা-তুল্য ॥১৮॥ হে ভদ্রে পার্ব্বতি! তৃতীয় দল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোত্তম ; এই গোবর্দ্ধনগিরিতে শ্রীহরি প্রত্যহ রম্য ফলাদি উপভোগ করিতেন ॥১৯॥ গোবর্দ্ধনধারী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে দলের অধিপতি, তাহা চতুর্থ দল নামে প্রথিত এবং উক্ত দল অত্যদ্ভুত রহস্যকেলির স্থল।

কদম্বভাণ্ডী তত্রৈব পূর্ণানন্দারসাশ্রয়ঃ ।
স্নিগ্ধং হৃদ্যং প্রিয়ং রম্যং দলঞ্চ সমুদাহৃতম্ ॥২১॥
নন্দীশ্বরং দলশ্রেষ্ঠং তত্র নন্দালয়ং প্রিয়ে ।
কর্ণিকাসমমাহাত্ম্যং পঞ্চমং দলমুচ্যতে ॥২২॥
তদধিষ্ঠাতৃগোপালো ধেনুপালনতৎপরঃ ।
দলং ষষ্ঠং যদক্ষোভং তত্র বৃন্দাবনং স্মৃতম্ ॥২৩॥
সপ্তমং বহুলং রম্যং দলং রম্যং প্রকীর্ত্তিতম্ ।
দলাষ্টমং তালবনং তত্র ধেনুবধঃ স্মৃতঃ ॥২৪॥
নবমং কুমুদারণ্যং দলং রম্যং শুচিস্মিতে ।
কাম্যারণ্যং দলং হৃদ্যং প্রধানং সর্ব্বকারণম্ ॥২৫॥
ব্রহ্মস্থানং দলং তত্র বিষ্ণুবৃন্দসমন্বিতম্ ।
কৃষ্ণক্রীড়ারসস্থলং দশমং দলমুচ্যতে ॥২৬॥

পরন্তু পূর্ণানন্দরসাশ্রয় কদম্ব ও ভাণ্ডীরকানন বিরাজিত ; ঐ স্থান অতীব স্নিগ্ধ, রম্য, প্রীতিকর ও চিত্তসন্তোষজনক বলিয়া জানিবে ॥ ২০—২১॥ হে প্রিয়ে পার্ব্বতি ! পঞ্চমদল সর্ব্বদলশ্রেষ্ঠ এবং নন্দীশ্বর নামে অভিহিত ; উক্ত দলে নন্দরাজভবন বিরাজমান, উহার মাহাত্ম্য কর্ণিকাতুল্য। ষষ্ঠদলের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা গোপাল, তিনি সর্ব্বদা ধেনুপালনে তৎপর রহিয়াছেন ; উক্ত দল ক্ষোভশূন্য এবং উহা বৃন্দাবনসদৃশ ॥২২—২৩॥ সপ্তম দল পরম রমণীয়। অষ্টমদল তাল-বন নামে অভিহিত এবং সেই স্থানে ধেনুকাসুর বধ হইয়াছিল ॥২৪॥ হে শুচিস্মিতে! কুমুদবনাখ্য নবম দল পরম রম্য ; পরন্তু সর্ব্ব-কারণের কারণ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও চিত্তবিমোহন কাম্যবনও উক্ত দলে অধিষ্ঠিত ॥২৫॥ দশমদল শ্রীহরির ক্রীড়ারসস্থান, ঐ দলে সখীগণসহ

দলমেকাদশং প্রোক্তং ভক্তানুগ্রহকারকম্ ।
সেতুবন্ধস্য নির্ম্মাণং নানারত্নরসস্থলম্ ॥২৭॥
ভাণ্ডীরং দ্বাদশদলং বনং রম্যং মনোহরম্ ।
কৃষ্ণক্রীড়ারসস্তত্র কুসুমাদিসহায়তঃ ॥২৮॥
ত্রয়োদশদলং শ্রেষ্ঠং তত্র ভদ্রবনং স্মৃতং ।
চতুর্দ্দশদলং প্রোক্তং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ॥২৯॥
শ্রীবনং রুচিরং শান্তং সর্ব্বৈশ্বর্য্যস্য কারণম্ ।
কৃষ্ণলীলাময়ং দলং শ্রীকান্তিকীর্ত্তিবর্দ্ধনম্ ॥৩০॥
দলং পঞ্চদশং শ্রেষ্ঠং তত্র নৌহরণং শুভম্ ।
কথিতং ষোড়শদলং মাহাত্ম্যং কর্ণিকাসমম্ ॥৩১॥
মহাবনং দলং প্রোক্তং তত্রাস্তে গুহ্যমুত্তমম্ ।
বাল্যক্রীড়ারসস্তত্র বৎসবালৈঃ সমাবৃতঃ ॥৩২॥

শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত ; উহা ব্রহ্মস্থান বলিয়া অভিহিত ॥২৬॥ একাদশ দল সেতুবন্ধ নির্ম্মাণের কারণ ; উহা ভক্তদিগের অনুগ্রহকারক এবং নানা ক্রীড়ারসের স্থল ॥২৭॥ দ্বাদশ দলে ভাণ্ডীরকানন অধিষ্ঠিত ; উহা মনোহর ও রম্য। শ্রীহরি উক্ত দলে নানারূপ পুষ্পসহায়ে রসকেলি করিয়া থাকেন ॥২৮॥ ত্রয়োদশ দল শ্রেষ্ঠ এবং তথায় ভদ্রবন অবস্থিত রহিয়াছে এবং চতুর্দ্দশ দল সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক বলিয়া জানিবে ॥২৯॥ পঞ্চদশ দলে রুচির শান্তিময় শ্রীবন বিদ্যমান ; ঐ নব সকল ঐশ্বর্য্যের কারণ এবং শ্রী, কান্তি ও কীর্ত্তিপ্রদ। ইহা শ্রীহরির লীলারসপূর্ণ কল্যাণপ্রদ শ্রেষ্ঠ পঞ্চদশদল নৌহরণ নামে অভিহিত। ষোড়শদলের মাহাত্ম্য কর্ণিকাসদৃশ কথিত হইয়াছে ॥৩০—৩১॥ এই ষোড়শদলে মহাবন নামে বন বিদ্যমান। ইহা অতীব গুহ্য। শ্রীকৃষ্ণ

পূতনাদিবধস্তত্র যমলার্জ্জুনভঞ্জনম্ ।
অধিষ্ঠাতা তত্র বালো গোপালো পঞ্চমাব্দিকঃ ॥৩৩॥
নাম্না দামোদরঃ প্রোক্তা প্রেমানন্দরসার্ণবঃ ।
প্রসিদ্ধদলমাখ্যাতং সর্ব্বশ্রেষ্ঠদলোত্তমম্ ॥৩৪॥
কৃষ্ণক্রীড়ারসস্তত্র বিহারদলমুচ্যতে ।
সিদ্ধিপ্রধানকিঞ্জল্কং বনঞ্চ সমুদাহৃতম্ ॥৩৫॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ ;—

বৃন্দাবনস্য মাহাত্ম্যং রহস্যং বা কিমদ্ভুতম্ ।
রসং প্রেম তথানন্দং সর্ব্বং মে কথয় প্রভো ॥৩৬॥

শ্রীমহাদেব উবাচ ;—

যত্র বৃক্ষাদি পুলকৈঃ প্রেমানন্দাশ্রুবর্ষিতম্ ।
কিং পুনশ্চেতনাযুক্তৈর্ব্বিষ্ণুভক্তিঃ কিমুচ্যতে ॥৩৭॥

গোবৎসগণ সহ এই মহাবনাখ্য যোড়শ দলে বাল্যক্রীড়া করিতেন। এই দলে পূতনাসুর বধ ও যমলার্জ্জুন ভঞ্জন করিয়াছিলেন। উক্ত দলের অধিষ্ঠাতা পঞ্চমবর্ষীয় বালগোপাল। এই দলাধিষ্ঠাতা বাল-গোপালদেব দামোদর নামে অভিহিত এবং তিনি প্রেমানন্দরসার্ণবে নিমগ্ন। এই দল অতীব প্রসিদ্ধ ও সকল দলের শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বো-ত্তম। এই দলে শ্রীহরি ক্রীড়া করেন বলিয়া ইহা বিহারদল নামে বিখ্যাত। ইহার কেশর সকল সিদ্ধিপ্রদ ॥৩২—৩৫॥

শ্রীপার্ব্বতীদেবী কহিলেন ;—হে প্রভো! শ্রীবৃন্দাবনের মাহাত্ম্য এবং পরমাদ্ভুত প্রেমানন্দ রস আপনি মৎসকাশে কীর্ত্তন করুন ॥৩৬॥

শ্রীমহাদেব বলিলেন ;—হে পার্ব্বতি! যে স্থানে তরুলতাদি অচেতন পদার্থও পুলকিত হইয়া প্রেমানন্দাশ্রু বর্ষণ করে, তত্রত্য

কথিতং তে প্রিয়তমং গুহ্যাদ্গুহ্যতমং প্রিয়ে ।
রহস্যানাং রহস্যঞ্চ দুর্লভানাঞ্চ দুর্লভম্ ॥৩৮॥
ভারতে গোপিতং দেবি কেশপীঠং মনোহরম্ ।
ব্রহ্মাদিবাঞ্ছিতং স্থানং দেব-গন্ধর্ব্ব-সেবিতম্ ॥৩৯॥
পঞ্চাশন্মাতৃকাযুক্তং নিত্যানন্দময়ং প্রিয়ে ।
যত্র কাত্যায়নী মায়া মহামায়া জগন্ময়ী ॥৪০॥
কিমসাধ্যং মহেশানি পূজ্যা তত্র বরাননে ।
লতাকন্দং মহেশানি বৃন্দেতি কথিতং প্রিয়ে ॥৪১॥
লতাকন্দং মহেশানি স্বয়ং কাত্যায়নী পরা ।
অতএব মহেশানি যোগীন্দ্রৈঃ পরিসংস্তুতম্ ॥৪২॥

চেতনাযুক্ত মনুষ্যাদির কথা আর কি বলিব ! অনির্ব্বচনীয় বিষ্ণু ভক্তির মহিমাই বা কি বর্ণন করিব । হে প্রিয়তমে ! তোমার নিকট গুহ্যাদপি গুহ্য প্রিয়তম দেবদুর্লভ রহস্য কথা বলিয়াছি ॥৩৭—৩৮॥

হে দেবি নগনন্দিনি ! ভারতবর্ষ মধ্যে কেশপীঠরূপ মনোহর বৃন্দাবনধাম অতীব গোপনীয় । এই স্থান ব্রহ্মাদি সুরগণেরও বাঞ্ছিত এবং দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক পরিষেবিত ॥৩৯॥ হে প্রিয়ে ! এই বৃন্দাবনধাম পঞ্চাশৎ মাতৃকাসংযুক্ত ও নিত্যানন্দময় ; এই স্থানে জগন্ময়ী মহামায়া কাত্যায়নীদেবী অধিষ্ঠিতা রহিয়াছেন ॥৪০॥ হে বরাননে মহেশানি ! হরগেহিনী মহামায়া কাত্যায়নীদেবীর অর্চ্চনা করিলে ভূতলে কিছুই অসাধ্য থাকে না । হে প্রিয়ে ! বৃন্দা শব্দে লতাকন্দ বুঝায় । হে মহেশানি ! বৃন্দারণ্যে স্বয়ং পরমাপ্রকৃতি কাত্যায়নীদেবী লতাকন্দরূপে অবস্থিতা । হে মহেশি ! এই জন্যই এই স্থান যোগীন্দ্রগণ কর্ত্তৃক পরিসংস্তুত হইতেছে ॥৪১—৪২॥

অপ্সরোভিশ্চ গন্ধর্ব্বৈর্নৃত্যগীতং নিরন্তরম্‌।
শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনং রম্যং পূর্ণানন্দরসাশ্রয়ম্‌।
ভূমিশ্চিন্তামণিস্তোয়ং সততং রসপূরিতম্‌ ॥৪৩॥
বৃক্ষঃ সুরদ্রুমস্তত্র সুরভীবৃন্দসেবিতম্‌।
পূর্ণস্তু পরমেশানি পঞ্চাশৎকলয়া যুতম্‌ ॥৪৪॥
আনন্দো যস্তু দেবেশি প্রকৃতিঃ পরমেশ্বরী।
যা ভূমিঃ পরমেশানি সা তু পৃথ্বী বরাননে ॥৪৫॥
তোয়ং রসং বরারোহে স্বয়ং প্রকৃতিরুত্তমা।
দ্রুমস্তু প্রকৃতির্ম্মায়া তরুভিশ্চণ্ডিকা স্বয়ম্‌ ॥৪৬॥
শ্রীর্লক্ষ্মীঃ পুরুষো বিষ্ণুস্তদ্দশাংশসমুদ্ভবঃ।
বিষ্ণুস্তু পরমেশানি জ্যেষ্ঠা শক্তিরিতীরিতা ॥৪৭॥

শ্রীমৎ বৃন্দাবনধাম অপ্সরোগণ ও গন্ধর্ব্বগণের নৃত্যগীত দ্বারা নিরন্তর মুখরিত হইতেছে ; এই স্থান পরম রমণীয় এবং মূর্ত্তিমান প্রেমানন্দরসে আপ্লুত। পরন্তু বৃন্দাবনস্থলী চিন্তামণিস্বরূপ এবং তত্রত্য সলিলরাশি সর্ব্বদা অমৃতরসে পরিপূরিত ॥৪৩॥ তত্রত্য বৃক্ষ সকল সুরদ্রুমসদৃশ ও সুরভীগণ কর্ত্তৃক সেবিত। বৃন্দারণ্য পঞ্চাশৎ কলাযুক্ত। পরমেশ্বরী প্রকৃতিদেবী বৃন্দাবনধামে মূর্ত্তিমতী আনন্দ-স্বরূপা এবং বৃন্দাবনস্থলী স্বয়ং ভূতধাত্রী বসুন্ধরা। হে বরারোহে! অত্রত্য অমৃতস্বরূপ তোয়রাশি স্বয়ং প্রকৃতিস্বরূপ এবং বৃক্ষশ্রেণী মহামায়া চণ্ডিকাসদৃশ। হে পরমেশানি! এই স্থানে যে সকল রমণী অবস্থিতি করিতেছে, তাহারা স্বয়ং লক্ষ্মীস্বরূপিণী এবং পুরুষ সকল বিষ্ণুর অংশসমুদ্ভূত। হে পরমেশানি! এখানে বিষ্ণু আদ্যাশক্তি

অংশাস্তু পরমেশানি কলা প্রকৃতিরূপিণী ।
বয়ঃ কৈশোরকং তত্র নিত্যমানন্দবিগ্রহম্ ॥৪৮॥
গতির্নাট্যং কথা গানং স্মিতবক্ত্রং নিরন্তরম্ ।
শুদ্ধসারৈঃ প্রেমপূর্ণং মানবৈস্তদ্বনাশ্রয়ৈঃ ॥৪৯॥
পূর্ণব্রহ্মসুখে মগ্নং স্ফুরন্মূর্ত্তিতন্ময়ম্ ।
গত্যাদিস্মিতবক্ত্রান্তং শুদ্ধসত্ত্বাদিকঞ্চ যৎ ।
তৎসর্ব্বং কুরুতে রূপং সততং কমলেক্ষণে ॥৫০॥
যত্তু কোকিলভৃঙ্গাদ্যাঃ কূজৎকলমনোহরম্ ।
কপোতশুকসঙ্গীতমুন্মত্তালিসহস্রকম্ ।
ভুজঙ্গশক্রনৃত্যাঢ্যং সকান্তামোদবিভ্রমম্ ॥৫১॥
নানাবর্ণৈশ্চ কুসুমৈস্তদ্বনং পরিপূরিতম্ ।
সুখং দুঃখং মহেশানি প্রকৃতিঃ পরমেশ্বরী ॥৫২॥

বলিয়া কীর্ত্তিত এবং অংশ সকল প্রকৃতিস্বরূপ। শ্রীহরির বাল্য-কৈশোর প্রভৃতি বয়স মূর্ত্তিমান আনন্দস্বরূপ জানিবে ॥৪৪—৪৮॥

হে কমলেক্ষণে! বাসুদেবের গমন নাট্যসদৃশ এবং বাক্যাবলী গান তুল্য জানিবে। তাঁহার স্মিত বদন নিরন্তর মৃদু মধুর হাস্ত বিজড়িত। বৃন্দারণ্যবাসী জনগণ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণাবলম্বী, প্রেমিক এবং পূর্ণ-ব্রহ্ম-সুখমগ্ন। শ্রীহরির গতি, গান ও স্মিতবক্ত্রাদি শুদ্ধসত্ত্বসারময়। তদীয় রূপ জনমনোমোহন ॥৪৯—৫০॥ তত্রত্য বনস্থলী কোকিল ও ভৃঙ্গাদির অব্যক্তমধুর কূজনে নিরন্তর কলকলায়িত; কপোত ও শুক-পক্ষীর কলনাদে মুখরিত এবং ময়ূর-ময়ূরীগণের নৃত্য দ্বারা আমোদিত। নানাবিধ বিচিত্র পুষ্পরাজি দ্বারা বনস্থলী পরিপূরিত। হে মহেশানি! তত্রত্য কোকিলাদি কুসুমপরাগ এবং সুখ দুঃখ পর্য্যন্ত

কোকিলাদ্যাশ্চ যাঃ প্রোক্তা মধূনি কুসুমান্তকাঃ ।
তাঃ সর্ব্বাঃ পরমেশানি প্রকৃতিঃ পরমেশ্বরী ।
অতএব মহেশানি ব্রহ্মণঃ কারণং শিবা ॥৫৩॥
মন্দমারুতসংযুক্তং বসন্তবাতসংযুতম্‌ ।
পূর্ণেন্দুনিত্যাভ্যুদয়ং সূর্য্যমন্দাংশুসেবিতম্‌ ॥৫৪॥
অদুঃখং লোকবিচ্ছেদ-জরা-মরণবর্জ্জিতম্‌ ।
অক্রোধং গতমাৎসর্য্যমভিন্নং নিরহঙ্কৃতম্‌ ॥৫৫॥
পূর্ণানন্দামৃতরসং পূর্ণপ্রেমসুধার্ণবম্‌ ।
গুণাতীতং মহদ্ধাম পূরিতং পূর্ণশক্তিভিঃ ।
গুহ্যাদ্‌গুহ্যতমং গূঢ়ং মধ্যবৃন্দাবনস্থিতম্‌ ॥৫৬॥
গোবিন্দাঙ্ঘ্রিরজঃস্পর্শান্নিত্যং বৃন্দাবনং ভুবি ।
যস্য স্পর্শনমাত্রেণ পৃথ্বী ধন্যা চ ভারতে ॥৫৭॥

যাবতীয় দ্রব্যসম্ভার প্রকৃতিরূপী। সুতরাং হে মহেশানি! প্রকৃতি ব্রহ্মেরই কারণ ॥৫১—৫৩॥ এই বৃন্দাবনধাম মৃদু সঞ্চালিত বসন্তানিল দ্বারা সংশোধিত; এই স্থান প্রত্যহই পূর্ণচন্দ্রমা দ্বারা সমুদ্ভাসিত হইতেছে এবং দিনকর স্বীয় মন্দ মন্দ কিরণে ইহার সেবা করিতেছেন। এই বৃন্দারণ্যে দুঃখ নাই, বিদ্বেষ নাই, জরা নাই, মরণ নাই, ক্রোধ নাই এবং মাৎসর্য্যও নাই; অত্রত্য অধিবাসী জনগণ অভিন্ন হৃদয় এবং অহঙ্কারবিবর্জ্জিত। বৃন্দাবনস্থলী পূর্ণানন্দামৃতরসের আকর, পূর্ণপ্রেম সুধাবারিধি, ত্রিগুণাতীত এবং এই মহদ্ধাম সর্ব্বশক্তিসমন্বিত ও গুহ্যাদপি গুহ্যতম ॥৫৪—৫৫॥ বৃন্দাবনস্থলী শ্রীগোবিন্দের পদরেণু স্পর্শে নিরন্তর পবিত্রীকৃত; বৃন্দাবনের সংস্পর্শে ভারতবর্ষে পৃথিবী ধন্য হইয়াছেন। এই গোবিন্দস্থান অব্যয় এবং মহাকল্পতরুর ছায়া

মহাকল্পতরুচ্ছায়ং গোবিন্দস্থানমব্যয়ম্।
মুক্তিস্তদ্বনসংস্পর্শান্মহাপাপাদ্বিমুচ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা দেবি হৃদিস্থং কুরু তদ্বনম্ ॥৫৮॥

ইতি শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে দ্বাদশঃ পটলঃ ॥*॥

স্বরূপ। এই মহৎ বনের সংস্পর্শে মানব মহাপাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া পরম দুর্লভ মোক্ষলাভ করিতে পারে। সুতরাং হে দেবি পার্ব্বতি! সর্ব্বান্তঃকরণে এই বৃন্দারণ্যকে হৃদয়ে ধারণ কর॥৫৬—৫৮॥

শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে দ্বাদশ পটল সমাপ্ত ॥০॥

ত্রয়োদশঃ পটলঃ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ ;—

যদি বৃন্দাবনং দেব জরামরণবর্জ্জিতম্।
অদুঃখং শোকবিচ্ছেদমক্রোধং যদি শূলভৃৎ ॥১॥
তৎ কথং পরমেশান পূতনা নিধনং গতা।
বকাসুরশ্চ কেশী চ শঙ্খদূতাদয়োঽপরে।
তৎ কথং পরমেশান কৃষ্ণঃ ক্রোধমবাপ্তবান্ ॥২॥
যদ্যেবং পরমেশান সততং ব্রজমণ্ডলম্।
সর্ব্ববাধাবিনির্ম্মুক্তং সর্ব্বশক্তিময়ং সদা।
সর্ব্বানন্দময়ং দেব কেশপীঠং মনোহরম্ ॥৩॥
তৎ কথং পরমেশান উৎপাতং ব্রজমণ্ডলে।
গোপীনাং পরমেশান কথং কামোদ্ভবং প্রভো।
কৃষ্ণো বা দেবকীপুত্রঃ সদা কামযুতং কথং ॥৪॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন ;—হে শূলভৃৎ দেব শঙ্কর! বৃন্দাবন যদি জরা, মরণ, শোক, দুঃখ, বিচ্ছেদ ও ক্রোধাদি পরিবর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে হে পরমেশান! সে স্থানে পূতনা বধ হইল কেন এবং বকাসুর, কেশী, শঙ্খ ও অপরাপর অসুরগণই বা কেন নিধনপ্রাপ্ত হইল? পরন্তু বৃন্দাবন যদি ক্রোধবর্জ্জিতই হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণদেবই বা সেখানে ক্রোধের বশবর্ত্তী হইলেন কেন?॥১—২॥ হে পরমেশান! ব্রজমণ্ডল যদি নিরন্তর সর্ব্ববাধাবিনির্ম্মুক্ত, সর্ব্বশক্তিময়, সর্ব্বানন্দপূর্ণ মনোহর কেশপীঠ হয়, তবে সে স্থানে এত উৎপাত

যমুনায়া মহাদেব জলঞ্চামৃতপূরিতম্।
এতদ্ধি সংশয়ং ছিন্দি মহাদেব দয়ানিধে ॥৫॥

শ্রীমহাদেব উবাচ ;—

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া ভদ্রে রহস্যং পরমাদ্ভুতম্।
রহস্যং শৃণু দেবেশি গুহ্যাদ্‌গুহ্যতমং পরম্ ॥৬॥
কার্য্যঞ্চ কারণং দেবি জাগ্রদাদিষু বর্ত্ততে।
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিঞ্চ তুরীয়ং পরমং পদম্ ॥৭॥
তুরীয়ং ব্রহ্মনির্ব্বাণং মহাবিষ্ণুঃ শুচিস্মিতে।
সদা জ্যোতির্ম্ময়ং শুদ্ধং কার্য্যকারণবর্জ্জিতম্ ॥৮॥

পরিদৃষ্ট হইতেছে কেন ? পরন্তু হে পরমেশ্বর প্রভো ! গোপরমণী-গণই বা কামের বশবর্ত্তী হইল কেন ? এবং দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণই বা সর্ব্বদা কামপরতন্ত্র হইলেন কি জন্য ? হে মহাদেব ! যমুনা-সলিল অমৃতপূর্ণ হইবারই বা কারণ কি ? হে দয়ানিধে ! আমার এই সকল সংশয় আপনি বিদূরিত করুন ॥৩—৫॥

শ্রীমহাদেব বলিলেন ;—হে দেবেশি ! তুমি কল্যাণী ; তুমি পরমাদ্ভুত রহস্যবিষয়ক উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। গুহ্য হইতেও গুহ্যতম পরম রহস্য তোমারই নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥৬॥ হে শুচিস্মিতে ! জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থাভেদে জগতের কার্য্যকারণ সংঘটিত হয় ; জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় ব্যতীত চতুর্থ তুরীয়াবস্থা, ইহা মহাবিষ্ণুর পরমপদ ; অর্থাৎ জীব যখন চতুর্থাবস্থায় উন্নীত হয়, তখনই ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকে। যিনি তুরীয় ঈশ্বর, তিনি সর্ব্বদা জ্যোতির্ম্ময়, শুদ্ধ, কার্য্যকারণবর্জ্জিত, নিরীহ (চেষ্টাহীন) ও নিশ্চল (গতিশূন্য) ; বিষ্ণুরূপী বাসুদেবও সত্ত্বগুণাশ্রিত

নিরীহং নিশ্চলং দেবি সততং বিষ্ণুরূপধৃক্‌ ।
বাসুদেবোঽপি দেবেশি বিষ্ণোরংশাত্মকঃ সদা ॥৯॥
ত্রিপুরায়াঃ প্রসাদেন পদ্মিনীসঙ্গমাগতঃ ।
কৃষ্ণরূপং সমাশ্রিত্য বৃন্দাবনকুটীরকে ॥১০॥
কৃষির্ভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ ।
তয়োরৈক্যং যদা যাতি শুদ্ধসত্বাত্মকো হরিঃ ॥১১॥
তত্রৈব সহসা দেবি ব্রহ্মশব্দময়ং স্মৃতম্‌ ।
ব্রহ্মশব্দস্তু দেবেশি কৃষ্ণঃ সত্বগুণাশ্রয়ঃ ॥১২॥
তুরীয়ং যদি দেবেশি প্রকৃত্যা সহ সঙ্গতঃ ।
পুরুষঃ কুর্য্যরূপস্তু কার্য্যকারণবর্জ্জিতঃ ॥১৩॥
তস্মাত্তু পুরুষো বিষ্ণুঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
প্রকৃতিঃ পরমেশানি কার্য্যকারণবিগ্রহঃ ॥১৪॥
ন কার্য্যং কারণং দেবি ঈশ্বরস্তু কদাচন ।
প্রকৃত্যা সহযোগেন কার্য্যকারণ-ঈশ্বরঃ ॥১৫॥

মূর্ত্তিমান ঈশ্বর। তিনি পরমাপ্রকৃতি ত্রিপুরাদেবীর প্রসাদে বৃন্দাবনে কৃষ্ণরূপ ধারণ করত পদ্মিনীসহ সম্মিলিত হইয়াছেন ॥৭—১০॥ কৃষি শব্দ ভূমিবাচক, ণকার দ্বারা নির্বৃতি বুঝায়; এই দুইএরই যোগে শুদ্ধসত্বাত্মক হরিশব্দ বাচ্য "কৃষ্ণ" এই শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। হে দেবি! সত্বগুণাশ্রয় কৃষ্ণই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম ॥১১—১২॥ হে দেবেশি! কার্য্যকারণবর্জ্জিত কূটস্থ তুরীয় ব্রহ্ম যখন প্রকৃতির সহিত মিলিত হন, তখনই তিনি কার্য্যকারণরূপী পুরুষ বলিয়া কথিত হয়েন; সুতরাং পরম পুরুষ বিষ্ণু সচ্চিদানন্দময়, আর প্রকৃতি কার্য্যকারণরূপিণী। হে দেবি! ঈশ্বর কদাচ কার্য্যকারণরূপী নহেন, প্রকৃতির

দুর্ধ্যেয়া পরমেশানি তব মায়া সনাতনী।
তব কেশোদ্ভবা দেবি নিত্যা ব্রজপুরী সদা ॥১৬॥
যদ্‌যদুক্তং মহেশানি কামক্রোধাদিকং প্রিয়ে।
তৎসর্ব্বং পরমেশানি প্রকৃতিঃ পরমেশ্বরী ॥১৭॥
বাসুদেবস্য যজ্জন্ম শৃণু লোলেঽল্পমেধসি।
তৎসর্ব্বং পরমেশানি বিদ্যাসিদ্ধেস্তু কারণম্ ॥১৮॥
যস্য যস্য চ দেবেশি বিদ্যাসিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
তস্য তস্য চ দেবেশি দেবত্বং পরমেশ্বরি ॥১৯॥
ভূলোকে পরমেশানি কেশপীঠে বরাননে।
কুলাচারস্য সিদ্ধ্যর্থং পদ্মিনীসঙ্গমাগতঃ ॥২০॥
ইতি শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে ত্রয়োদশঃ পটলঃ ॥*॥

সান্নিধ্যবশতঃই ঈশ্বর কার্য্যকারণের হেতু হয়েন। হে পরমেশানি! তোমার সনাতনী মায়া দুর্জ্ঞেয়া। তোমার কেশজাল হইতেই নিত্যা ব্রজপুরী উদ্ভূতা হইয়াছে ॥১৩—১৬॥ হে প্রিয়তমে মহেশানি! বৃন্দারণ্যে কামক্রোধাদির বিষয় যাহা তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তৎসমস্তই প্রকৃতির কার্য্য ॥১৭॥ হে অল্পমেধসি চঞ্চলে! শ্রবণ কর; পরমাত্মরূপী বাসুদেব যে পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহা কেবল বিদ্যাসিদ্ধিরই কারণ। হে পরমেশ্বরি! যাঁহাদের বিদ্যাসিদ্ধি হইয়াছে, তাঁহাদের দেবত্বপ্রাপ্তি হইয়াছে ॥১৮—১৯॥ হে বরাননে পরমেশ্বরি! একমাত্র কুলাচার সিদ্ধির নিমিত্তই শ্রীহরি মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হইয়া পদ্মিনীর সহিত মিলিত হইয়াছেন ॥২০॥*

শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে ত্রয়োদশ পটল সমাপ্ত ॥০॥

---

* মর্ত্তভূমিতে সাধকগণের হিতার্থে ভগবান্ আত্মমায়ায় অবতীর্ণ হন এবং

চতুর্দ্দশঃ পটলঃ।

শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—

সহস্রপত্রে পদ্মস্থ বৃন্দারণ্যং বরাটকম্।
অক্ষরং নিত্যমানন্দং গোবিন্দস্থানমব্যয়ম্।
সতীকেশাৎ সমুদ্ভূতং পূর্ণপ্রেমসুখাশ্রয়ম্ ॥১॥
অন্যান্যেষু চ স্থানেষু বাল্যপৌগণ্ডযৌবনম্।
বৃন্দারণ্যবিহারেষু কৃষ্ণঃ কৈশোরবিগ্রহম্ ॥২॥

শ্রীঈশ্বর কহিলেন ;—সহস্রদলকমল মধ্যে বৃন্দারণ্যই বীজ-কোষ ; ইহা নিত্য আনন্দময় ; অক্ষয় এবং গোবিন্দের নিবাস স্থান অব্যয়ধাম। এই বৃন্দাবন সতীর কেশ হইতে উদ্ভূত ও পূর্ণপ্রেম-রসাশ্রয় ॥১॥ অন্যান্য স্থানে শ্রীহরির বাল্য, পৌগণ্ড ও যৌবনকাল অতিবাহিত হইয়াছে ; কিন্তু বৃন্দাবনবিহার শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর-কালেই সম্পন্ন হইয়াছে ॥২॥

স্বপ্রকৃতিকে লইয়া সাধনপথের পথ দেখাইয়া দেন। সকল দেশের সকল ধর্ম্মের সকল সম্প্রদায়েরই এই বিধি। খৃষ্টিয়ানের যীশু, মুসলমানের মহম্মদ প্রভৃতি অবতার। কুলাচারসিদ্ধির প্রথপ্রদর্শক হইয়া ভগবান্ ব্রজধামে যে সাধনসিদ্ধি করিয়াছিলেন, তাহা তান্ত্রিকের কৌল সাধনা এবং বৈষ্ণবের মাধুর্য্যরসের সাধন। এই সাধনসিদ্ধিই মানবের উত্তম গতিলাভের একমাত্র উপায় বলিয়া তন্ত্রের অভিমত। শ্রীভগবান্ নির্গুণ চৈতন্যময় থাকিলে অর্থাৎ মানবদেহে অবতীর্ণ না হইলে, মানুষের পূর্ণাদর্শ মিলে না। তাই যখন যেরূপ সাধনের প্রয়োজন, তখন ভগবান সেই সাধনপথ প্রদর্শন জন্য মর্ত্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হয়েন।

কালিন্দীতরণানন্দিভঙ্গসৌরভমোহিতম্।
পদ্মোৎপলাদ্যৈঃ কুসুমৈর্নানাবর্ণসমুজ্জ্বলম্ ॥৩॥
চক্রবাকাদিবিহগৈর্নানামঞ্জুকলস্বনৈঃ।
শোভমানং জলং রম্যং অতীব সুমনোহরম্ ॥৪॥
তস্যোভয়তটরম্যা শুদ্ধকাঞ্চননির্ম্মিতা।
গঙ্গাকোটিগুণং পুণ্যং যত্র স্পর্শো বরাটকঃ ॥৫॥
কর্ণিকা মহিমা কিন্তু যত্র ক্রীড়ারতো হরিঃ।
কালিন্দীকর্ণিকা কৃষ্ণমভিন্নভাববিগ্রহম্।
যোজানীয়াৎ স বৈ ধন্যো দেবি তে কথিতং ময়া ॥৬॥
শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ ;—
দেবদেব মহাদেব রহস্যং বদ শঙ্কর।
কঃ কৃষ্ণঃ পরমেশান কালিন্দী কা বৃষধ্বজ ॥৭॥

কালিন্দীতরণে শ্রীহরির পরমানন্দ অনুভব হইত। কালিন্দী-সলিল কমল-উৎপলাদি কুসুম দ্বারা বিচিত্র বর্ণে সমুজ্জ্বল ও সুরভিত এবং সন্তরমাণ চক্রবাকাদি বিহঙ্গগণের সুমধুর কলনাদে নিরন্তর মুখরিত। এই কারণেই কালিন্দীসলিল পরম রমণীয় ও মনোহর শোভায় শোভিত ॥৩—৪॥ কালিন্দীর উভয় তটভূমি বিশুদ্ধকাঞ্চন-মণ্ডিত ও পরম রমণীয় ; উহার সলিল স্পর্শ করিলে সুরধুনীর সলিল স্পর্শ অপেক্ষাও কোটিগুণ অধিক ফললাভ হয়। কৃষ্ণলীলাস্থলী কালিন্দীর মাহাত্ম্য কর্ণিকাতুল্য। হে দেবি! যে ব্যক্তি কালিন্দী-কর্ণিকা ও কৃষ্ণদেহকে অভিন্ন ভাব বলিয়া জানে, সেই ব্যক্তিই ধন্য ; ইহা আমি তোমার নিকট বলিলাম ॥৫—৬॥

শ্রীপার্ব্বতীদেবী কহিলেন ;—হে মহাদেব! আপনি দেবতা-

কর্ণিকা কা মহেশান বিস্তরাদ্বদ শঙ্কর।
এতত্তত্ত্বং মহাদেব কৃপয়া কথয় প্রভো ॥৮॥
শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—
কালিন্দী কালিকা সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্যানুগ্রহায় বৈ।
কুণ্ডলাকৃতিরূপেণ ব্রজং ব্যাপ্য হি তিষ্ঠতি ॥৯॥
কৃষ্ণস্তু পরমেশানি প্রকৃতিঃ পুরুষঃ সদা।
কর্ণিকা জগতাং মাতা মহামায়া জগন্ময়ী ॥১০॥
অতএব মহেশানি বিষ্ণুঃ কৃষ্ণত্বমাগতঃ।
তস্মাত্তু কালিকা দেবি কালিন্দী পরমেশ্বরী ॥১১॥
কর্ণিকা কুণ্ডলী নিত্যা কৃষ্ণঃ সত্যময়ো হরিঃ।
কৃষ্ণশব্দো মহেশানি নির্বৃতেঃ সঙ্গমাত্রতঃ।
একত্বং জায়তে দেবি তদা কৃষ্ণ ইতি স্মৃতঃ ॥১২॥

দিগেরও দেবতা, আপনি জনগণের মঙ্গলবিধায়ক ; আপনি পরম ঈশ্বর, আপনি বৃষধ্বজ এবং আপনিই আমার প্রভু। হে দেব! কৃষ্ণ কে, কালিন্দী কে এবং কর্ণিকাই বা কি ;—এই সকল তত্ত্ব-রহস্য কৃপাপূর্ব্বক আমার নিকট বলুন ॥৭—৮॥

শ্রীঈশ্বর বলিলেন ;—স্বয়ং কালিকাদেবী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া কালিন্দীরূপ ধারণপূর্ব্বক কুণ্ডলাকারে ব্রজধাম পরিব্যাপিত করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। হে পরমেশানি! কৃষ্ণই প্রকৃতি-পুরুষাত্মক ব্রহ্ম এবং জগজ্জননী মহামায়া দেবীই কর্ণিকারূপিণী। এই জন্যই বিষ্ণু কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং পরমেশ্বরী কালিকাদেবী কালিন্দীরূপে সংস্থিতি করিতেছেন। হে দেবি! কর্ণিকা সাক্ষাৎ কুণ্ডলিনীশক্তি, আর কৃষ্ণ সত্যময়। সংসারবাসনার

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ ;—

গোবিন্দস্য কিমাশ্চর্য্যং সৌন্দর্য্যং বয়সাকৃতিঃ।
তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব দয়ানিধে ॥১৩॥

শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—

মধ্যে বৃন্দাবনে রম্যে মঞ্জুমন্দারশোভিতে।
যোজনাবৃততদ্বৃক্ষৈঃ শাখাপল্লববিস্তৃতৈঃ ॥১৪॥
মহৎপদং মহদ্ধাম মহানন্দরসাশ্রয়ম্।
পুরাণকুসুমৈর্গন্ধৈর্ম্মত্তালিবৃন্দসেবিতৈঃ ॥১৫॥
তত্রাধঃস্থে সিদ্ধপীঠে সতীকেশবিনির্ম্মিতে।
সপ্তাবরণকং স্থানং শ্রুতিমৃগ্যং নিরন্তরম্ ॥১৬॥

বিনাশ হইয়া যখন একত্ব জ্ঞান (সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মঃ—এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি) জন্মে অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষ এক হইয়া যান, সাধকের নিকট আর দ্বৈত ভাব থাকে না, তখনই কৃষ্ণ শব্দের ভাবার্থ উপলব্ধি হইয়া থাকে ॥৯-১২॥

শ্রীপার্ব্বতীদেবী কহিলেন ;—হে দয়ানিধে! গোবিন্দের সৌন্দর্য্য কিরূপ অদ্ভুত এবং বয়স ও আকৃতি কি প্রকার, তৎসমস্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, সুতরাং আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন ॥১৩॥

শ্রীঈশ্বর বলিতে লাগিলেন ;—হে পার্ব্বতি ; বৃন্দাবন মধ্যে মঞ্জুমন্দার-শোভিত পরম রমণীয় একটি স্থান আছে। তাহার যোজন পরিমিত স্থান বৃক্ষের শাখাপল্লবের বিস্তৃতি দ্বারা আবৃত। যেন পাদপকুল নভস্তলে স্বীয় শাখাপল্লব বিস্তার করিয়া শ্যামলবিতানাচ্ছাদনে বনস্থলীর পরম রমণীয়তা সম্পাদন করিতেছে। মোক্ষপ্রদ ঐ মহদ্ধাম মহানন্দরসের একমাত্র আশ্রয়। পারিজাতকুসুমের গন্ধে

তত্র শুদ্ধং হেমপীঠং মণিমণ্ডিতমণ্ডপম্।
তন্মধ্যে মঞ্জুরত্নঞ্চ যোগপীঠং সমুজ্জ্বলম্ ॥১৭॥
তদষ্টকোণনির্ম্মাণং নানাদীপ্তিমনোহরম্।
তত্রোপরি চ মাণিক্যস্বর্ণসিংহাসনস্থিতম্ ॥১৮॥
গোবিন্দস্য প্রিয়ং স্থানং কিমস্য মহিমোচ্যতে।
শ্রীগোবিন্দং তত্র সংস্থং বল্লবীবৃন্দসেবিতম্ ॥১৯॥
দিব্যব্রজবয়োরূপং বল্লবীপ্রিয়বল্লভম্।
ব্রজেন্দ্রনিরতৈশ্বর্য্যং ব্রজবালৈকসম্ভবম্ ॥২০॥
যৌবনোদ্ভিন্নকৈশোরং সুরেশাকৃতিবিগ্রহম্।
সান্দ্রানন্দং পরং জ্যোতির্দ্দলিতাঞ্জনচিক্কণম্ ॥২১॥

অলিকুল মত্ত হইয়া ঐ স্থানে নিরন্তর আকুল হৃদয়ে বিচরণ করিতেছে। উক্ত পরম শোভনীয় স্থানস্থ মন্দারবৃক্ষের অধোভাগে সতী কেশবিনির্ম্মিত সিদ্ধপীঠ বিদ্যমান; উহা সপ্তাবরণে আবরিত এবং শ্রুতিও নিরন্তর উক্ত স্থানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তথায় মণিমণ্ডিত মণ্ডপ রহিয়াছে; তন্মধ্যে বিশুদ্ধ স্বর্ণপীঠ শোভা পাইতেছে। সেই হেমপীঠোপরি মনোজ্ঞ রত্নসমন্বিত অষ্টকোণযুক্ত সমুজ্জ্বল দীপ্তি মনোহর যোগপীঠ বিদ্যমান রহিয়াছে; তদুপরি মাণিক্য ও স্বর্ণনির্ম্মিত সিংহাসন শোভা পাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয় এই স্থানের মহিমা আর কি বলিব? ঐ স্থানে শ্রীহরি বল্লবীবৃন্দে (গোপীগণে) পরিসেবিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। শ্রীহরি দিব্য ব্রজবালকরূপী, বল্লবীগণের প্রিয়বল্লভ, বৃন্দাবনের মহান্ ঐশ্বর্য্য স্বরূপ এবং ব্রজবালকগণের পরম প্রিয় ॥১৪—২০॥ যৌবনাবস্থাতেও ঐ সুরেশাকৃতিমূর্ত্তিতে কৈশোর রূপ প্রকটিত; ইনি মূর্ত্তিমান আনন্দ-

অনাদিমাদিপ্রাণেশং নন্দগোপপ্রিয়াত্মজম্।
স্মৃতিমগ্র্যমজং নিত্যং গোপীকুলমনোহরম্ ॥২২॥
পরং ধামং পরং রূপং দ্বিভুজং গোপিকেশ্বরম্।
বৃন্দাবনেশ্বরং ধ্যায়েৎ নির্গুণস্যৈককারণম্ ॥২৩॥
নবীননীরদশ্রেণিসুস্নিগ্ধং মঞ্জুমঞ্জুলম্।
ফুল্লেন্দীবরসৎকান্তিসুখস্পর্শং সুখাশ্রয়ম্ ॥২৪॥
দলিতাঞ্জনপুঞ্জাভচিক্কণং শ্যামমোহনম্।
সুস্নিগ্ধনীলকুটিলাশেষসৌরভকুন্তলম্ ॥২৫॥
তদূর্দ্ধে দক্ষিণে ভাগে তির্য্যক্চূড়ামনোহরম্।
নানারত্নোজ্জ্বলং রাজৎচূড়াবঙ্কিম শোভনম্ ॥২৬॥
ময়ূরপুচ্ছগুচ্ছাঢ্যং চূড়াচারুবিভূষিতম্।
ক্বচিদ্বর্হদলশ্রেণীমনোজ্ঞমুকুটার্চ্চিতম্ ॥২৭॥

স্বরূপ, ইঁহার দেহকান্তি দলিত-অঞ্জনবৎ শ্যামোজ্জ্বল; ইনি সকলের আদি, ইঁহার আদিতে কেহ উদ্ভূত হয় নাই; ইনি ভূতগণের ঈশ্বর এবং নন্দগোপের প্রিয়তম পুত্র। ইনি অগ্রজ, অথচ জন্মরহিত নিত্য পদার্থ,—অর্থাৎ ইঁহার ক্ষয়োদয় নাই; ইনি গোপীগণের মনোহারী। ইনি পরম ধাম, পরমাত্মরূপী, দ্বিভুজ, গোপিকাদিগের প্রভু, বৃন্দাবনের অধিপতি এবং ত্রিগুণাতীত, অথচ জগতের একমাত্র কারণ। ইনি নবীননীরদমালার ন্যায় সুস্নিগ্ধ মনোজ্ঞ শ্যামলপ্রভ, ইঁহার বদন-কমল ফুল্ল ইন্দীবরসদৃশ সুখস্পর্শ এবং সুখজনক। ইনি দলিতাঞ্জন-পুঞ্জবৎ সমুজ্জ্বল স্নিগ্ধ কুটিল সুগন্ধিকেশকলাপে শোভিত; তদূর্দ্ধে দক্ষিণভাগে ঈষৎ বঙ্কিম মনোহর চূড়া এবং উক্ত চূড়া ময়ূরপুচ্ছগুচ্ছ দ্বারা বিমণ্ডিত ও রত্নরাজি দ্বারা সমুজ্জ্বল। ইনি কখন ময়ূরপুচ্ছ-

নানাভরণমাণিক্যকিরীটভূষিতং কটিম্‌ ।
লোলালকাবৃতং রাজৎ কোটিন্দুসদৃশাননম্‌ ॥২৮॥
কস্তূরীতিলকং ভ্রাজন্মঞ্জুগোরোচনার্চ্চিতম্‌ ।
নীলেন্দীবরসুস্নিগ্ধং সুদীর্ঘদললোচনম্‌ ॥২৯॥
উন্নতভ্রূলতাশেষস্মিতসাচিনিরীক্ষণম্‌ ।
সুচারুন্নতসৌন্দর্য্যং নানারূপনিরূপণম্‌ ।
নাসাগ্রগজমুক্তাংশমুগ্ধীকৃতজগত্ত্রয়ম্‌ ॥৩০॥
সিন্দূরারুণসুস্নিগ্ধমোষ্ঠাধরমনোহরম্‌ ।
নানারত্নোল্লসৎস্বর্ণমকরাকৃতিকুণ্ডলম্‌ ॥৩১॥
কর্ণোৎপলসুমন্দারকুসুমোত্তমভূষিতম্‌ ।
ত্রৈলোক্যাদ্ভুতসৌন্দর্য্যং তির্য্যগগ্রীবামনোহরম্‌ ॥৩২॥
প্রস্ফুরন্মঞ্জুমাণিক্যকম্বুকণ্ঠবিভূষিতম্‌ ।
শ্রীবৎসকৌস্তুভোরস্কং মুক্তাহারলসৎপ্রিয়ম্‌ ॥৩৩॥

বিমণ্ডিত মনোজ্ঞ মুকুটধারী, কখন বা মণিমাণিক্যসংশোভিত কিরীটযুক্ত। ইঁহার মুখকমল মন্দান্দোলিত অলকাবলী দ্বারা শোভিত এবং কোটি শশধরবৎ মনোহর। ইঁহার ললাটদেশে কস্তূরী তিলক এবং দেহ মনোজ্ঞ গোরোচনায় মণ্ডিত। ইঁহার সুদীর্ঘ নয়ন-যুগল নীল ইন্দীবরের ন্যায় সুস্নিগ্ধ ॥২১—২৯॥ ইঁহার ভ্রূলতা ঈষৎ বক্র ও উন্নত, দৃষ্টি ভঙ্গিপূর্ণ; ইঁহার দেহকান্তি অতীব রমণীয়। ইঁহার নাসাগ্রে গজ-মুক্তা শোভা পাইতেছে; ঐ গজ-মুক্তার সৌন্দর্য্যে ত্রিজগৎ বিমোহিত। ইঁহার মনোহর ওষ্ঠাধর বিশুদ্ধ সিন্দূরবৎ অরুণ বর্ণ; ইনি কর্ণদ্বয়ে নানারত্নখচিত মকরাকৃতি স্বর্ণময় কুণ্ডল ধারণ করিয়াছেন এবং ইঁহার কর্ণপ্রদেশে কর্ণোৎপলরূপে পুষ্পশ্রেষ্ঠ মন্দার

কদম্বমঞ্জুমন্দারসুমনোদারভূষিতম্ ।
করে কঙ্কণকেয়ূরকিঙ্কিণীকটিশোভিতম্ ॥৩৪॥
মঞ্জুমঞ্জীরসৌন্দর্য্যশ্রীমদঙ্ঘ্রিবিরাজিতম্ ।
কর্পূরাগুরুকস্তূরীবিলসৎচন্দনাঙ্কিতম্ ॥৩৫॥
গোরোচনাদিসংমিশ্রদিব্যাঙ্গরাগচিত্রিতম্ ।
গম্ভীরনাভিকমলং লোমরাজিলতাস্রজম্ ॥৩৬॥
সুবৃত্তজানুযুগলং পাদপদ্মমনোহরম্ ।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাম্ভোজকরাঙ্ঘ্রিতলশোভিতম্ ॥৩৭॥
নখেন্দুকিরণশ্রেণিপূর্ণব্রহ্মৈককারণম্ ।
যোগীন্দ্রৈঃ সনকাদ্যৈশ্চ তদেবাকৃতি চিন্ত্যতে ॥৩৮॥
ত্রিভঙ্গললিতাশেষলাবণ্যসারনির্ম্মিতম্ ।
তির্য্যগ্‌গ্রীবজিতানন্তকোটিকন্দর্পসুন্দরম্ ॥৩৯॥

কুসুম শোভা পাইতেছে। ইঁহার মনোহর গ্রীবাদেশ ঈষৎ বঙ্কিম; মনোহর প্রদীপ্ত মাণিক্য দ্বারা ইঁহার কম্বুগ্রীবা বিভূষিত, হস্তে কঙ্কণ (বলয়) ও কেয়ূর (তাড়) এবং কটিদেশে কিঙ্কিণী শোভা পাইতেছে; ইঁহার বক্ষোদেশ শ্রীবৎসচিহ্নলাঞ্ছিত এবং কৌস্তভমণি ও বিলম্বিত মুক্তাহারে বিশোভিত। কদম্ব ও মঞ্জুমন্দারপুষ্পে তদীয় দেহ শোভমান। ইঁহার চরণযুগল মনোজ্ঞ নূপুর দ্বারা শোভা পাইতেছে; ইনি সুবাসিত কর্পূর, অগুরু, কস্তূরী, চন্দন ও গোরোচনাদি অঙ্গরাগ দ্রব্য দ্বারা চিত্রিত। ইঁহার নাভিকমল সুগভীর এবং লোমরাজিশোভিত; জানুদ্বয় সুগোল, পাদপদ্ম মনোহর; ইঁহার করতলে ও চরণতলে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন বিদ্যমান। ইঁহার নখচন্দ্রমার কিরণরাজিতে বোধ হয়, ইনি পূর্ণব্রহ্মেরও কারণ।

বামাংশার্পিতসদ্গণ্ডস্ফুরৎকাঞ্চনকুণ্ডলম্।
অপাঙ্গেন তু সস্মেরকোটিমন্মথমন্মথম্ ॥৪০॥
কুঞ্চিতাধরবিন্যস্তবংশীমঞ্জুকলস্বনৈঃ।
জগত্রয়ং মোহয়ন্তং মগ্নং প্রেমসুধার্ণবে ॥৪১॥

শ্রীদেব্যুবাচ ;—

দেবদেব মহাদেব সংসারার্ণবতারক।
ধ্যানং পরমগোপ্যং হি বিষ্ণোরমিততেজসঃ ॥৪২॥
এতৎসর্ব্বং মহাদেব বিস্তরাদ্বদ শঙ্কর।
কৃপয়া কথয়েশান কুলাচারস্য সাধনম্ ॥৪৩॥

সনকাদি যোগিগণ ইঁহার আকৃতি চিন্তা করিয়া থাকেন। ইঁহার ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম দেহ যেন বিশ্ব-লাবণ্যসারে নির্ম্মিত; এবং বঙ্কিম-গ্রীবাভঙ্গি অনন্তকোটি কন্দর্পের শোভাকেও বিধ্বস্ত করিয়াছে। ইঁহার বাম গণ্ডদেশ উজ্জ্বল হেমকুণ্ডলে পরিশোভিত; ইনি অপাঙ্গ দৃষ্টি দ্বারা কোটি মন্মথেরও মন বিমুগ্ধ করিতেছেন। ইঁহার কুঞ্চিতা-ধর-সংশ্লিষ্ট বংশীর মনোজ্ঞ কল * ধ্বনিতে ত্রিজগৎ যেন প্রমুগ্ধ হইয়া প্রেমসুধার্ণবে মগ্ন রহিয়াছে ॥৩০—৪১॥

শ্রীপার্ব্বতীদেবী কহিলেন;—হে মহাদেব! আপনি দেবতা-দিগেরও দেবতা এবং আপনিই সংসার-সাগর-ত্রাণকারক। অমিত-তেজসম্পন্ন বিষ্ণুর ধ্যান পরম গুহ্য। হে মহাদেব! হে শঙ্কর! হে ঈশান! আপনি কৃপাপূর্ব্বক তৎসমস্ত এবং কুলাচার-সাধন আমার নিকট বিস্তার করিয়া কীর্ত্তন করুন ॥৪২—৪৩॥

* কল—"কামং বামদৃশাং মনোহরম্"। "ক্লীঁ" এই কামবীজকে কল ধ্বনি বা কল গান বলিয়া অভিহিত করা হয়।

শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—

নিগদামি শৃণু প্রৌঢ়ে বাসুদেবস্য নির্ণয়ম্।
সাঙ্গোপাঙ্গেন সহিতং নিগদামি শৃণু প্রিয়ে ॥৪৪॥
ত্বাং বিনা পরমেশানি জগচ্ছ্রমময়ং যথা।
তথৈব পরমেশানি কৃষ্ণস্য বরবর্ণিনি।
কুলাচারনিমিত্তং হি এতৎ সর্ব্বং বরাননে ॥৪৫॥

ইতি শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে চতুর্দ্দশঃ পটলঃ ॥*॥

শ্রীঈশ্বর বলিতে লাগিলেন ;—হে প্রৌঢ়ে! সাঙ্গোপাঙ্গের সহিত বাসুদেবের তত্ত্বকথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে পরমেশানি! মায়াময়ী তুমি ব্যতীত এই চরাচর বিশ্ব যেমন মালার ন্যায় অকর্ম্মণ্য ও নিশ্চেষ্ট ; হে বরবর্ণিনি! শ্রীকৃষ্ণের কুলাচার ব্যতীত জগতীতলে সমস্তই নিষ্ফল জানিবে ॥৪৪—৪৫॥

শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে চতুর্দ্দশ পটল সমাপ্ত ॥০॥

পঞ্চদশঃ পটলঃ।

শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—

ধ্যানতত্ত্বং মহেশানি সাবধানাবধারয়।
শরীরং হি বিনা দেবি ন হি ধ্যানং প্রজায়তে ॥১॥
শরীরং প্রকৃতেঃ রূপং পূর্ণব্রহ্মৈককারণম্।
বৃন্দা লতা সমাখ্যাতা তব কেশসমুদ্ভবা ॥২॥
মন্দারং পরমেশানি কল্পবৃক্ষময়ং শিবে।
সুরভিপ্রকৃতির্যা তু কল্পবৃক্ষময়ং প্রিয়ে ॥৩॥
তত্র শাখা-পল্লবানি মাতৃকাদ্যক্ষরাণি চ।
তত্র মতানি পুষ্পানি প্রকৃতিং বিদ্ধি সুন্দরি ॥৪॥
সিদ্ধপীঠং বরারোহে সর্ব্বশক্তিময়ং সদা।
সপ্তাবরণকং তত্তু সাক্ষাৎ প্রকৃতিমুত্তমাম্ ॥৫॥

শ্রীঈশ্বর কহিলেন ;—হে মহেশানি! সংযতচিত্তে ধ্যানতত্ত্ব শ্রবণ কর। দেবি! শরীর ব্যতীত কদাচ ধ্যান হইতে পারে না; শরীরই প্রকৃতির রূপ এবং পূর্ণব্রহ্মের একমাত্র কারণ। তোমার কেশ-সমুদ্ভবা বৃন্দা লতা নামে বিখ্যাত। প্রিয়ে! মন্দারতরু কল্পবৃক্ষসদৃশ এবং মন্দারতরুসুরভি প্রকৃতিস্বরূপ ॥১—৩॥ মন্দারবৃক্ষের শাখা-পল্লব সকল মাতৃকাবর্ণসদৃশ। হে সুন্দরি! তত্রত্য পুষ্পসকল প্রকৃতি বলিয়া জানিবে। হে বরারোহে! সর্ব্বশক্তিসমন্বিত সপ্তা-বরণযুক্ত সিদ্ধপীঠ প্রকৃতিস্বরূপ। হে মহেশানি! হে বরাননে!

যোগপীঠং মহেশানি ঊর্জস্বলং বরাননে ।
যত্তুক্তমষ্টকোণঞ্চ যোনিরূপা সনাতনী ॥৬॥
মাণিক্যরচিতং দেবি সিংহাসনমনুত্তমম্ ।
দলমষ্টং মহেশানি তবৈব অষ্টনায়িকা ॥৭॥
গোবিন্দস্য প্রিয়ং যত্তু, সুখমত্যন্তমদ্ভুতম্ ।
প্রিয়ং প্রীতির্ম্মহেশানি সততং শক্তিরূপিণী ॥৮॥
বল্লবীগোপিকাবৃন্দং কৃষ্ণকার্য্যকরী সদা ।
কালীরূপা মহেশানি গোপিকা শক্তিরূপিণী ॥৯॥
বয়োলাবণ্যরূপঞ্চ সর্ব্বং প্রকৃতিরুচ্যতে ।
বালপৌগণ্ডকৈশোরং সর্ব্বং প্রকৃতিজং স্মৃতম্ ॥১০॥
এতত্তু পরমেশানি স্বয়ং শক্তিরভূৎ প্রিয়ে ।
যদুক্তং পরমেশানি দলিতাঞ্জনচিক্কণম্ ॥১১॥

পূর্ব্বে যে বলবান্ অষ্টকোণান্বিত যোগপীঠের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই অষ্টকোণ যোনি সদৃশ জানিবে । দেবি ! মাণিক্য রচিত অত্যুত্তম যে সিংহাসন, তাহার অষ্টদলই তোমার অষ্টনায়িকাস্বরূপ ॥৪—৭॥ হে মহেশানি ! যে সুখ গোবিন্দের প্রিয়, তাহা পরমাদ্ভুত ; সেই যে প্রীতি তাহাও শক্তিরূপিণী । যে গোপিকাবৃন্দ নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় কার্য্য সাধন করিতেছেন ; সেই গোপীগণও শক্তিরূপা । শ্রীকৃষ্ণের বয়স, লাবণ্য, রূপ—সকলই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে । বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোরাদি অবস্থাও প্রকৃতি হইতে জাত ॥৮—১০॥ হে পরমেশানি ! এই সমস্তই শক্তি-স্বরূপ । পূর্ব্বে যে শ্রীহরির রূপ দলিতাঞ্জনবৎ বলা হইয়াছে, তাহাও বর্ণ-রূপিণী মহামায়া মহাকালী

মহাকালী মহামায়া স্বয়ং বর্ণস্বরূপিণী।
অনাদিপ্রকৃতিং বিদ্ধি আদিশ্চ প্রকৃতিঃ স্বয়ম্ ॥১২॥
নন্দগোপস্য দেবেশি কৃষ্ণস্তু সর্ব্বদা প্রিয়ঃ।
আত্মনা জায়তে যস্তু আত্মজঃ স উদাহৃতঃ ॥১৩॥
পোষ্যপুত্র ইতি খ্যাতো নন্দস্য বরবর্ণিনি।
এতৎ সর্ব্বং বরারোহে শক্তিরূপং মনোহরম্ ॥১৪॥
মনশ্চ পরমেশানি স্বয়ং শক্তিরভূৎ প্রিয়ে।
নবীননীরদো যস্তু স এব কালিকা-তনুঃ ॥১৫॥
সা হি কান্তিকলা জ্ঞেয়া প্রকৃতিঃ পরমা পরা।
দলিতাঞ্জনপুঞ্জাভং যদুক্তং পরমেশ্বরি ॥১৬॥
শক্তিরূপা বরারোহে সন্ততং মোহিনী কলা।
মোহিনী প্রকৃতির্মায়া কলারূপা শুচিস্মিতে ॥১৭॥

স্বরূপ। আদি-অনাদি সমস্তই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে ॥১১—১২॥ হে দেবেশি! শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা নন্দগোপের অতীব প্রিয়; আত্মা হইতে যাহা উদ্ভূত, তাহাই আত্মজ নামে খ্যাত। গোবিন্দ নন্দের পোষ্যপুত্র (পালকপুত্র) বলিয়া বিখ্যাত। হে প্রিয়ে! সমস্তই শক্তিস্বরূপ জানিবে। হে পরমেশানি! তদীয় মনও শক্তিস্বরূপ এবং তাঁহার নবীননীরদ দেহও কালিকার দেহ বলিয়া জানিবে ॥১৩—১৫॥ হে পরমেশ্বরি! দলিতাঞ্জনপুঞ্জাভ তদীয় দেহকান্তি যে বলা হইয়াছে, সেই কান্তিও পরমা প্রকৃতিরূপিণী। হে শুচিস্মিতে! মোহিনী কলা শক্তিরূপা, তাহাতেই বিশ্ব বিমোহিত হইয়া রহিয়াছে। সেই কলা-রূপা মহামায়াই শ্রীহরির মস্তকোপরি বক্র-চূড়ারূপে বিরাজ করিতে-ছেন এবং সেই মায়াময়ী প্রকৃতিই শ্রীগোবিন্দের দূতী হইয়া বিশ্ব-

সা এব পরমেশানি কলা মায়াস্বরূপিণী ।
তির্য্যক্‌চূড়া মহেশানি যদুক্তং বরবর্ণিনি ॥১৮॥
সা দূতী প্রকৃতির্ম্মায়া সততং বিশ্বমোহিনী ।
কুণ্ডলী শক্তিসংযুক্তা যোনিমুদ্রাসমন্বিতা ॥১৯॥
যদুক্তং মালতীমালা সা সদা মালতী কলা ।
চূড়ায়া বন্ধনী যা তু কুণ্ডলী সা প্রকীর্ত্তিতা ॥২০॥
নীলকণ্ঠস্য পুচ্ছন্তু যোনিমুদ্রা বরাননে ।
মুকুটং পরমেশানি সাক্ষাৎ শক্তিস্বরূপিণী ॥২১॥
লোলালকাবৃতং যত্তৎ কোটীন্দুসদৃশাননম্ ।
সাক্ষাৎ শক্তির্ম্মহেশানি চন্দ্রস্য পরমা কলা ॥২২॥
কলা ষোড়শসংযুক্তা চন্দ্রমা বরবর্ণিনি ।
অতএব মহেশানি চন্দ্রমা শক্তিরূপিণী ॥২৩॥
কস্তূরীতিলকং যত্তু রোচনাতিলকং প্রিয়ে ।
দীপ্তিশক্তিং মহেশানি প্রকৃতিং পরমেশ্বরীম্ ॥২৪॥

সংসার বিমুগ্ধ করিতেছেন। ঐ গোবিন্দের বিশ্ববিমোহিনী মায়াই যোনিমুদ্রাসমন্বিতা কুণ্ডলিনীশক্তি ॥১৬—১৯॥ পূর্ব্বে যে মালতী-মালার কথা বলিয়াছি, সেই মালতীমালা এবং চূড়াবন্ধনী ভূষাও সাক্ষাৎ কুণ্ডলিনীশক্তি বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়াছেন। হে বরাননে! নীলকণ্ঠের (ময়ূরের) পুচ্ছও যোনিমুদ্রারূপা এবং মুকুট সাক্ষাৎ শক্তিস্বরূপ ॥২০—২১॥ শ্রীহরির চপল-অলকাবৃত কোটিশশধরসদৃশ, তাহাও চন্দ্রের শক্তিরূপা পরমা কলা। হে বরবর্ণিনি! ষোড়শ কলাযুক্ত যে চন্দ্রমা, তাহা শক্তিস্বরূপ। হে প্রিয়ে! শ্রীহরির ভাল-

নীলেন্দীবরসুস্নিগ্ধং যদুক্তং দীর্ঘলোচনম্‌ ।
কলামুগ্ধীকৃতং দেবি পূর্ব্বোক্তা পরমেশ্বরি ॥২৫॥
কলামুগ্ধং সদা জ্ঞেয়ং ব্রহ্মণঃ কারণঃ পরা ।
কিমন্যদ্বহুলা দেবি সর্ব্বশক্তিময়ং প্রিয়ে ॥২৬॥
এতত্তু পরমেশানি বিগ্রহং যদুদাহৃতম্‌ ।
কৃষ্ণস্য পরমেশানি গুণাতীতস্য চ প্রিয়ে ।
এতত্তু পরমেশানি স্বয়ং শক্তিরভূৎ পরা ॥২৭॥
নিরক্ষরা মহেশানি কারণং পরমেশ্বরী ।
বিগ্রহরহিতো বিষ্ণুর্যদা ভবতি সুন্দরি ॥২৮॥
তদৈব অক্ষরং ব্রহ্ম সততং নগনন্দিনি ।
স বিগ্রহো যদা বিষ্ণুঃ শব্দ-ব্রহ্ম তদা ভবেৎ ।
সর্ব্বেষাং কারণঞ্চৈব শব্দ-ব্রহ্ম-পরাৎপরম্‌ ॥২৯॥

দেশে যে কস্তূরী-তিলক ও রোচনাতিলক, তাহাও দীপ্তিশক্তিময়ী পরমা প্রকৃতিস্বরূপ। নীল ইন্দীবরসদৃশ সুস্নিগ্ধ যে আয়তলোচনের কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, হে পরমেশ্বরি! তাহাও বিশ্ববিমোহনকরী প্রকৃতিরূপা মোহিনী কলা ॥২২—২৫॥ হে দেবি! মুগ্ধকরী কলাও ব্রহ্মেরই কারণ; হে প্রিয়ে! অধিক কি বলিব, সমস্তই শক্তিময় জানিবে। হে পরমেশানি! ত্রিগুণাতীত শ্রীকৃষ্ণের দেহের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা পরাৎপরা স্বয়ং প্রকৃতি-স্বরূপ। হে সুন্দরি! শ্রীকৃষ্ণ দেহ রহিত হইলেই তৎকালে তিনি নিরক্ষর ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হন; আর যখন তিনি বিগ্রহধারী হন, তখন তিনি আধাররূপী শব্দ-ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। হে নগনন্দিনি পরাৎপর শব্দ-ব্রহ্মই সমস্ত বিশ্বের একমাত্র কারণ ॥২৬—২৯॥

শব্দব্রহ্মণি দেবেশি পরব্রহ্মণি চৈব হি।
সততং কারণং দেবি পরা প্রকৃতিরূপিণী।
পরমানন্দসন্দোহবিগ্রহঃ প্রকৃতিস্তনুঃ ॥৩০॥
অতএব মহেশানি বিষ্ণুঃ পদ্মদলেক্ষণঃ।
গুণাতীতং সদা দেবি ন হি প্রাকৃতমর্হতি ॥৩১॥

ইতি শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে পঞ্চদশঃ পটলঃ ॥*॥

হে দেবেশি! শব্দব্রহ্ম ও পরমব্রহ্ম এই উভয়েই পরমা প্রকৃতি রূপী। হে মহেশানি! শ্রীহরির প্রকৃতিময় দেহ পরমানন্দসন্দোহ-স্বরূপ; সুতরাং পদ্মপলাশলোচন বিষ্ণু সর্ব্বদা গুণাতীত; তিনি প্রাকৃত দেহ ধারণ করেন না ॥৩০—৩১॥

শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে পঞ্চদশ পটল সমাপ্ত ॥০॥

ষোড়শঃ পটলঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ ;—

পরমং কারণং কৃষ্ণো গোবিন্দেতি পরাৎপরম্।
বৃন্দাবনেশ্বরং নিত্যং নির্গুণস্যৈককারণম্ ॥১॥
তস্যাদ্ভুতস্য মাহাত্ম্যং সৌন্দর্য্যাশ্চর্য্যমেব চ।
বদস্ব দেবদেবেশ শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং প্রভো ॥২॥

শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—

যদঙ্ঘ্রিনখচন্দ্রাংশুমহিমা নেহ বিদ্যতে।
তন্মাহাত্ম্যং কিয়দ্দেবি প্রোচ্যতে ত্বং সদা শৃণু ॥৩॥
তৎকলাকোটিকোট্যংশা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
সৃষ্টিস্থিত্যাদিনা যুক্তাস্তিষ্ঠন্তি তস্য বৈভবাৎ ॥৪॥

শ্রীপার্ব্বতীদেবী বলিলেন ;—পরাৎপর গোবিন্দাখ্য শ্রীকৃষ্ণ পরম কারণ ; ইনি বৃন্দাবনেশ্বর, নিত্য ও নির্গুণের হেতু। হে দেবদেব প্রভো! তাঁহার অদ্ভুত মাহাত্ম্য ও পরমাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য তুমি বল, আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ॥১—২॥

শ্রীঈশ্বর বলিতে লাগিলেন ;—হে দেবি! যাঁহার চরণারবিন্দের নখচন্দ্রমার কিরণ-মহিমা ইহজগতে অতুলনীয় ; তাঁহার মাহাত্ম্য কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥৩॥ হে পার্ব্বতি! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর যাঁহার কলার কোটি কোটি অংশ, যাঁহার বৈভবে উঁহারা সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন, তাঁহার দেহ-

তদ্দেহবিলসৎকান্তিকোটিকোট্যংশচন্দ্রমাঃ।
তচ্ছ্যামদেহকিরণঃ পরানন্দরসামৃতঃ ॥৫॥
পরমাত্মা ক্বচিদ্রূপী নির্গুণস্যৈককারণম্।
তদঙ্ঘ্রিপঙ্কজশ্রীমন্নখচন্দ্রসমপ্রভম্।
আহুঃ পূর্ণং ব্রহ্মণোঽপি কারণম্ দেবদুর্লভম্ ॥৬॥
তৎস্পর্শ-পুষ্পগন্ধাদি নানাসৌরভসম্ভবঃ।
তৎপ্রিয়া পদ্মিনী দূতী রাধিকাকৃষ্ণবল্লভা।
তৎকলাকোটিকোট্যংশা ললিতাদ্যা বরাননে ॥৭॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ ;—

দেবদেব মহাদেব শূলপানে পিনাকধৃক্।
এতদ্রহস্যং পূর্ব্বোক্তং বিস্তার্য্য কথয় প্রভো ॥৮॥

কান্তি কোটি কোটি চন্দ্রমার কান্তি-স্বরূপ এবং তাঁহার শ্যামদেহের ছটা পরমানন্দরসামৃতসদৃশ ॥৪—৫॥ নির্গুণ পরমাত্মা কার্য্যকারণ-বশতঃ কচিৎ বিগ্রহধারী হয়েন। তাঁহার পাদ-পদ্ম-নখ-কান্তি চন্দ্রমার ন্যায় সমুজ্জ্বল। উহাই দেবদুর্লভ পূর্ণব্রহ্মের কারণ বলিয়া অভি-হিত ॥৬॥ শ্রীহরির সংস্পর্শে পুষ্পসমূহও সৌরভযুক্ত হইয়াছে। তাঁহার দূতী পদ্মিনীই কৃষ্ণ-বল্লভা রাধিকা। হে বরাননে! ললিতাদি সখী-বৃন্দ সেই পদ্মিনীর কলার কোটি কোটি অংশ হইতে সমুদ্ভূত ॥৭॥

শ্রীপার্ব্বতীদেবী কহিলেন ;—দেবদেব মহাদেব! আপনি হস্তে শূল ও পিনাক ধারণ করিয়াছেন, আপনিই আমার প্রভু। আপনি পূর্ব্বোক্ত সমস্ত রহস্য বিস্তারপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন ॥৮॥

শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—

কলাবতী তু যা দেবী মাতৃকা যা বরাননে।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠা মহামায়া ত্রিপুরাকণ্ঠসংস্থিতা ॥৯॥
ত্রিপুরা কণ্ঠসংস্থা যা মালা সৌভাগ্যবর্দ্ধিনী।
পদ্মিনী চিত্রিণী চৈব হস্তিনী কামিনী পরা ॥১০॥
পদ্মিনী পরমাশ্চর্য্যরূপলাবণ্যশালিনী।
পদ্মিনী তু মহেশানি স্বয়ং ব্রহ্মপ্রকাশিনী ॥১১॥
ব্রহ্মণঃ পরমেশানি পদ্মিনী পরমা কলা।
তস্যা দেব্যাশ্চ পদ্মিন্যা ব্রহ্মাণ্ডাঃ কোটিকোটিশঃ॥১২॥
প্রসাদাৎ পরমেশানি রুদ্রবিষ্ণুপিতামহাঃ।
সৃষ্টিস্থিত্যাদিসংহারৈস্তিষ্ঠন্তি সততং প্রিয়ে ॥১৩॥
তদ্দেহবিলসৎকান্তিঃ পরা প্রকৃতিরূপিণী।
তস্যাশ্চ কোটিকোট্যংশশ্চন্দ্রমা প্রকৃতিঃ পরা ॥১৪॥

শ্রীঈশ্বর বলিতে লাগিলেন ;—হে বরাননে! যিনি কলাবতী, যিনি মাতৃকারূপিণী, তিনি ত্রিপুরসুন্দরীর কণ্ঠস্থিতা (মালারূপিণী) সর্ব্বশ্রেষ্ঠা মহামায়া। ত্রিপুরা-কণ্ঠস্থিতা মালা চতুর্ব্বিধা ;—পদ্মিনী, চিত্রিণী, হস্তিনী ও কামিনী। ইঁহারা সকলেই সাধকের সৌভাগ্য-বর্দ্ধিনী। পদ্মিনীমালা অত্যাশ্চর্য্য রূপলাবণ্যযুক্তা ; ইনিই সাক্ষাৎ ব্রহ্মপ্রকাশিনী শক্তিস্বরূপা ॥৯—১১॥ হে পরমেশানি! পদ্মিনী ব্রহ্মের পরমা কলা ; এই পদ্মিনী হইতে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে। পরন্তু হে পরমেশানি ; এই পদ্মিনীর অনুগ্রহ-বশতঃই পিতামহ ব্রহ্মা চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি, বিষ্ণু স্থিতি এবং রুদ্র সংহার কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন ॥১২—১৩॥ তাঁহার দেহকান্তি

কৃষ্ণস্য শ্যামদেহস্তু স্বয়ং কালী জগন্ময়ী ।
তদ্দেহকিরণৈর্দ্দেবি পরানন্দরসামৃতৈঃ ॥১৫॥
আহুঃ পূর্ণং ব্রহ্মণোঽপি কারণং দেহদুর্গমম্ ।
কৃষ্ণস্যাঙ্গে মহেশানি সৌরভং যদুদাহৃতম্ ।
কলাসৌরভবিজ্ঞেয়া সাক্ষাৎ প্রকৃতিরূপিণী ॥১৬॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ ;—

আহুঃ পূর্ণব্রহ্মণোঽপি কারণত্বং হি দুর্গমম্ ।
তৎকথং পরমেশান কৃষ্ণঃ পূর্ণঃ পরাৎপরঃ ॥১৭॥
বেদগম্যং মহেশান যদি ন স্যাৎ পিনাকধৃক্ ।
পরং ব্রহ্মণি বেদে চ ভেদো নাস্তি কদাচন ॥১৮॥
যো বেদঃ স পরং ব্রহ্ম তদেব বেদরূপধৃক্ ।
বেদে ব্রহ্মণি চৈকত্বং পূর্ণব্রহ্ম ইদং স্মৃতম্ ॥১৯॥

পরমা প্রকৃতিরূপিণী এবং তাঁহার কোটি কোটি অংশই চন্দ্রমা। শ্রীকৃষ্ণের শ্যামদেহও সাক্ষাৎ জগন্ময়ী কালিকাস্বরূপ। তাঁহার দেহ-কান্তি পরমানন্দরসামৃতস্বরূপ ॥১৪—১৫॥ হে পরমেশানি! শ্রীকৃষ্ণের দেহ-সৌরভ যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাও পূর্ণব্রহ্মের কারণ এবং সাক্ষাৎ প্রকৃতি-স্বরূপ ॥১৬॥

শ্রীপার্ব্বতীদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন ;—হে পরমেশান! পূর্ণ-ব্রহ্মের কার্য্য-কারণ যদি বড়ই দুর্ব্বোধ্য হয়, তাহা হইলে পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে পূর্ণব্রহ্ম হইলেন? হে পিনাকধৃক্ শঙ্কর! পরমব্রহ্ম যদি বেদেও দুর্ব্বোধ্য হন, তবে পরমব্রহ্ম ও বেদ অভিন্ন বলা যায় কিরূপে? এইরূপ শ্রুত আছি যে, বেদ ও পরমব্রহ্ম অভিন্ন; ইঁহাদের কদাচ ভেদ নাই। যেই বেদ, সেই পরমব্রহ্ম; পরমব্রহ্মই বেদরূপ-

নিরীহো নিশ্চলো বেদঃ পূর্ণব্রহ্ম সনাতনঃ ।
বেদস্তু প্রকৃতির্ম্মায়া ব্রহ্মণঃ কারণং পরা ॥২০॥
তৎ কথং পরমেশান বেদাগম্যং পুরাতনম্ ।
এতদ্ধি হৃদয়ে দেব সংশয়ং শল্যমুদ্ধর ॥২১॥

শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—

অক্ষরং নির্গুণং ব্রহ্ম পরং ব্রহ্মেতি গীয়তে ।
সগুণং স্যাৎ সদা ব্রহ্ম শব্দব্রহ্ম তদুচ্যতে ॥২২॥
গুণস্তু প্রকৃতির্ম্মায়া নির্গুণা যদি জায়তে ।
তদা স্যাৎ সগুণং ব্রহ্ম অন্যথা নিশ্চলং সদা ॥২৩॥
নিশ্চলং হি মহেশানি কস্য গম্যং কদা ভবেৎ ।
গম্যেন পরমেশানি তেন কিং ভবতি প্রিয়ে ॥২৪॥

ধারী । বেদ ও পরমব্রহ্মের যে একত্ব, তাহাই পূর্ণ ব্রহ্ম ; ইহা কথিত হইয়াছে ॥১৭—১৯॥ বেদ নিশ্চল, নিশ্চেষ্ট, সনাতন, পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ ; বেদই মায়াময়ী প্রকৃতিরূপী এবং ব্রহ্মের কারণ ॥২০॥ সুতরাং হে পরমেশান ! পুরাণ পুরুষ কিরূপে বেদেরও অগম্য ? হে দেব ! আমার হৃদয়স্থ এই সংশয়-শল্য আপনি উৎপাটন করুন ॥২১॥

শ্রীঈশ্বর বলিতে লাগিলেন ;—নির্গুণ ব্রহ্মই আবার পরমব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন এবং সগুণ ব্রহ্ম শব্দব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত ॥২২॥ মায়াময়ী প্রকৃতিই ব্রহ্মের গুণ ; গুণময়ী প্রকৃতিও শ্রীকৃষ্ণের সংযোগ হইলেই ব্রহ্মকে সগুণ বলা যায় । অন্যথা তিনি সর্ব্বদা নিশ্চল। হে মহেশানি ! নিশ্চল (নির্গুণ) ব্রহ্ম কোথায় কাহার অধিগম্য হইতে পারেন ? পরন্তু তাঁহার উপাসনাও সম্ভবে না ॥২৩—২৪॥

বেদগম্যং যদা ব্রহ্ম নির্গুণং সগুণং সদা।
বেদাগম্যং হি যদ্‌ব্রহ্ম তদেব নিশ্চলং সদা ॥২৫॥
শব্দব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম ব্রহ্মদ্বয়মিহোচ্যতে।
শব্দব্রহ্ম বিনা দেবি পরন্তু শবরূপবৎ ॥২৬॥
তস্মাৎ শব্দং মহেশানি মাতৃকাক্ষরসংযুতম্।
মাতৃকা পরমারাধ্যা কৃষ্ণস্য জননী পরা ॥২৭॥

ইতি শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে ষোড়শঃ পটলঃ ॥*॥

নির্গুণ ব্রহ্ম বেদগম্য হইলেই সগুণ হয়। যিনি বেদেরও দুর্ব্বোধ্য, তিনিই নামরূপবিহীন নিশ্চল পরব্রহ্ম ॥২৫॥ ব্রহ্ম দ্বিবিধ, শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম। হে দেবি! শব্দব্রহ্ম ব্যতীত পরব্রহ্মও শববৎ নিশ্চল। সুতরাং হে মহেশানি! মাতৃকাক্ষরসংযুক্ত শব্দই শব্দব্রহ্ম। মাতৃকা দেবীই পরমারাধ্যা ও শ্রীকৃষ্ণের জননী ॥২৬—২৭॥

শ্রীবাসুদেব রহস্যে রাধা-তন্ত্রে ষোড়শ পটল সমাপ্ত ॥০॥

সপ্তদশঃ পটলঃ।

শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—

পদ্মিন্যঙ্ঘ্রিরজঃস্পর্শাৎ কোটিডিম্বং প্রজায়তে।
পদ্মিনী ত্রিপুরা-দূতী কৃষ্ণকার্য্যকরী সদা ॥১॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ ;—

গোবিন্দাচরণং দেব তথা পারিষদঃ প্রভো।
তৎসর্ব্বং বদ দেবেশ কৃপয়া পরমেশ্বর ॥২॥

শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—

রাধয়া সহ গোবিন্দং রত্নসিংহাসনস্থিতম্।
পূর্ব্বোক্তরূপলাবণ্যং দিব্যস্রগম্বরং প্রিয়ে ॥৩॥

শ্রীঈশ্বর কহিলেন ;—ত্রিপুরা-দূতী পদ্মিনী নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। পদ্মিনীদেবীর পাদপদ্মরজঃস্পর্শে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হইয়া থাকে ॥১॥

শ্রীপার্ব্বতীদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন ;—হে দেব পরমেশ্বর প্রভো! গোবিন্দের আচরিত বৃত্তান্ত এবং তাঁহার পারিষদবর্গের বৃত্তান্ত কৃপাপূর্ব্বক আমার নিকট বলুন॥ ২॥

শ্রীঈশ্বর বলিতে লাগিলেন ;—হে প্রিয়ে! পূর্ব্বকথিত রূপলাবণ্যযুক্ত এবং দিব্য মালাম্বরধারী গোবিন্দ শ্রীমতী রাধিকার সহিত রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন ॥৩॥

ত্রিভঙ্গরূপসুস্নিগ্ধং গোপীলোচনচাতকম্।
তদ্বাহ্যে যোগপীঠে চ রত্নসিংহাসনাবৃতে ॥৪॥
প্রত্যঙ্গরভসাবেশাঃ প্রধানাঃ কুঞ্জবল্লভাঃ।
ললিতাদ্যাঃ প্রকৃত্যষ্টৌ পদ্মিনী রাধিকাদ্বয়ম্ ॥৫॥
সম্মুখে ললিতাদেবী শ্যামা চ তস্য চোত্তরে।
উত্তরে শ্রীমতী ধন্যা ঈশানে চ হরিপ্রিয়া ॥৬॥
বিশাখা চ তথা পূর্ব্বে কৃষ্ণস্য প্রিয়দূতিকা।
পদ্মা চ দক্ষিণে ভদ্রা নির্ঋতি ক্রমশঃ স্থিতা।
এতস্তু পরমেশানি পদ্মিন্যা অষ্টনায়িকাঃ ॥৭॥
অপরং শৃণু চার্ব্বঙ্গি কুলাচারস্য সাধনম্।
যোগপীঠস্য কোণাগ্রে চারুচন্দ্রাবলী প্রিয়ে।
প্রধানা প্রকৃতিশ্চাষ্টৌ কৃষ্ণস্য কার্য্যসিদ্ধিদাঃ ॥৮॥

তদীয় সুস্নিগ্ধ ত্রিভঙ্গরূপ অবলোকন করিয়া গোপিকাবৃন্দের নয়ন-চকোর পরিতৃপ্ত হয়। তদ্বাহ্যে যোগপীঠোপরি রত্নসিংহাসনে ক্রীড়াবেশভূষিতা কুঞ্জবল্লভা ললিতাদি প্রধানা অষ্টসখী এবং পদ্মিনী ও রাধিকা উপবিষ্টা রহিয়াছেন ॥৪—৫॥ সম্মুখে ললিতাদেবী, তদুত্তরে শ্যামা, তাহার উত্তরে শ্রীমতী ধন্যা, ঈশানকোণে হরিপ্রিয়া, পূর্ব্বদিকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়দূতী বিশাখা, দক্ষিণদিকে পদ্মা এবং নির্ঋতি দিক্‌ভাগে ভদ্রা উপবিষ্টা ; ইঁহারা আট জন পদ্মিনীর প্রিয়সখী ॥৬—৭॥

• হে চার্ব্বঙ্গি পার্ব্বতি! তোমার নিকট অন্যান্য কুলাচারসাধন বলিতেছি, শ্রবণ কর। যোগপীঠের কোণাগ্রে মনোজ্ঞা চন্দ্রাবলী উপবিষ্টা ; শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যসিদ্ধিপ্রদা প্রধানা অষ্ট সখীগণের নাম বলিতেছি। ত্রিপুরা-দূতী পদ্মিনী, ইনিই কৃষ্ণমনোমোহিনী রাধা ;

পদ্মিনী ত্রিপুরা-দূতী সা রাধা কৃষ্ণমোহিনী।
চন্দ্রাবলী চন্দ্ররেখা চিত্রা মদনমঞ্জরী।
প্রিয়সখী মধুমতী শশিরেখা হরিপ্রিয়া ॥৯॥
সম্মুখাদি ক্রমাদ্দিক্ষু বিদিক্ষু চ যথাস্থিতাঃ।
ষোড়শপ্রকৃতিশ্রেষ্ঠাঃ প্রধানাঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ ॥১০॥
বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা কৃষ্ণস্যাভয়দায়িনী।
অভিন্নগুণলাবণ্যা সৌন্দর্য্যাতীব বল্লভা।
মনোহরা স্নিগ্ধকেশা কিশোরী বয়সোজ্জ্বলা ॥১১॥
নানাবর্ণবিচিত্রাভাঃ কৌষেয়বসনোজ্জ্বলাঃ।
এতাস্তু পরমেশানি ষোড়শস্বরমূর্ত্তয়ঃ।
যা পূর্ব্বোক্তা ষোড়শৈকা মহামায়া জগন্ময়ী ॥১২॥

চন্দ্রাবলী, চন্দ্ররেখা, চিত্রা, মদনমঞ্জরী, প্রিয়সখী, মধুমতী, শশিরেখা ও হরিপ্রিয়া;—এই অষ্টসখী সম্মুখাদিক্রমে দিগ্বিদিকে অবস্থিতা। সখীগণের মধ্যে ষোড়শপ্রকৃতিই শ্রেষ্ঠা এবং শ্রীকৃষ্ণের বল্লভা ॥৮—১০॥ বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধা শ্রীকৃষ্ণের অভয়দাত্রী; তিনি শ্রীহরির সহিত অভিন্নগুণলাবণ্যযুক্তা সৌন্দর্য্যাতিশয্যে শ্রীকৃষ্ণের অতীব প্রীতিপ্রদা, মনোহরা, স্নিগ্ধবেশযুক্তা, কিশোরী ও বয়সোজ্জ্বলা ॥১১॥ সখীগণ নানাবর্ণবিচিত্রিত কৌষেয়বসন ধারণ করতঃ সমুজ্জ্বল শোভা ধারণ করিয়াছেন। এই সখীগণই ষোড়শস্বর মূর্ত্তি; পূর্ব্বে যে জগন্ময়ী মহামায়ার কথা বলা হইয়াছে, তিনি একাই ষোড়শস্বরাত্মিকা মূর্ত্তিবিশিষ্ট ॥১২॥ হে শুভে! তদ্বাহ্যে পুরোভাগে গৃহমধ্যস্থ যোগপীঠে সহস্র গোপকন্যা উপবিষ্টা। তাহারা সকলেই বিশুদ্ধ কাঞ্চনের ন্যায় আভাবিশিষ্টা, প্রসন্নবদনা ও সুনয়না; তাহাদের দেহলাবণ্য কোটি-

তদ্বাহ্যে গৃহমধ্যস্থে যোগপীঠাবৃতে শুভে ।
সম্মুখে তত্র পদ্মাক্ষি গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ ॥১৩॥
শুদ্ধকাঞ্চনবর্ণাভাঃ সুপ্রসন্নাঃ সুলোচনাঃ ।
কোটিকন্দর্পলাবণ্যাঃ কিশোরবয়সান্বিতাঃ ॥১৪॥
দিব্যালঙ্কারভূষাভিনাসাগ্রগজমৌক্তিকাঃ ।
বিচিত্রকেশাভরণাশ্চারুচঞ্চলকুণ্ডলাঃ ॥১৫॥
কৃষ্ণমুগ্ধীকৃতাকারাঃ সদ্বৃত্তি-কৃষ্ণলালসাঃ ।
কৃষ্ণগূঢ়রহস্যানি গায়ন্ত্যঃ প্রেমবিহ্বলাঃ ॥১৬॥
নানাবৈদগ্ধিনিপুণা দিব্যবেশধরান্বিতাঃ ।
সৌন্দর্য্যস্ফূর্য্যলাবণ্যাঃ কটাক্ষাতিমনোহরাঃ ॥১৭॥
একান্তাসক্তা গোবিন্দে তদঙ্গস্পর্শনোৎসুকাঃ ।
লাবণ্যললিতোদ্দীপ্তা কৃষ্ণধ্যানপরায়ণাঃ ॥১৮॥

কন্দর্পগর্ব্বখর্ব্বকারী, ইহারা সকলেই কিশোরবয়স্কা, দিব্যালঙ্কারে অলঙ্কৃতা এবং নাসিকাগ্রে গজমুক্তাধারিণী। ইহাদের চারুচঞ্চল-কুণ্ডল বিচিত্র কেশাভরণে অলঙ্কৃত। ইহাদের রূপলাবণ্য শ্রীকৃষ্ণের মনোমুগ্ধকর; ইহাদের চিত্তবৃত্তিও উত্তম; কেবলমাত্র কৃষ্ণলাভই তাহাদের বাসনা। তাহারা প্রেমবিহ্বলচিত্তে শ্রীহরির গূঢ় রহস্য সকল গান করিয়া থাকে॥১৩—১৬॥ ইহারা সকলেই নানারূপ চাতুর্য্যে নিপুণা, দিব্য বেশধারিণী ও অতীব লাবণ্য যুক্তা; ইহাদের কটাক্ষ অতি মনোহর। ইহারা গোবিন্দে একান্ত অনুরাগিণী এবং শ্রীহরির অঙ্গস্পর্শ করিতে সতত উৎসুকা, ইহারা ললিত-লাবণ্য দ্বারা উদ্দীপ্তা ও কৃষ্ণধ্যানপরায়ণা॥১৭—১৮॥

তাসান্তু সম্মুখে ধন্যা গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ।
শ্রুতিকন্যা মহেশানি সহস্রযুতসংযুতাঃ ॥১৯॥
তৎপৃষ্ঠে মুনিকন্যাশ্চ সৌম্যরূপা মনোহরাঃ।
রাধায়াং মগ্নমনসঃ স্মিতসাচিনিরীক্ষণাঃ ॥২০॥
মন্দিরস্য ততো বাহ্যে প্রিয়পারিষদাবৃতে।
তৎসমানবয়োকেশাঃ সমানবলপৌরুষাঃ ॥২১॥
সমানরূপসম্পন্নাঃ সমানগুণকর্ম্মভিঃ।
সমানস্বরসঙ্গীত-বেণুবাদনতৎপরাঃ।
স্বর্ণবেদ্যন্তরস্থে চ স্বর্ণাভরণভূষিতাঃ ॥২২॥
স্তোকং কৃষ্ণসুভদ্রাদ্যৈর্গোপালৈরমৃতাম্বতৈঃ।
শৃঙ্গবেত্রবেণুবীণা-বয়োবেশাকৃতিস্বনৈঃ।
তদ্‌গুণধ্যানসংযুক্তৈর্গীয়তে রসবিহ্বলৈঃ ॥২৩॥

হে মহেশানি! ইহাদের সম্মুখভাগে সহস্র গোপকন্যা ও সহস্রাযুত-সংখ্য শ্রুতিকন্যা উপবিষ্টা এবং উহাদের পৃষ্ঠভাগে সৌম্যমূর্ত্তি মনোহরা মুনিকন্যাগণ অবস্থিতা; তাহারা সকলে শ্রীমতী রাধিকার প্রতি চিত্ত-নিবেশিত করিয়া সহাস্যবদনে কুটিল দৃষ্টিপাত করিতেছে ॥১৯—২০॥ তৎপশ্চাতে মন্দিরের বহির্দ্দেশে সমানবলবিক্রমশালী, সমানরূপ-সম্পন্ন, সমানগুণকর্ম্মবিশিষ্ট এবং সমস্বরসঙ্গীতশালী পারিষদবর্গ বংশী-বাদনপূর্ব্বক স্বর্ণাভরণে ভূষিত হইয়া স্বর্ণবেদী মধ্যে উপবিষ্ট ॥২১—২২॥ সুভদ্রাদি গোপীগণ গোগণে পরিবৃতা হইয়া শৃঙ্গা ও বংশী প্রভৃতি বাদ্য বাদন পূর্ব্বক বিবিধ বেশভূষায় ভূষিতা হইয়া প্রেমবিহ্বলচিত্তে সুস্বরসংযোগে হরিগুণ গান করিতেছে, তাহার বহির্ভাগে সুরভি প্রভৃতি ধেনুবৃন্দ স্ব স্ব বৎসগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া রসবিহ্বলচিত্তে

তদ্বাহ্যে সুরভীবৃন্দৈঃ সবৎসরসবিহ্বলৈঃ ।
চিত্রার্পিতৈশ্চ তদ্রূপৈঃ সদানন্দাশ্রুবর্ষিভিঃ ॥২৪॥
পুলকাকুলসর্ব্বাঙ্গৈর্যোগীন্দ্রৈরিব বিস্মিতৈঃ ।
ক্ষরৎপয়োভির্গোবিন্দৈর্লক্ষলক্ষৈরুপাশ্রিতৈঃ ॥২৫॥
তদ্বাহ্যে প্রাচীরে দেবি কোটিসূর্য্যসমুজ্জ্বলে ।
চতুর্দ্দিক্ষু মহোদ্যানে নানাসৌরভমোহিতে ॥২৬॥
পশ্চিমে সম্মুখে শ্রীমৎপারিজাতদ্রুমালয়ে ।
তত্রাধঃস্থে স্বর্ণপীঠে স্বর্ণমন্দিরমণ্ডিতে ॥২৭॥
তন্মধ্যে মণিমাণিক্যরত্নসিংহাসনোজ্জ্বলম্ ।
তত্রোপরি পরানন্দং বাসুদেবং জগদ্গুরুম্ ॥২৮॥
ত্রিগুণাতীতচিদ্রূপং সর্ব্বকারণকারণম্ ।
ইন্দ্রনীলমণিশ্যামনীলকুঞ্চিতকুন্তলম্ ॥২৯॥

চিত্রার্পিতের ন্যায় তদ্রূপ দেখিতে দেখিতে সর্ব্বদা আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেছে। এই ধেনুবৃন্দের সর্ব্বাঙ্গ হর্ষ পুলকিত; তাহারা যোগীবৃন্দের ন্যায় বিস্মিতচিত্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; তাহাদের স্তন হইতে নিরন্তর পয়োধারা ক্ষরিত হইতেছে; তাহারা শ্রীহরির প্রতি অর্পিত-চিত্ত ॥২৩—২৪॥ তাহার বাহিরে কোটিসূর্য্য-সমুজ্জ্বল প্রাচীরগাত্রের চতুর্দ্দিকে নানা সৌরভ-মোদিত মহোদ্যান সংস্থিত। তাহার সম্মুখে পশ্চিমদিগ্ভাগে পারিজাত তরু বিদ্যমান; তাহার অধোদেশে স্বর্ণ-মণ্ডিতমন্দিরাভ্যন্তরস্থ স্বর্ণপীঠে মণিমাণিক্যাদিরত্ননির্ম্মিত সমুজ্জ্বল সিংহাসনোপরি পরমানন্দবিগ্রহ জগদ্গুরু বাসুদেব উপবিষ্ট রহিয়াছেন। বাসুদেব ত্রিগুণাতীত, সচ্চিদানন্দময় ও সর্ব্বকারণের কারণ। তদীয় কুন্তলসমূহ ইন্দ্রনীলবৎ শ্যামল ও কুঞ্চিত, নয়ন পদ্মপত্রের ন্যায়

পদ্মপত্রবিশালাক্ষং মকরাকৃতিকুণ্ডলম্ ।
চতুর্ভুজং মহদ্ধাম জ্যোতীরূপং সনাতনম্ ॥৩০॥
আদ্যন্তরহিতং নিত্যং প্রধানং পুরুষেশ্বরম্ ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণং বনমালিনম্ ॥৩১॥
পীতাম্বরমতিস্নিগ্ধং দিব্যভূষণভূষিতম্ ।
রুক্মিণী সত্যভামা চ নাগ্নজিত্যা চ লক্ষণা ॥৩২॥
মিত্রবিন্দা সুনন্দা চ তথা জাম্বুবতী প্রিয়া ।
সুশীলা চাষ্টমহিষী বাসুদেবাবৃতাস্ততঃ ॥৩৩॥
উদ্ধবাদ্যাঃ পারিষদা বৃতাস্তদ্ভক্তিতৎপরাঃ ।
উত্তরে দিব্য-উদ্যানে হরিচন্দনচর্চ্চিতাঃ ॥৩৪॥
তত্রাধস্তু স্বর্ণপীঠে মণিমণ্ডপমণ্ডিতে ।
তস্য মধ্যে তু মাণিক্যদিব্যসিংহাসনোজ্জ্বলে ॥৩৫॥
তত্রোপরি চ রেবত্যা সহিতঞ্চ হলায়ুধম্ ।
ঈশ্বরস্য প্রিয়ানন্তমভিন্নগুণরূপিণম্ ॥৩৬॥

বিশাল ; ইনি মকরাকৃতি কুণ্ডলধারী, চতুর্ভুজ, জ্যোতির্ম্ময়, সনাতন ও মহদ্ধাম ॥১৭—৩০॥ ইনি আদ্যন্তবিহীন, নিত্য ও পুরুষোত্তম। ইনি শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী ; ইনি বনমালায় বিভূষিত ও পীতাম্বরধারী ; ইনি সমুজ্জ্বল দিব্য বিভূষণে ভূষিত। রুক্মিণী, সত্যভামা, নাগ্নজিতী, লক্ষণা, মিত্রবিন্দা, সুনন্দা, জাম্বুবতী ও সুশীলা নাম্নী অষ্ট সখীগণে পরিবৃত। উত্তরদিকৃস্থ দিব্য-উদ্যানে হরিচন্দন চর্চ্চিত হইয়া উদ্ধবাদি ভক্ত পারিষদ্গণ শ্রীহরিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে ॥৩১—৩৪॥ ঐ স্থানের অধোদেশে মণিমণ্ডিতমণ্ডপমধ্যস্থিত স্বর্ণপীঠে মণি-মাণিক্যাদিনির্ম্মিত সমুজ্জল দিব্যসিংহাসনোপরি রেবতীসহ হলায়ুধ বলরাম উপবিষ্ট ; ইনি ঈশ্বরের প্রিয় ও অভিন্ন গুণ-রূপী ॥৩৫—৩৬॥

শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং রক্তাম্বুজদলেক্ষণম্ ।
নীলপদ্মাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপণম্ ॥৩৭॥
কুণ্ডলাম্বিতসদ্গণ্ডং দিব্যভূষাস্রগম্বরম্ ।
মধুপানসদাসক্তং সদা ঘূর্ণিতলোচনম্ ॥৩৮॥
জগন্মোহনসৌন্দর্য্যং সাধকশ্রেণিবেষ্টিতম্ ।
অসিতাম্বুজপূর্ণাভসরবিন্দদলেক্ষণম্ ।
দিব্যালঙ্কারভূষাঢ্যং দিব্যমাল্যানুলেপনম্ ॥৩৯॥
জগন্মুগ্ধীকৃতাশেষসৌন্দর্য্যাশ্চর্য্যবিগ্রহম্ ।
পূর্ব্বোদ্যানে মহারম্যে সুরদ্রুমসমাশ্রয়ে ॥৪০॥
তস্য মধ্যে স্থিতে রাজদ্দিব্যসিংহাসনোজ্জ্বলে ।
শ্রীমত্যা ঊষয়া শ্রীমদনিরুদ্ধং জগৎপতিম্ ॥৪১॥
সান্দ্রানন্দং ঘনশ্যামং সুস্নিগ্ধং নীলকুণ্ডলম্ ।
নীলোৎপলদলস্নিগ্ধং চারুচঞ্চললোচনম্ ॥৪২॥

অনন্ত দেবকান্তি বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র, ইঁহার নয়ন রক্তাম্বুজ সদৃশ, ইনি নীলাম্বরধারী, ইঁহার দেহ দিব্যগন্ধানুলেপনে অনুলিপ্ত ; কর্ণ-বিলম্বিত কুণ্ডলে গণ্ডদেশ সুশোভিত, ইনি ভূষণ মাল্য ও অম্বর-ধারী, ইনি সর্ব্বদা মধুপানে আসক্ত এবং ইঁহার নয়ন সর্ব্বদা বিঘূর্ণিত ; ইঁহার দেহ-লাবণ্য ত্রিজগতের মোহ উৎপাদন করিতেছেন॥৩৭—৩৯॥
সুরদ্রুম (পারিজাত বৃক্ষ) শোভিত রমণীয় পূর্ব্বোদ্যানে সমুজ্জ্বল দিব্য সিংহাসনোপরি জগৎপতি অনিরুদ্ধ শ্রীমতী ঊষার সহিত বিরাজ করিতে-ছেন এবং তদীয় অশেষ রূপলাবণ্যে ত্রিভুবন বিমুগ্ধীকৃত ॥৪০—৪১॥
অনিরুদ্ধের মূর্ত্তি মূর্ত্তিমান্ আনন্দস্বরূপ। ইঁহার দেহ-কান্তি প্রগাঢ়

সুভ্রূন্নতলতাভঙ্গুসুকপোলং সুনাসিকম্।
সুগ্রীবং সুন্দরং বক্ষঃ সুস্বরং সুমনোহরম্ ॥৪৩॥
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং কণ্ঠভূষাদিভূষণম্।
মঞ্জুমঞ্জীরমাধুর্য্যমাশ্চর্য্যরূপশোভিতম্ ॥৪৪॥
তস্যোর্দ্ধে চান্তরীক্ষে চ বিষ্ণুং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্।
পূর্ণব্রহ্মসদানন্দং শুদ্ধং সত্ত্বাত্মকং প্রভুম্।
অনাদিমাদিচিদ্রূপং চিদানন্দং পরং বিভুম্ ॥৪৫॥
ত্রিগুণাতীতমব্যক্তং অক্ষরং নিত্যমব্যয়ম্।
সস্মেরপুঞ্জমাধুর্য্যং সৌন্দর্য্যং শ্যামবিগ্রহম্ ॥৪৬॥
অরবিন্দদলস্নিগ্ধসুদীর্ঘলোললোচনম্।
কিরীটকুণ্ডলোদ্ভাসি জগত্রয়মনোহরম্ ॥৪৭॥
চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মোপশোভিতম্।
কঙ্কণাঙ্গদকেয়ূরকিঙ্কিণীকটিশোভিতম্ ॥৪৮॥

শ্যামল ও সুস্নিগ্ধ এবং ইঁহার কেশসমূহ নীলবর্ণ, চঞ্চল চারুনয়নদ্বয় নীলোৎপলদলের ন্যায় সুস্নিগ্ধ ॥৪২॥ ইঁহার ভ্রূদ্বয় উন্নত, কপোল ও নাসিকা রমণীয়, গ্রীবা ও বক্ষঃ সুন্দর এবং স্বর মনোহর; ইনি কিরীট ও কুণ্ডলধারী, ইনি কণ্ঠভূষণাদি ভূষণে ভূষিত এবং মনোজ্ঞ নূপুরধারী ॥৪৩—৪৪॥ তাহার ঊর্দ্ধভাগে নভোদেশে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর পূর্ণব্রহ্ম বিষ্ণু উপবিষ্ট। তিনি অনাদি, আদি, চিদ্রূপ, চিদানন্দময়, শুদ্ধসত্ত্বাত্মক পরমপুরুষ ঈশ্বর ॥৪৫॥ তিনি ত্রিগুণাতীত, অব্যক্ত, ক্ষয়োদয়-রহিত, নিত্য ও অব্যয়। তাঁহার বদনচন্দ্রিমা মনোজ্ঞ হাস্যে পরিপূর্ণ ও সৌন্দর্য্যময় এবং তাঁহার দেহ শ্যামল। তাঁহার সুদীর্ঘ চঞ্চলনয়নদ্বয় অরবিন্দ-দলবৎ স্নিগ্ধ; তিনি মস্তকে কিরীট ও গণ্ডদেশে কুণ্ডল ধারণ করিয়াছেন, তদীয় দেহ-প্রভায় ত্রিভুবন বিমোহিত। ইঁহার হস্ত

শ্রীবৎসং কৌস্তুভং রাজদ্বনমালাবিভূষিতম্‌।
মঞ্জুমুক্তাফলোদারহারদ্যোতিতবক্ষসম্‌।
হেমাম্বুজধরং শ্রীমদ্বিনতাসুতবাহনম্‌ ॥৪৯॥
লক্ষ্মীসরস্বতীভ্যাঞ্চ সংশ্রিতোভয়পার্শ্বকম্‌॥
পূর্ণব্রহ্মসুখৈশ্বর্য্যং পূর্ণানন্দরসাশ্রয়ম্‌॥৫০॥
মুনীন্দ্রাদ্যৈস্তূয়মানং দেবপার্শ্বদবেষ্টিতম্‌।
সর্ব্বকারণকার্য্যেশং স্মরেদ্‌যোগেশ্বরেশ্বরম্‌॥৫১॥
তত্রাধো দেবি পাতালে আধারশক্তিসংযুতে।
মণিমণ্ডপমধ্যে তু মণিসিংহাসনোজ্জ্বলে ॥৫২॥
তদ্বাহ্যে স্ফটিকাদ্যুচ্চৈঃ প্রাচীরাদি-মনোহরৈঃ॥
চতুর্দ্দিক্ষু বৃতে দিব্যে প্রতিবিম্বসমুজ্জ্বলে ॥৫৩॥

চতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম শোভা পাইতেছে। পরন্তু ইনি হস্তে কঙ্কণ, অঙ্গদ ও কেয়ূর এবং কটিদেশে কিঙ্কিণীসমন্বিত কাঞ্চীগুণ ধারণ করিয়াছেন। ইঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎস, কৌস্তুভ ও বনমালায় বিভূষিত; এবং মনোজ্ঞ মুক্তাহারে ভূষিত। ইনি স্বর্ণপদ্মধারী এবং ইঁহার বাহন বিনতানন্দন গরুড় ॥৪৬—৪৯॥ উভয় পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী বিরাজিতা। ইনি পূর্ণ ব্রহ্ম-সুখৈশ্বর্য্যশালী ও পূর্ণানন্দরসের আশ্রয়। নারদাদি মুনিগণ কর্ত্তৃক নিরন্তর স্তূয়মান। সুরগণ ইঁহাকে পারিষদরূপে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। সর্ব্ব কার্য্যকারণের ঈশ্বর যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীহরিকে চরাচর বিশ্ব নিরন্তর স্মরণ করিতেছে ॥৫০—৫১॥ উহার অধোভাগে পাতালদেশে আধারশক্তি-সংযুক্ত মণিমণ্ডপ মধ্যে মণিময় উজ্জ্বল সিংহাসন শোভা পাইতেছে। তাহার বহির্দ্দেশে স্ফটিকবিনির্ম্মিত সমুচ্চ মনোহর প্রাচীর চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহাতে নিখিল দ্রব্যজাতের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হওয়াতে রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে ॥৫০—৫৩॥

উদ্যানে পুষ্পসৌরভ্যমুগ্ধীকৃতজগত্ত্রয়ে।
আস্তে সুরাসুরগণৈঃ সিদ্ধচারণসেবিতে ॥৫৪॥
দিব্যাঙ্গমঞ্জুসৌন্দর্য্যে যথা ভূষণবাহনৈঃ।
যথেপ্সিতবরপ্রার্থৈস্তদঙ্ঘ্রি ভজনোৎসুকৈঃ ॥৫৫॥
তদ্দক্ষিণে মুনিগণৈঃ শুদ্ধসত্ত্বান্বিতাত্মভিঃ।
তদ্ভক্তিসাধনাধর্ম্মৈর্ব্বাঞ্ছ্যতে ভক্তিতৎপরৈঃ ॥৫৬॥
তৎপৃষ্ঠে যোগিমুখ্যৈশ্চ সনকাদ্যৈর্ম্মহাত্মভিঃ।
আত্মারামৈশ্চ চিদ্রূপৈস্তন্মূর্ত্তিস্ফূর্ত্তিতৎপরৈঃ ॥৫৭॥
হৃদয়ারূঢ়তদ্ধ্যানৈর্ন্যাসাগ্রন্যস্তলোচনৈঃ।
সসাধ্যসিদ্ধগন্ধর্ব্বৈঃ সবিদ্যাধরকিন্নরৈঃ।
তদঙ্ঘ্রিভজনাকামৈর্ব্বাঞ্ছ্যতে হৃষ্টমানসৈঃ ॥৫৮॥

তদীয় উদ্যানজাত পুষ্পসৌরভে ত্রিজগৎ বিমোহিত এবং তথায় সুর, অসুর, সিদ্ধ ও চারণগণ বিরাজমান; রমণীয়কান্তি সুরবৃন্দ স্ব স্ব অভীষ্ট বরপ্রার্থী হইয়া শ্রীহরির চরণ-কমল ভজন বাসনায় স্বীয় স্বীয় ভূষণ-বাহন সহ তথায় উপস্থিত হইতেছেন। তাহার দক্ষিণ-ভাগে শুদ্ধ সত্ত্বাত্মক মুনিগণ তাঁহার আরাধনার্থ ভক্তিনিষ্ঠ হইয়া স্ব স্ব ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠদেশে যোগি-শ্রেষ্ঠ মহাত্মা সনকাদি মুনিগণ চিদ্রূপী আত্মারাম শ্রীহরির চিন্তায় নিমগ্ন ও তাঁহাদিগের হৃদয়ে শ্রীহরির চিন্ময়মূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। তাঁহারা ন্যাসাগ্রন্যস্ত দৃষ্টিতে ধ্যানপরায়ণ। সাধ্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যা-ধর ও কিন্নরগণ হৃষ্টচিত্তে সমাসীন হইয়া শ্রীহরির পাদপদ্ম ভজনার অভিলাষী হইয়া ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। তাহার পুরোভাগে পদ্মাদল, অবদ, কুমার, শুক ও উদ্ধবাদি বিষ্ণু-ভক্তগণ অন্তরীক্ষে সমাসীন

তদগ্রে বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে চান্তরীক্ষে সুখাসনে।
পদ্মদলাবদাত্মাশ্চ কুমারশুকউদ্ধবাঃ ॥৫৯॥
পুলকাঙ্কুরসর্ব্বাঙ্গৈঃ স্ফুরৎপ্রেমসমাকুলৈঃ।
রহস্যাপ্রেমসংযুক্তৈর্ব্বর্ণযুগ্মাক্ষরো মনুঃ ॥৬০॥
মন্ত্রচূড়ামণিঃ প্রোক্তং সর্ব্বমন্ত্রৈককারণম্।
সর্ব্বদেবস্য মন্ত্রাণাং কৃষ্ণমন্ত্রস্তু জীবনম্ ॥৬১॥
শ্রীকৃষ্ণঃ সর্ব্বদেবানাং কৃষ্ণমন্ত্রস্তু কারণম্।
সর্ব্বেষাং কৃষ্ণমন্ত্রাণাং কৈশোরমতিহেতুকম্ ॥৬২॥
কৈশোরং সর্ব্বমন্ত্রাণাং হেতুশ্চূড়ামণিং মনুঃ।
মনসৈব প্রকুর্ব্বন্তি পূর্ণপ্রেমসুখাত্মনঃ ॥৬৩॥
বাঞ্ছন্তি তৎপদাম্ভোজং নিশ্চলং প্রেমসাধনম্।
তদ্বাহ্যে স্ফটিকাদ্যৈচ্চৈঃ প্রাচীরে সুমনোহরে ॥৬৪॥

রহিয়াছেন এবং তাঁহাদের দেহ হরি-প্রেম-রসে বিহ্বল হওয়াতে সর্ব্বদাই পুলক-পূরিত হইতেছে এবং তাঁহারা রহস্যপ্রেমসংযুক্ত বর্ণ-দ্বয়াত্মক মন্ত্র (ক্লীং) মনে মনে স্মরণ করিতেছেন ॥৫৪—৬০॥ উক্ত বর্ণযুগ্মাত্মক মন্ত্র সকল মন্ত্রের প্রধান ও সকল মন্ত্রের কারণ; কেন না, শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্র সমস্ত দেবমন্ত্রের জীবন স্বরূপ ॥৬১॥ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ সকল দেবতার হেতু, তদ্রূপ কৃষ্ণ-মন্ত্রও নিখিল মন্ত্রের হেতু। পরন্তু যাবতীয় কৃষ্ণ-মন্ত্রের মধ্যে প্রাগুক্ত বর্ণদ্বয়াত্মক কৈশোর মন্ত্রই সম-ধিক শ্রেষ্ঠ এবং চূড়ামণিস্বরূপ। বৈষ্ণবগণ পূর্ণ-প্রেম-সুখের অভি-লাষী হইয়া উক্ত মন্ত্র মনে মনে চিন্তা করতঃ প্রেমভক্তিসাধন হরি-পদাম্ভোজ ইচ্ছা করিতেছেন। তাহার বহির্ভাগে স্ফটিকাদি বিনির্ম্মিত মনোহর উচ্চ প্রাচীর; তাহার চতুর্দ্দিকে শ্বেতরক্তাদি রমণীয় পুষ্প

পুষ্পৈশ্চ শ্বেতরক্তাদ্যৈশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমুজ্জ্বলে।
শুক্লং চতুর্ভুজং বিষ্ণুং পশ্চিমদ্বারপালকম্ ॥৬৫॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-কিরীটাদিভিরাবৃতম্।
রক্তং চতুর্ভুজং বিষ্ণুং শঙ্খ-চক্র-গদাধরম্ ॥৬৬॥
কিরীটকুণ্ডলোদ্দীপ্তং দ্বারপালকমুত্তরে।
গৌরং চতুর্ভুজং বিষ্ণুং শঙ্খচক্রগদায়ুধম্ ॥৬৭॥
কিরীটকুণ্ডলাদ্যৈশ্চ শোভিতং বনমালিনম্।
পূর্ব্বদ্বারে প্রতীহারং নানাভরণভূষিতম্ ॥৬৮॥
কৃষ্ণবর্ণং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রাদিভূষিতম্।
দক্ষিণদ্বারপালস্তু শ্রীবিষ্ণুং তিষ্ঠয়েদ্ধরিম্ ॥৬৯॥
ইত্যেতৎ পরমেশানি সপ্তাবরণমুত্তমম্।
সপ্তাবরণসংযুক্তাং রাধিকাং পদ্মিনীং পরাম্।
এতদাবরণং ভদ্রে সপ্তশক্তিঃ স্বয়ং প্রিয়ে ॥৭০॥

ইতি শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে সপ্তদশঃ পটলঃ ॥*॥

সকল প্রস্ফুটিত থাকিয়া সমুজ্জ্বল শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ সিদ্ধক্ষেত্রের পশ্চিম দ্বারে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী কিরীটাদিযুক্ত শুভ্রবর্ণ চতুর্ভুজ বিষ্ণু দ্বারপালরূপে বিদ্যমান; উত্তর দ্বারে কিরীটও কুণ্ডলোদ্দীপ্ত শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্মধারী লোহিত বর্ণ চতুর্ভুজ বিষ্ণু এবং পূর্ব্ব দ্বারে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী কিরীট কুণ্ডলশোভী বনমালাসমন্বিত গৌরবর্ণ চতুর্ব্বাহু বিষ্ণু নানাভরণে বিভূষিত হইয়া প্রতীহারীর কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। দক্ষিণ দ্বারে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী কৃষ্ণবর্ণ চতুর্ভুজ বিষ্ণু দৌবারিকরূপে অবস্থিতি করিতেছেন ॥৬২—৬৯॥

হে পরমেশানি! এবম্বিধ সপ্তাবরণযুক্ত বৃন্দাবনধাম কেশপীঠ ও

অষ্টাদশঃ পটলঃ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ ;—

অপরৈকং মহাবাহো পৃচ্ছামি বৃষভধ্বজ।
একো বিষ্ণুর্ব্বাসুদেব একা প্রকৃতিরীশ্বরী।
তৎ কথং তস্য নানাত্বং দৃশ্যতে পরমেশ্বর ॥১॥

শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি রহস্যমতিগোপনম্।
একো বিষ্ণুর্ম্মহেশানি নানাত্বং গতবান্ যথা ॥২॥

এবম্বিধ সপ্তাবরণাসংযুক্তা পদ্মিনী রাধিকা বিরাজিতা আছেন। হে প্রিয়ে! এই যে সপ্তাবরণের বিষয় উক্ত হইল, এই সপ্তাবরণও সপ্ত শক্তি সদৃশ জানিবে ॥৭০॥

শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে সপ্তদশ পটল ॥০॥

শ্রীপার্ব্বতীদেবী বলিলেন ;—হে বৃষভবাহন মহাবাহু মহাদেব! আপনি আমার প্রতি অপরিসীম কৃপাযুক্ত, তাই সাহস করিয়া পুনর্ব্বার অপর একটী কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, হে পরমেশ্বর! মহাবিষ্ণু বাসুদেব এক এবং প্রকৃতি ঈশ্বরীও এক—অর্থাৎ ইঁহাদের দ্বিত্ব বা বহুত্বাদি কখনও সম্ভাব্য নহে; তবে কেন ইঁহাদের নানাত্ব দৃষ্ট হইতেছে ॥১॥

পার্ব্বতীদেবীর ঈদৃশ প্রশ্ন শুনিয়া শ্রীঈশ্বর কহিলেন ;—হে দেবি! শ্রবণ কর, আমি ইঁহাদের বহুত্ব বিষয়ক অতীব গুহ্য রহস্য

ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী যস্মাৎ প্রকৃতিঃ পরমেশ্বরী।
স্ত্রী-পুংভাবেন দেবেশি সর্ব্বং ব্যাপ্য জগন্ময়ী ॥৩॥
সা স্ত্রী-পুরুষরূপেণ সর্ব্বং ব্যাপ্য বিজৃম্ভিতে।
বাসুদেবো মহাবিষ্ণুর্গুণাতীতঃ পরেশ্বরঃ ॥৪॥
যদ্রূপং বাসুদেবস্য তৎ সত্যং কমলেক্ষণে।
যদুক্তং কৃষ্ণরূপং হি বিদ্যাসিদ্ধেহি কারণম্ ॥৫॥
সা রাধা পদ্মিনী জ্ঞেয়া ত্রিপুরায়াঃ শুচিস্মিতে।
অন্যাশ্চ নায়িকা যাস্তু তা জ্ঞেয়া অষ্টনায়িকাঃ ॥৬॥
বাসুদেবো মহাবিষ্ণু ত্রিপুরায়াঃ প্রসাদতঃ।
নানাদেহধরো ভূত্বা নানা কর্ম্ম সমাচরন্ ॥৭॥
কৃষ্ণমূর্ত্তিং সমাশ্রিত্য পদ্মিন্যা সহ সুন্দরি।
জপেদ্বিদ্যাং মহেশানি মহাকালীং সুরেশ্বরীম্ ॥৮॥

বলিতেছি। হে দেবেশি! পরমেশ্বরী প্রকৃতিদেবী স্ত্রী-পুরুষভাবে এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া জগন্ময়ীরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। সেই নারীরূপিণী প্রকৃতিই পুরুষরূপে স্থাবরজঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ডে সকল পদার্থ বিজৃম্ভিত হইতেছেন। মহাবিষ্ণু বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ ত্রিগুণাতীত পরমেশ্বর ॥২—৪॥ হে কমলেক্ষণে! বাসুদেবের যে রূপ দেখিতেছ, তাহা কেবল বিদ্যাসিদ্ধির জন্য জানিবে,অন্যথা তাঁহার কোন আকৃতিই নাই,ইনি নামরূপাদি বর্জ্জিত মহাপুরুষ। হে শুচিস্মিতে! যে রাধিকাকে দর্শন করিয়াছ, তিনিও ত্রিপুরা-দূতী পদ্মিনী এবং শ্রীমতী রাধিকা! যে নায়িকা সকল দেখিতেছ,তাহারা ত্রিপুরাদেবীর অষ্টনায়িকা বলিয়া অভিহিত ॥৫—৬॥ ত্রিপুরাদেবীর প্রসাদাৎ মহাবিষ্ণু বাসুদেব নানা মূর্ত্তি ধারণ করতঃ নানা কার্য্য সাধন করিতেছেন ॥৭॥ হে সুন্দরি

এবং বৃন্দাবনং ভদ্রে আশ্রিত্য সততং হরিঃ।
বাসুদেবো হরিঃ সাক্ষাৎ কৃষ্ণোঽভূৎ কমলেক্ষণঃ ॥৯॥
আবির্ভূয় মহাবিষ্ণুর্ম্মথুরায়াং বরাননে।
চতুর্ব্বাহুযুতো বিষ্ণুরাবিরাসীৎ স্বয়ং হরিঃ ॥১০॥
দ্বারে দ্বারে তথা ঊর্দ্ধে অধোভাগে চ পার্ব্বতি।
দ্বারকায়াং বসন্ কৃষ্ণস্তনুত্যাগং যদাচরেৎ।
বাসুদেবে মহাবিষ্ণৌ কৃষ্ণতেজোঽবিশত্তদা ॥১১॥
অতএব মহেশানি বাসুদেবং বিনা প্রিয়ে।
ব্রহ্মত্বমন্যদেবেষু ন হি যাতি কদাচন ॥১২॥
নানাত্বং ভজতে দেবি বাসুদেবঃ সদাব্যয়ঃ।
যদ্রূপং দৃশ্যতে তস্য বাসুদেবস্য সুন্দরি।
তদ্রূপঞ্চ স গত্বা বৈ নানাত্বং ভজতে হরিঃ ॥১৩॥

পার্ব্বতি! মহাবিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পদ্মিনীর সহিত সুরেশ্বরী মহাকালীর উপাসনা করেন ॥৮॥ হে ভদ্রে! এইরূপে শ্রীহরি বৃন্দাবনধাম আশ্রয় করতঃ বাসুদেবগৃহে কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন হে বরাননে! মথুরানগরীতে চতুর্ভুজ বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়া প্রতি দ্বারে দ্বারে এবং ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে বিহার করতঃ দ্বারকাধামে অবস্থিতি করিয়া যখন তনু ত্যাগ করেন,তৎকালে শ্রীকৃষ্ণতেজ মহাবিষ্ণু বাসুদেবে বিলয় হইয়া যায় ॥৯—১১॥ অতএব হে প্রিয়ে মহেশানি! শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর দেবতাগণে ব্রহ্মত্ব বিদ্যমান নাই। হে সুন্দরি! অব্যয় বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের যে বহুবিধ রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার আর কোন হেতু নাই; একমাত্র শ্রীহরিই নানা কার্য্য-কারণবশতঃ নানা রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। হে মহেশানি!

কায়ব্যূহং মহেশানি ধৃত্বা সত্বরমুচ্যতে ।
গুহ্যদেশং সমাশ্রিত্য ত্রিপুরাপদপূজনাৎ ॥১৪॥
যদ্‌যদুক্তা মহেশানি বিষ্ণুসজ্ঞাস্তথা পরে ।
তে সর্ব্বে কুলশাস্ত্রজ্ঞা মন্ত্রসাধনতৎপরাঃ ॥১৫॥
যা যা উক্তা নায়িকাস্তাঃ কুলশাস্ত্রপ্রকাশিকাঃ ।
গৌরং কৃষ্ণং তথা রক্তং শুক্লঞ্চ নগনন্দিনি ।
তে সর্ব্বে বাসুদেবস্য সৌরাত্মা অংশরূপিণী ॥১৬॥
বাসুদেবঃ স্বয়ং কৃষ্ণস্ত্রিপুরাপদপূজনাৎ ।
রেবত্যাদ্যাস্তু সাঃ প্রোক্তা রুক্মিণ্যাদ্যষ্টকং প্রিয়ে ॥১৭॥
যদ্‌যদুক্তং মহেশানি যাশ্চান্যা বরবর্ণিনি ।
তৎসর্ব্বং পরমেশানি মাতৃকা বিশ্বমোহিনী ॥১৮॥

ত্রিপুরাদেবীর পাদপদ্মপূজনপ্রসাদাৎ জনার্দ্দন হরি সুগোপ্য বিবিধ দেহ ধারণ করতঃ নানা রূপে প্রতিভাত হইতেছেন ॥১২—১৪॥

হে মহেশানি ! তোমার নিকট যে সকল বিষ্ণু ভক্তগণের কথা বলা হইয়াছে,তাহারাও মন্ত্রসাধনতৎপর ও কুলশাস্ত্রজ্ঞ এবং যে সকল নায়িকাবৃন্দের কথা বলা হইয়াছে, তাহারাও কুলশাস্ত্রপ্রকাশিকা। হে নগনন্দিনি ! গৌর, কৃষ্ণ, রক্ত ও শুক্ল প্রভৃতি যে সমস্ত বর্ণ বলা হইয়াছে, তৎসমস্তই বাসুদেবের অংশ ॥১৫—১৬।

ত্রিপুরাদেবীর পদারবিন্দার্চ্চনপ্রসাদাৎ মহাবিষ্ণু বাসুদেব স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপী । হে প্রিয়ে ! রেবতী প্রভৃতি প্রাগুক্ত অষ্ট রমণীও সাক্ষাৎ প্রকৃতিরূপিণী ॥১৭॥ হে বরবর্ণিনি মহেশানি ! অপরাপর যে সকল নায়িকার কথা বলা হইয়াছে, তাহারা সকলেও বিশ্ববিমোহিনী মাতৃকাস্বরূপা । হে প্রিয়ে ! শ্রীকৃষ্ণরূপী মহাবিষ্ণু বাসুদেব ত্রিগুণা-

বাসুদেবো মহাবিষ্ণুর্নির্গুণঃ সততং প্রিয়ে ।
সাধয়েদ্বিবিধাং বিদ্যাং পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণীম্‌ ।
নির্গুণঃ সততং বিষ্ণুর্গুণস্তু প্রকৃতিঃ পরা ॥১৯॥
ততস্তু সগুণো বিষ্ণুঃ প্রকৃত্যাঃ সঙ্গমাশ্রিতঃ ।
বাসুদেবো মহাবিষ্ণুঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥২০॥
এতদ্বিভূষণং দেবি বিগ্রহঃ প্রকৃতেঃ সদা ।
নিরিন্দ্রিয়ো মহাবিষ্ণুস্তস্যাংশঃ কৃষ্ণ এব চ ॥২১॥

শ্রীদেব্যুবাচ ;—

বৃন্দাবনেশ্বরং নিত্যং নির্গুণস্যৈককারণম্‌ ।
ভো দেব তাপসশ্রেষ্ঠ কথমেবং ব্রবীষি মে ॥২২॥

শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—

নিগদামি শৃণু প্রৌঢ়ে সন্দেহং তব সুন্দরি ।
বৃন্দাবনেশ্বরো যস্তু বিষ্ণোরংশ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥২৩॥

তীত হইয়াও নিরন্তর পূর্ণব্রহ্মরূপিণী বিদ্যার সাধনা করিয়া থাকেন। মহাবিষ্ণু ত্রিগুণাতীত, আর পরমা প্রকৃতি গুণযুক্তা ; যৎকালে নির্গুণ বিষ্ণু প্রকৃতির সঙ্গ লাভ করেন, তখনই তিনি সগুণ হন। মহাবিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণ যে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম প্রভৃতি ভূষণ ধারণ করিয়াছেন, তৎসমস্তই প্রকৃতির মূর্ত্তি। মহাবিষ্ণু ইন্দ্রিয়-বিহীন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অংশ ॥১৮—২১॥

শ্রীপার্ব্বতীদেবী কহিলেন ;—হে তাপসশ্রেষ্ঠ দেব! যদি বৃন্দাবনাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ নিত্য ও নির্গুণের একমাত্র কারণ হয়েন, তাহা হইলে আপনি আমার নিকট এরূপ বলিতেছেন কেন? ॥২২॥

শ্রীঈশ্বর বলিলেন ;—হে প্রৌঢ়ে সুন্দরি! আমি বলিতেছি,

শরীরং হি মহেশানি মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ।
তত্রাত্মা চ মহাবিষ্ণুর্ম্মনো রুদ্রো বরাননে ॥২৪॥
কৃষ্ণদেহমিদং ভদ্রে স্বয়ং কালীস্বরূপিনী ।
রাধা তু পরমেশানি পদ্মিনী পরমা কলা ।
দ্বয়োঃ সংযোগমাত্রেণ কৃষ্ণঃ পূর্ণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥২৫॥
কেশপীঠে মহেশানি ব্রজে মধুবনে প্রিয়ে ।
অতএব মহেশানি বাসুদেবস্য পার্ব্বতি ॥২৬॥
অংশোঽভূৎ পরমেশানি কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ।
ভগং বিনা মহেশানি ব্রহ্মসৃষ্টৌ ন বিদ্যতে ॥২৭॥
তব কেশনিমিত্তং হি এতৎ সর্ব্ববিড়ম্বনম্ ।
তব কেশং মহেশানি বর্ণিতুং নৈব শক্যতে ॥২৮॥

শ্রবণ কর ; তোমার সন্দেহ বিদূরীত হইবে। যিনি বৃন্দাবনের ঈশ্বর, তিনি মহাবিষ্ণুর অংশ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। হে মহেশানি! তাঁহার শরীর মূলপ্রকৃতি ; আত্মা মহাবিষ্ণু ও মন রুদ্র-স্বরূপ। হে প্রিয়ে! এই যে শ্রীকৃষ্ণের দেহ দেখিতেছ, ইহা সাক্ষাৎ কালিকা-স্বরূপ। শ্রীমতী রাধিকা পদ্মিনীর কলাস্বরূপ জানিবে। এই উভয়ের সংযোগবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম ॥২৩—২৫॥ হে মহেশানি! শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম বাসুদেব মধুবনে বিরাজ করিতেছেন ; অপর সমুদয় অংশ এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। ভগ * ব্যতীত সৃষ্টি হইতে পারে না ॥২৬—২৭॥ হে মহেশানি! তোমার কেশই জগৎসংসারের মূল কারণ ; তদ্ভিন্ন সমস্তই বিড়ম্বনামাত্র। তোমার কেশের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে কেহ সমর্থ নহে ॥২৮॥

* ভগ = ঐশ্বর্য্য ; জড় বা প্রকৃতি ; বহিরঙ্গ ভাব।

সদা ব্রহ্মণি দেবেশি তব কেশবিড়ম্বনম্।
তব কেশসুগন্ধেন নিশ্চলং সচলং ভবেৎ ॥২৯॥
এতদ্ভাগবতং তন্ত্রং রাধাতন্ত্রমিদং স্মৃতম্।
বাসুদেবস্য দেবেশি রহস্যমতিগোপনম্ ॥৩০॥
বাসুদেবো মহাবিষ্ণুর্ভগবান্ প্রকৃতিঃ স্বয়ম্।
প্রকৃতের্ব্বাসুদেবস্য কৃষ্ণোহংশ ইতি কীর্ত্তিতঃ ॥৩১॥

ইতি শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে অষ্টাদশঃ পটলঃ ॥*॥

তোমার কেশ-মাহাত্ম্যে এই চরাচর বিশ্ব বিমুগ্ধ এবং কেশ-সুগন্ধে নিশ্চল ব্রহ্ম সচল রূপে প্রতিভাত হইতেছেন। হে দেবেশি! এই ভাগবত তন্ত্রই রাধা-তন্ত্র নামে কথিত; পরন্তু বাসুদেবের রহস্য অতীব গোপনীয়। মহাবিষ্ণু ও প্রকৃতির একত্র সংযোগবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছে। হে পার্ব্বতি! শ্রীকৃষ্ণকে বাসুদেব ও প্রকৃতির অংশ বলিয়া জানিবে ॥২৯—৩১॥

শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে অষ্টাদশ পটল সমাপ্ত ॥০॥

ঊনবিংশঃ পটলঃ।

শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—

কৃষ্ণা হি পরমেশানি বাসুদেবাংশসংজ্ঞকাঃ।
কৃষ্ণং বৃন্দাবনাধীশং গৌরং বিষ্ণুং তথা প্রিয়ে।
শুক্লং রক্তং তথা দেবি শ্রীবিষ্ণুঞ্চ শুচিস্মিতে ॥১॥
বাসুদেবস্য যঃ শঙ্খঃ শুক্লো বিষ্ণুঃ স উচ্যতে।
চক্রঞ্চ বাসুদেবস্য গৌরং তৎ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥২॥
যৎপদ্মং পরমেশানি রক্তো বিষ্ণুঃ স এব হি।
যা গদা পরমেশানি বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
সা চৈব পরমেশানি শ্রীবিষ্ণুর্ব্বিশ্বমোহনঃ ॥৩॥
কৃষ্ণস্তু দ্বিভুজো বিষ্ণুঃ সততং পদ্মিনীপ্রিয়ঃ।
বাসুদেবো মহাবিষ্ণুঃ শক্তিদ্বয়সমন্বিতঃ ॥৪॥

শ্রীঈশ্বর কহিলেন ;—হে পরমেশানি! বাসুদেবের অংশসম্ভূত শ্রীকৃষ্ণ বহুবিধ জানিবে। হে শুচিস্মিতে পার্ব্বতি! বৃন্দাবনাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ গৌরবর্ণ, শুক্লবর্ণ ও রক্তবর্ণবিশিষ্ট। এই প্রকারে একই বিষ্ণুই নানা আকার পরিগ্রহ করিয়া বহু রূপে প্রতিভাত হইতেছেন ॥১॥ বাসুদেবের হস্তস্থিত যে শঙ্খ, তাহাই শুক্ল বর্ণ বিষ্ণু ; চক্র গৌরবর্ণ বিষ্ণু এবং পদ্ম রক্তবর্ণ বিষ্ণু বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। হে পরমেশানি! অমিততেজা বিষ্ণুর হস্তস্থিত যে গদা, তাহাই পীতবর্ণ কৃষ্ণ বলিয়া অভিহিত এবং ইনি জগন্মোহন ॥২—৩॥ দ্বিভুজবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ পদ্মিনীর অতীব প্রিয়। বাসুদেব শ্রীহরি লক্ষ্মী ও সরস্বতী

লক্ষ্মীসরস্বতীভ্যাঞ্চ সংযুক্তঃ সর্ব্বদা হরিঃ।
পূর্ণব্রহ্ম বাসুদেব অতএব বরাননে ॥৫॥
বাসুদেবো মহেশানি স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরী।
জ্যেষ্ঠা তু প্রকৃতির্ম্মায়া বাসুদেবঃ স্বয়ং হরিঃ ॥৬॥

শ্রীদেব্যুবাচ ;—

দেবদেব মহাদেব শূলপাণে পিনাকধৃক্।
যৎ সূচিতং মহাদেব রাধা পদ্মবনাশ্রিতা ॥৭॥
চন্দ্রাবলী তু যা রাধা বৃকভানুগৃহে স্থিতা।
তৎসর্ব্বং পরমেশান বিস্তার্য্য কথয় প্রভো ॥৮॥
কৃষ্ণেন সহ দেবেশ রাধা সংসর্গমাশ্রিতা।
ইমং হি সংশয়ং দেব ছিন্দি ছিন্দি কৃপানিধে ॥৯॥

এই শক্তিদ্বয়ের সহিত বিরাজ করিতেছেন। হে বরাননে! এই জন্যই বাসুদেব পূর্ণ ব্রহ্ম। হে মহেশানি! বাসুদেব স্বয়ং ঈশ্বরী প্রকৃতি-স্বরূপ ; সেই প্রকৃতিই প্রধানা মহামায়া এবং স্বয়ং বাসুদেবই শ্রীহরিরূপে বিরাজমান ॥৪—৬॥

শ্রীপার্ব্বতীদেবী বলিলেন ;—হে মহাদেব! আপনি শূল ও পিনাকধারী, আপনি দেবতাদিগেরও দেবতা। আপনি ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, শ্রীমতী রাধিকা পদ্মবন আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, আর চন্দ্রাবলীরূপিণী রাধিকা বৃকভানুগৃহে অবস্থিতি করতঃ কৃষ্ণ-সংসর্গ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে। হে দেব! আপনি করুণার সাগর, সুতরাং আপনি তৎসমস্ত বর্ণনা করিয়া আমার সংশয় ছেদ করুন ॥৭—৯॥

শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—

এতদ্ভাগবতং তন্ত্রং রাধা-তন্ত্রং মনোহরম্ ।
অতীব সুন্দরং শুদ্ধং নির্ম্মলং পরমং পদম্ ॥১০॥
যচ্ছ্রুত্বা পরমেশানি সাধকাঃ সুরবিগ্রহাঃ ।
হৃদয়ে সংপুটে কৃত্বা ন বাঞ্ছন্ত্যন্যদেব হি ॥১১॥
এতত্তন্ত্রং মহেশানি সুশ্রাব্যং সুখবর্দ্ধনম্ ।
গুহ্যাদ্গুহ্যতরং ভদ্রে সারাৎসারতরং প্রিয়ে ।
এতদ্ধি পদ্মিনীতন্ত্রং শ্রীমদ্ভাগবতং স্মৃতম্ ॥১২॥
যেষু যেষু পুরাণেষু তন্ত্রেষু বরবর্ণিনি ।
নাস্তি চেৎ পূর্ণগায়ত্রী তথা চ প্রকৃতের্গুণঃ ॥১৩॥
পঞ্চবিষ্ণোরূপাখ্যানং যেষু তন্ত্রেষু দৃশ্যতে ।
তদ্বৈ ভাগবতং শ্রেষ্ঠমন্যচ্চৈব বিড়ম্বনম্ ॥১৪॥

ঈশ্বর কহিলেন ;—হে পরমেশানি ! মনোহর রাধা-তন্ত্র অতীব সুন্দর, বিশুদ্ধ, নির্ম্মল ও পরমপদস্বরূপ এবং ইহাই ভাগবত-তন্ত্র বলিয়া বিখ্যাত। হে দেবি ! সাধকরূপী দেবগণও এই রাধা-তন্ত্র শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে ধারণ করতঃ অন্য কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র ইহারই কামনা করিয়া থাকেন। হে মহেশানি ! এই রাধা-তন্ত্র সুশ্রাব্য এবং সাধকের সুখবর্দ্ধক। ইহা গুহ্য হইতেও গুহ্যতর ও সারাৎসার ; এই পদ্মিনী তন্ত্রই শ্রীমদ্ভাগবত তন্ত্র নামে অভিহিত ॥১০—১২॥ হে বরবর্ণিনি ! যে সকল পুরাণ গ্রন্থে ও তন্ত্র গ্রন্থে পূর্ণ ব্রহ্মের গায়ত্রী, প্রকৃতির গুণ ও পঞ্চ বিষ্ণুর উপাখ্যান বর্ণিত আছে, তাহাই ভাগবতশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে ; তদিতর বিড়ম্বনামাত্র সন্দেহ নাই ॥১৩—১৪॥

বাসুদেবো মহাবিষ্ণুর্ম্মথুরায়াং বরাননে।
আবিরাসীন্মহাবিষ্ণুস্ত্রিপুরাপদপূজনং ॥১৫॥
আবির্ভূতা মহামায়া প্রথমং পরমেশ্বরী।
ভাদ্রেমাস্যসিতে পক্ষে হরিরাবিরভূৎ স্বয়ম্ ॥১৬॥
তথা চৈত্রপদে মাসি শুক্লপক্ষে চ পদ্মিনী।
আবির্ভূতা মহেশানি পদ্মিনী পদ্মগন্ধিনী ॥১৭॥
বৃকভানুগৃহে দেবি তথা চন্দ্রাবলী প্রিয়া ॥১৮॥
কালিন্দীগহ্বরে দেবি নানাপদ্মসমাবৃতে।
শুক্লৈরক্তৈস্তথা পীতৈঃ কৃষ্ণবর্ণৈঃ সুশোভনৈঃ ॥১৯॥
অন্যৈশ্চ বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্নানাবর্ণৈঃ সুবাসিতৈঃ।
হংসকারণ্ডবাকীর্ণৈঃ শুক্লপক্ষৈশ্চ শোভিতৈঃ ॥২০॥
গন্ধর্ব্বামরসঙ্ঘৈশ্চ বেষ্টিতে কমলাননে।
মৃদঙ্গশঙ্খবীণাভির্নাদেন পরিপূরিতে ॥২১॥

হে বরাননে! মহাবিষ্ণু বাসুদেব ত্রিপুরাদেবীর পাদপদ্ম-পূজন-কারণ মথুরা-নগরীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ পরমেশ্বরী মহামায়া আবির্ভূতা হন; পরে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে শ্রীহরি স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তৎপরে হে মহেশানি! চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে পদ্মগন্ধিনী পদ্মিনী বৃকভানু-ভবনে চন্দ্রাবলী রূপে আবির্ভূতা হন ॥১৫—১৮॥ হে দেবি! কালিন্দিগহ্বর নানা পদ্মসমাবৃত; তথায় শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট নানাবিধ সুশোভন সুবাসিত পুষ্প বিকসিত এবং হংস-কারণ্ডবাদি জলচর পক্ষিগণ নিরন্তর ক্রীড়াপরায়ণ; তত্রত্য কমলকাননে গন্ধর্ব্ব ও অমরগণ পরিবেষ্টিত এবং মৃদঙ্গ, শঙ্খ ও বীণা ধ্বনিতে বনস্থলী পরি-

তন্মধ্যে রত্নপর্য্যঙ্কে নানারত্নবিচিত্রিতে ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সাক্ষাদ্দাতরি চিন্ময়ে ॥২২॥
তন্মধ্যে পরমেশানি রত্নসিংহাসনং মহৎ ।
পঞ্চাশন্মাতৃকাযুক্তং চতুর্ব্বেদযুতং সদা ॥২৩॥
নারদাদ্যৈর্ম্মুনিশ্রেষ্ঠৈর্ব্বেষ্টিতং পরমেশ্বরি ।
তত্রাস্তে পরমেশানি নিত্যা কাত্যায়নী শিবা ॥২৪॥
কাত্যায়ন্যা বামভাগে সিংহমাশ্রিত্য পদ্মিনী ।
তদধ্যাস্তে মহেশানি যাবৎ কৃষ্ণসমাগমঃ ॥২৫॥
সংপূজ্য বিধিবল্লিঙ্গং পার্থিবং পরমেশ্বরম্ ।
পূজয়েদ্বিবিধৈঃ পুষ্পৈরুপচারৈর্ম্মনোহরৈঃ ॥২৬॥
সংপূজ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা প্রজপেন্মন্ত্রমুত্তমম্ ।
কাত্যায়ন্যা মহামন্ত্রং শৃণুষ্ব নগনন্দিনি ॥২৭॥

পূরিত। তন্মধ্যে নানা রত্নখচিত বিচিত্র পর্য্যঙ্ক শোভা পাইতেছে। উহা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাত্মক চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ। ঐ পর্য্যঙ্কোপরি পঞ্চাশৎ মাতৃকাযুক্ত ও চতুর্ব্বেদসমন্বিত পরম সিংহাসন শোভিত হইয়াছে। নারদাদি শ্রেষ্ঠ মুনিগণ ঐ সিংহাসনের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। হে মহেশানি! তত্রোপরি মঙ্গলপ্রদা নিত্যা কাত্যায়নী অবস্থিতি করিতেছেন ॥১৯—২৪॥ কাত্যায়নীর বামভাগে পদ্মিনী দেবী সিংহ আশ্রয়পূর্ব্বক কৃষ্ণসমাগম যাবৎ বিরাজিতা ছিলেন। পদ্মিনীদেবী পরমেশ্বররূপী পার্থিব শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক বিবিধ পুষ্প ও নানাবিধ মনোহর উপচার দ্বারা ভক্তি সহকারে যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া কাত্যায়নীর মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন ॥২৫—২৬॥ হে নগেন্দ্রদুহিতে! হে পরমেশানি! কাত্যায়নীর মহা মন্ত্র শ্রবণ কর।

ওঁ হ্রীং কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং কৃষ্ণং পতিং মে কুরু তে নমঃ।
হ্রীং ওঁ এতদ্ভাগবতীং বিদ্যাং কাত্যায়ন্যাঃ
প্রতিষ্ঠিতাম্ ॥২৮॥
প্রজপেৎ সততং বিদ্যাং পদ্মিনী পদ্মমালিনী ॥২৯॥
কতিচিৎ দিবসে দেবি আবিরাসীৎ জগন্ময়ী।
কাত্যায়নী মহাবিদ্যা স্বয়ং মহিষমর্দ্দিনী ॥৩০॥

শ্রীকাত্যায়ন্যুবাচ ;—

কা ত্বং মঞ্জুপলাশাক্ষি কথমেকাকিনী প্রিয়ে।
কিমর্থমাগতা ভদ্রে সাম্প্রতং কথয় প্রিয়ে ॥৩১॥

শ্রীপদ্মিন্যুবাচ ;—

কাত্যায়নি মহামায়ে নমস্তে হরবল্লভে।
কৃষ্ণমাতর্নমস্তুভ্যং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহম্ ॥৩২॥

"ওঁ হ্রীং কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি নন্দগোপসুতং কৃষ্ণং পতিং মে কুরু তে নমঃ ওঁ হ্রীং" ইহাই কাত্যায়নীর শ্রেষ্ঠ মন্ত্র। পদ্মমালিনী পদ্মিনী নিরন্তর এই মহামন্ত্র জপ করিতেন ॥২৭—২৯॥ হে দেবি! পদ্মিনীর উপাসনায় আকৃষ্ট হইয়া কতিপয় দিবসের মধ্যেই মহিষমর্দ্দিনী জগন্ময়ী মহাবিদ্যা কাত্যায়নীদেবী স্বয়ং আবির্ভূতা হইলেন ॥৩০॥

শ্রীকাত্যায়নীদেবী কহিলেন ;—হে মঞ্জুপলশাক্ষি প্রিয়ে! তুমি কে? হে ভদ্রে! তুমি একাকিনীই বা এখানে কি নিমিত্ত আসিয়াছ; তাহা বল।

শ্রীপদ্মিনীদেবী বলিতে লাগিলেন ;—হে মহামায়ে কাত্যায়নি!

কঃ পিতা মম দেবেশি কস্যাহং পরমেশ্বরি ।
ত্রিপুরা জগতাং মাতাহং তস্যাঃ পরিচারিকা ॥৩৩॥
মম নাম মহেশানি পদ্মিনী পরমেশ্বরি ।
বাসুদেবস্য চার্ব্বঙ্গি কদা মে দর্শনং ভবেৎ ॥৩৪॥

শ্রীকাত্যায়ন্যুবাচ ;—

মা ভয়ং কুরুষে পুত্রি কৃষ্ণং প্রাপ্স্যসি সাম্প্রতম্ ।
হেমন্তে চ সিতে পক্ষে পৌর্ণমাস্যাং শুচিস্মিতে ।
বাসুদেবেন দেবেশি তব সঙ্গো ভবিষ্যতি ॥৩৫॥
অকার্য্যং বাসুদেবস্য তব সঙ্গং বিনা প্রিয়ে ।
তব সঙ্গাদ্ধি চার্ব্বঙ্গি কৈবল্যং পরমং পদম্ ॥৩৬॥

তুমি হরির বল্লভা, তুমিই শ্রীকৃষ্ণের জননী, তোমাকে নমস্কার ; তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার। হে পরমেশ্বরি দেবি ! আমার পিতা কে, আমি কাহার কন্যা কিছুই আমি অবগত নহি। আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ত্রিপুরাদেবী ত্রিজগতের মাতা, আমি তাঁহার পরিচারিকা। হে মহেশানি ! হে পরমেশ্বরি ! আমার নাম পদ্মিনী। হে চার্ব্বঙ্গি ! কতদিনে বাসুদেবের সহিত আমার দর্শন হইবে, তাহা আপনি বলুন ॥৩১—৩৪॥

শ্রীকাত্যায়নীদেবী কহিলেন ;—হে পুত্রি পদ্মিনি ! তুমি ভীতা হইও না ; শীঘ্রই শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইবে। হে শুচিস্মিতে ! হেমন্ত ঋতুতে শুক্লপক্ষীয় পূর্ণিমা তিথিতে তোমার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন হইবে। তোমার সঙ্গ ব্যতীত বাসুদেবের কোন কার্য্যই নাই—তিনি নিশ্চল কার্য্য-কারণ রহিত। হে চার্ব্বঙ্গি ! তোমার সঙ্গ লাভ হইলেই পরমপদ কৈবল্য লাভ হইয়া থাকে ॥৩৫—৩৬॥

ভাদ্রে মাস্যসিতে পক্ষে রোহিণ্যামষ্টমী তিথৌ ।
আবিরাসীন্মহাবিষ্ণুর্নান্যথা গদিতং মম ॥৩৭॥
ইত্যুক্ত্বা সা মহামায়া তত্রৈবান্তরধীয়ত ।
ততো হৃষ্টমনা ভূত্বা পদ্মিনী কমলেক্ষণা ॥৩৮॥
সিংহাসনং সমাশ্রিত্য কাত্যায়ন্যাঃ শুচিস্মিতে ।
সংস্থিতা পদ্মিনী রাধা যাবৎ কৃষ্ণসমাগমঃ ॥৩৯॥
অন্যাভির্গোপকন্যাভির্বর্দ্ধমানা গৃহে গৃহে ।
তাঃ সর্ব্বাঃ পরমেশানি দেবকন্যাঃ সহস্রশঃ ॥৪০॥
কৃষ্ণস্তু দেবকীপুত্রো নন্দগেহে চ সুন্দরি ।
দিনে দিনে মহেশানি বর্দ্ধতে কমলেক্ষণে ।
বালপৌগণ্ডকৈশোরবয়সা কমলেক্ষণে ॥৪১॥

ইতি শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে ঊনবিংশঃ পটলঃ ॥*॥

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় রোহিণীনক্ষত্রাশ্রিত অষ্টমী তিথিতে মহা বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইলেন ; আমি যাহা বলিলাম, তাহার অন্যথা হইবে না ॥৩৭॥ ইহা বলিয়া মহামায়া কাত্যায়নীদেবী সেখান হইতে অন্তর্হিতা হইলেন । কমললোচনা পদ্মিনীদেবীও হৃষ্টচিত্ত হইয়া কাত্যায়নীর সিংহাসন আশ্রয়পূর্ব্বক কৃষ্ণসমাগম যাবৎ অবস্থিতা রহিলেন ॥৩৮—৩৯॥ হে পরমেশানি ! অন্যান্য গোপকন্যাগণের সহিত স্বগৃহে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন । পদ্মিনীর সহচরীগণ সকলেই দেবকন্যা । হে সুন্দরি ! হে কমলপত্রাক্ষি মহেশানি ! দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ নন্দগৃহে দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যথাক্রমে বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোরকালে উপনীত হইলেন ॥৪০—৪১॥

শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে ঊনবিংশ পটল সমাপ্ত ॥০॥

বিংশঃ পটলঃ।

শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—

রহস্যং পরমং গুহ্যং সুন্দরং সুমনোহরম্।
নিগদামি বরারোহে সাবধানাবধারয় ॥১॥
কৃষ্ণস্য পরমেশানি পরিবারান্ শৃণু প্রিয়ে।
মান্যো ভ্রাতা ভুবো দাস্যো বয়স্যাঃ সেবকাদয়ঃ
গোষ্ঠে সহচরাশ্চৈব শ্রেয়স্যশ্চ পুরঃক্রমাৎ ॥২॥
বরিষ্ঠো ব্রজগোষ্ঠানাং স কৃষ্ণস্য পিতামহঃ।
বরীয়সীতি বিখ্যাতা মহীসান্যা পিতামহী ॥৩॥
মাতামহো মহোৎসাহঃ স্যাদস্য সুমুখীভিধঃ।
খ্যাতা মাতামহী শ্রেষ্ঠা পাটলা নামধেয়তঃ ॥৪॥
পিতা ব্রজার্পিতানন্দো নন্দো ভুবনবন্দিতঃ।
মাতা গোপযশোদাত্রী যশোদা মোদমেদুরা ॥৫॥

শ্রীঈশ্বর বলিতে লাগিলেন ;—হে বরারোহে ! সুন্দর ও মনোজ্ঞ পরম গুহ্য রহস্য বলিতেছি, সাবহিত চিত্তে শ্রবণ কর ॥১॥ হে প্রিয়ে মহেশানি ! শ্রীকৃষ্ণের মান্য ব্যক্তি, ভ্রাতা, দাসী, বয়স্য, সেবক, গোষ্ঠ-সহচর, প্রেয়সী প্রভৃতি পরিবারগণের বিষয় যথাক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥২॥ যিনি ব্রজবাসিগণের বরিষ্ঠ, তিনি শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ, আর যিনি ভূপৃষ্ঠে মান্যা, বরীয়সী ও বিখ্যাতা, তিনি মাতামহী। তাঁহার মাতামহ মহোৎসাহ এবং মাতামহী সুমুখী পাটলা নামে বিখ্যাত।

উপানন্দোঽভিনন্দশ্চ পিতৃব্যৌ পূর্ব্বজৌ পিতুঃ।
পিতৃব্যৌ তু কনীয়াংসৌ স্যাতাং নন্দসনন্দনৌ ॥৬॥
পিতৃষস্রা নন্দিনী চ স্বস্রা মাতুর্যশস্বিনী ॥৭॥
তারুণ্ডা জটিলা ভেলা করালা করবালিকা।
ঘর্ঘরা মুখরা ঘোরা ঘণ্টা মাতামহী সমাঃ ॥৮॥
পিঙ্গলঃ কপিলঃ পিঙ্গো মাঠরঃ পীঠপট্টিশৌ।
শঙ্করঃ সঙ্গবো ভৃঙ্গো বিঙ্গাদ্যাঃ জনকোপমাঃ ॥৯॥
তরঙ্গাক্ষি তরণিকা শুভদা মালিকাঙ্গদা।
বৎসলা কুশলা তালী মেদুরাদ্যাঃ প্রসূপমাঃ ॥১০॥
অম্বাথ অম্বিকা চৈব ধাতৃকা স্তন্যদায়িনী।
সুলতা গোতমী যামী চণ্ডিকাদ্যা দ্বিজস্ত্রিয়ঃ ॥১১॥

যিনি ব্রজবাসিগণের হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করেন এবং যিনি জগৎ-বন্দিত, সেই মহাত্মা নন্দ তাঁহার পিতা; আর গোপগণের যশঃপ্রদাত্রী ও নিবিড়স্নেহশীলা যশোদা তাঁহার মাতা। উপানন্দ ও অভিনন্দ তাঁহার পিতৃ-পূর্ব্বজ, জ্যেষ্ঠতাত; আর নন্দ ও সনন্দন খুল্লতাত। পিতৃষসার নাম নন্দিনী ও মাতৃষসার নাম যশস্বিনী। তারুণ্ডা, জটিলা, ভেলা, করালা, করবালিকা, ঘর্ঘরা, মুখরা, ঘোরা ও ঘণ্টা নাম্নী রমণীগণ ইঁহারা মাতামহীসদৃশা। পিঙ্গল, কপিল, পিঙ্গ, মাঠর, পীঠ, পট্টিশ, শঙ্কর, সঙ্গব, ভৃঙ্গ ও বিঙ্গাদি ব্যক্তিগণ জনকসদৃশ ॥৩—৯॥ তরঙ্গাক্ষি, তরণিকা, শুভদা, মালিকা, অঙ্গদা, বৎসলা, কুশলা, তালী ও মেদুরা প্রভৃতি রমণীগণ মাতৃ-সদৃশ। অম্বা, অম্বালিকা, সুলতা, গোমতী, যামী ও চণ্ডিকা নাম্নী দ্বিজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্য প্রদান করিতেন ॥১০—১১॥

অগ্রগামী বয়স্যানাং প্রলম্বস্তস্য চাগ্রজঃ ।
সমুদ্রঃ কুণ্ডলো দণ্ডী মণ্ডলোমী পিতৃব্যজাঃ ॥১২॥
বয়স্যাঃ কৃষ্ণচন্দ্রস্য তে চ সর্ব্বে চতুর্ব্বিধা ।
সুহৃৎ সখা প্রিয়সখা প্রিয়নর্ম্মসখাস্তথা ॥১৩॥
সুহৃদো মণ্ডলী ভদ্র ভদ্রবর্দ্ধনগোভটাঃ ।
কুলবীরো মহাভীমো দিব্যশক্তিঃ সুরপ্রভঃ ॥১৪॥
বনস্থিরাদয়ো জ্যেষ্ঠকলাঃ সংরক্ষণায় বৈ ।
বিশালবৃষভো জম্বিদেবপ্রস্থবরূথপাঃ ।
মন্দারকুসুমাপীড়মণিবন্ধকরাঃ সমাঃ ॥১৫॥
মন্দারশ্চন্দনঃ কুন্দঃ কলিন্দকুলিকাদয়ঃ ।
কনিষ্ঠকল্পাঃ সেবায়াং সখায়ো রিপুনিগ্রহাঃ ॥১৬॥

বয়স্যগণের মধ্যে প্রলম্ব শ্রেষ্ঠ । সমুদ্র, কুণ্ডল, দণ্ডী ও মণ্ডলোমী ইঁহারা পিতৃব্যপুত্র এবং শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ । শ্রীকৃষ্ণের বয়স্য চতুর্ব্বিধ ;—সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা ও প্রিয় নর্ম্মসখা । শ্রীকৃষ্ণের সুহৃদ্‌গণ—মণ্ডলী, ভদ্র, ভদ্রবর্দ্ধন, গোভট, কুলবীর, মহাভীম, দিব্যশক্তি, সুরসুভ ও বনস্থির নামে অভিহিত । বিশাল, বৃষভ, জম্বী, দেবপ্রস্থ ও বরূথপ শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠকল্প এবং ইঁহারা বনমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের রক্ষ বিধান করিতেন । ইঁহারা সকলেই মন্দারপুষ্পের মণিবন্ধ ধারণ করিয়াছেন । মন্দার, চন্দন, কুন্দ, কলিন্দ ও কুশিক—ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের রিপুদমনকারী সখা এবং কনিষ্ঠের ন্যায় সেবা কার্য্যে নিযুক্ত ॥১২—১৬॥

অথ প্রিয়সখা দামসুদামবসুদামকাঃ।
শ্রীদামাদ্যাঃ সখা যত্র শ্রীকৃষ্ণানন্দবর্দ্ধনঃ।
সমস্তমিত্রসেনানাং ভদ্রসেনশ্চ ভূপতিঃ ॥১৭॥
রময়ন্তি প্রিয়সখাঃ কেলিভির্বিবিধৈরমী।
নিযুক্তদণ্ডযুদ্ধাদিকৌতুকৈরপি কেশবম্ ॥১৮॥
সুবলার্জ্জুনগন্ধর্ববসন্তোজ্জ্বলকোকিলাঃ।
সনন্দনবিদগ্ধাভ্যাং প্রিয়নর্ম্মসখাঃ স্মৃতাঃ ॥১৯॥
ভদ্রহস্যন্তু নাস্ত্যেব যদমীষাং ন গোচরঃ।
শ্রীদামনন্দনস্তত্র সৌহৃদানন্দসুন্দরঃ।
বিলাসিশেখরো যস্য বিলাসনবশীকৃতঃ ॥২০॥
মধুমঙ্গলপুষ্পাদ্যা পরিহাসবিদূষকাঃ।
বিবিধাঃ সেবকাস্তস্য চৈকসখ্যপরায়ণাঃ ॥২১॥

দাম, সুদাম, বসুদাম ও শ্রীদাম, ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্দ্ধক সখা। ভদ্রসেন সমস্ত মিত্রসেনার অধিপতি। প্রিয়সুহৃদ্‌গণ নিরন্তর বিবিধ কেলি ও যুদ্ধাদি কৌতুক দ্বারা শ্রীহরির প্রীতি সাধন করিতেন। সুবল, অর্জ্জুন ও গন্ধর্ব্ব ইঁহারা বসন্তোজ্জ্বলকোকিল বলিয়া অভিহিত এবং সনন্দন ও বিদগ্ধ—ইঁহারা দুই জন শ্রীহরির প্রিয় কেলিসখা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের এরূপ কোন রহস্য কার্য্যই ছিল না, যাহা শ্রীদামাদি বয়স্যগণের অগোচর ছিল। ইহারা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্দ্ধন করিত, শ্রীকৃষ্ণও ইহাদের বিলাসে বশীভূত ছিলেন ॥১৭—২০॥ মধুমঙ্গল ও পুষ্পাদি নামক কতকগুলি বয়স্য শ্রীকৃষ্ণের বিদূষকস্বরূপ ছিল এবং ইহারা নিরন্তর পরিহাসরহস্যে শ্রীহরির হর্ষোৎপাদন করিত। এতদ্ব্যতীত অনেকগুলি বয়স্য ছিল,

রক্তকঃ পত্রকঃ পাত্রী মধুকণ্ঠো মধুব্রতঃ।
তদ্বেণুশৃঙ্গমুরলীযষ্টিপাশাদিধারিণঃ ॥২২॥
পৃথুকাঃ পার্ষদাঃ কেলিকলালাপকুলাকরাঃ।
পল্লবো মঙ্গলঃ ফুল্লঃ কোমলঃ কপিলাদয়ঃ।
সুবিলাক্ষ বিশালাক্ষ-রসালরসশালিনঃ ॥২৩॥
জম্বুনদ্যাশ্চ তাম্বূলপরিষ্কারবিচক্ষণাঃ।
পয়োদবারিদাদ্যাস্তু নীরসংস্কারকারিণঃ ॥২৪॥
বস্ত্রোপস্কারনিপুণাঃ সারঙ্গকুবলাদয়ঃ।
প্রেমকন্দমহাগন্ধসৈরিন্ধ্রিমধুকন্দলাঃ।
মকরন্দাদয়শ্চামী শৃঙ্গাররসকারিণঃ ॥২৫॥
সুমনঃ কুসুমোল্লাসপুষ্পহাসহরাদয়ঃ।
গন্ধাঙ্গরাগমাল্যাদি পুষ্পালঙ্কৃতকারিণঃ ॥২৬॥

তাহারা শ্রীহরির সেবা কার্য্য সম্পাদন করিত। রক্তক, পত্রক, পাত্রী, মধুকণ্ঠ ও মধুব্রত, ইহারা শ্রীকৃষ্ণের মুরলী, শৃঙ্গ, যষ্টি ও পাশাদি বহন করিত। পৃথুকাদি পার্শ্বচরগণ নিরন্তর কেলিরসপূর্ণ আলাপ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চিত্তবিনোদন করিত। পল্লব, মঙ্গল, ফুল্ল, কোমল, কপিল, সুবিলাক্ষ ও বিশালাক্ষ প্রভৃতি রসিক সহচরগণ শ্রীহরির রসসম্পাদক ছিল। জাম্বুনদ প্রভৃতি বয়স্যগণ তাম্বূল পরিষ্কারে দক্ষ ছিল এবং পয়োদ ও বারিদ প্রভৃতি সহচরবৃন্দ জলসংস্কার ও সারঙ্গ কুবলাদি বয়স্যগণ বস্ত্র পরিষ্কারে নিপুণ ছিল। প্রেমকন্দ, মহাগন্ধ, সৈরিন্ধ্রি, মধুকন্দল ও মকরন্দাদি বয়স্যগণ শ্রীহরির শৃঙ্গার-রসবর্দ্ধক ছিল ॥২১—২৫॥ সুমন, কুসুমোল্লাস, পুষ্পহাস প্রভৃতি সহচরবৃন্দ গন্ধচন্দনাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গরাগ করিয়া পুষ্প ও মাল্যাদি দ্বারা

দক্ষাঃ সুরঙ্গভদ্রাঙ্গকর্পূরকুসুমাদয়ঃ।
নাপিতাঃ কেশসংস্কারে মর্দ্দনে দর্পণার্পণে ॥২৭॥
কোষাধিকারিণঃ সচ্ছসুশীতলগুণাদয়ঃ।
বিমলকমলাদ্যাশ্চ স্থালীপীঠাদিকারিণঃ ॥২৮॥
ধনিষ্ঠা চন্দনকলা গুণমালা রতিপ্রভা।
ভবানীন্দুপ্রভা শোভা রম্ভাদ্যাঃ পরিচারিকাঃ ॥২৯॥
গৃহসম্মার্জ্জনে দক্ষাঃ সর্ব্বকার্য্যেষু কোবিদাঃ।
চেট্যঃ কুরঙ্গী ভৃঙ্গারী সুলম্বা লম্বিকাদয়ঃ ॥৩০॥
চতুরশ্চারণো ধীমান্‌ পেশলাদ্যাশ্চরোত্তমাঃ।
চরন্তি গোপগোপীষু নানাবেশেন তে সদা ॥৩১॥

তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিত। সুরঙ্গাদি নাপিতগণ কেশসংস্কার, অঙ্গ মর্দ্দন ও দর্পণ প্রদান কার্য্যে নিযুক্ত ছিল এবং ইহারা এই সকল কার্য্যে অত্যন্ত দক্ষ ছিল। শ্রীকৃষ্ণের কোষাধিকারী বয়স্যগণ সদ্‌গুণ-সম্পন্ন ছিল এবং বিমল ও কমলাদি নামক বয়স্যগণ পাকাদি কার্য্যে ও পীঠাদি আসনাধিকারে নিযুক্ত ছিল ॥২৬—২৮॥ ধনিষ্ঠা, চন্দন-কলা, গুণমালা, রতিপ্রভা, ভবানী, ইন্দুপ্রভা, শোভা ও রম্ভা নাম্নী পরিচারিকাগণ গৃহসম্মার্জ্জন কার্য্যে নিযুক্ত ছিল এবং ইহারা মার্জ্জন উপলেপনাদি যাবতীয় গৃহসংস্কার কার্য্যে অত্যন্ত দক্ষা। কুরঙ্গী, ভৃঙ্গারী, সুলম্বা ও লম্বিকা নাম্নী চারিটী সখী শ্রীকৃষ্ণের দাসীত্বে এবং পেশলাদি নামক চারিজন সহচর শ্রীহরির চরকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। এই চরচতুষ্টয় সর্ব্বদা বহুবিধ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া গোপগোপীদিগের নিকটে বিচরণ করিত ॥২৯—৩১॥

বৃন্দা বৃন্দারিকা মেনা সুবলাদ্যাশ্চ দূতিকাঃ ।
কুঞ্জাদিসংস্ক্রিয়াভিজ্ঞা বৃন্দা তাসু বরীয়সী ॥৩২॥
নর্ত্তকাশ্চন্দ্রহাসেন্দুহাসচন্দ্রমুখাদয়ঃ ।
সুধাকরসুধাদানসারঙ্গাদ্যামৃদঙ্গিনঃ ॥৩৩॥
কালান্তরে চ দেবেশি ভেরীবাদিত্রবাদকাঃ ।
কালকণ্ঠঃ সুধাকণ্ঠঃ শুককণ্ঠাদয়োঽপ্যমী ॥৩৪॥
সর্ব্বপ্রবন্ধনিপুণা রসজ্ঞাস্তানকারিণঃ ।
নির্লেজ্জকস্তু সুমুখো দুর্লভো রঞ্জনাদয়ঃ ॥৩৫॥
পুণ্যপুঞ্জস্তথা ভাগ্যরাশিশ্চৈব চ ডিণ্ডিমাঃ ।
বর্দ্ধকির্ব্বর্দ্ধমানাখ্যঃ খট্টাদিকটকারকাঃ ॥৩৬॥

বৃন্দা, বৃন্দারিকা, মেনা ও সুবলা নাম্নী রমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের দূতী ছিল এবং ইহারাই কুঞ্জের সংস্কারাদি কার্য্য করিত ; এই দূতীদিগের মধ্যে আবার বৃন্দাই শ্রেষ্ঠা। চন্দ্রহাস, ইন্দুহাস ও চন্দ্রমুখ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ শ্রীহরির সম্মুখে নৃত্য করিত ; আর সুধাকর, সুধাদান ও সারঙ্গাদি নামক ব্যক্তিগণ মৃদঙ্গাদি বাদ্য করিত। হে দেবেশি! হে পার্ব্বতি! কালকণ্ঠ, সুধাকণ্ঠ ও শুককণ্ঠ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ কখন কখন ভেরী বাজাইত। সর্ব্বপ্রবন্ধনিপুণ ও রসজ্ঞ নির্লেজ্জক, সুমুখ, দুর্লভ ও রঞ্জনাখ্য ব্যক্তিগণ সঙ্গীতকালে তান ধরিত ॥৩২—৩৫॥ পুণ্যপুঞ্জ, ভাগ্যরাশি, ডিণ্ডিম, বর্দ্ধকি ও বর্দ্ধমান নামক ব্যক্তিগণ শ্রীহরির খট্টাদিশয্যা রচনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। সুচিত্র ও বিচিত্রাখ্য ব্যক্তিদ্বয় চিত্রকর্ম্ম এবং কুণ্ড, কণ্ডোল ও কটুক ইহারা সর্ব্বপ্রকার কার্য্য সম্পাদন করিত ॥৩৬—৩৭॥

সুচিত্রশ্চ বিচিত্রশ্চ চিত্রকর্ম্মকরাবুভৌ।
সর্ব্বকর্ম্মকরাঃ কুণ্ডকণ্ডোলকটুকাদয়ঃ ॥৩৭॥
ধূমলা পিঙ্গলা গঙ্গা পিশাঙ্গী মানকস্তনী।
হংসীবংশীত্রিরেখাস্থা বৈচিক্যস্তস্য সুপ্রিয়াঃ।
পদ্মগন্ধাপিশঙ্গক্ষ্যৌ বলীবন্ধা রতিপ্রিয়া ॥৩৮॥
সুরঙ্গাস্থঃ কুরঙ্গাস্থো দধিকোণাভিধঃ কপিঃ।
ব্যাঘ্রভ্রমরকশ্চাসৌ রাজহংসঃ কলস্বনঃ ॥৩৯॥
বৃন্দাবনং মহোদ্যানং শ্রেয়ঃ পরমকারণম্‌।
ক্রীড়াগিরির্যথার্যাখ্যঃ শ্রীমান্‌ গোবর্দ্ধনো যতঃ ॥৪০॥
ঘাটো মানসগঙ্গায়াং পবঙ্গো নাম বিশ্রুতঃ।
সুবিকাশতরা নাম তরির্যত্র বিরাজতে ॥৪১॥
নাম্না নন্দীশ্বরং দেবি মন্দিরং স্ফুরদিন্দুবৎ।
আস্থালীমণ্ডপস্তত্র গণ্ডশৈলঃ সমুজ্জ্বলঃ।
আমোদবর্দ্ধনো নাম পবনো মোদবাসিতঃ ॥৪২॥

ধূমলা, পিঙ্গলা, গঙ্গা, পিশাঙ্গী, মানকস্তনী, হংসী, বংশী, ত্রিরেখা, বৈচিকী, পদ্মগন্ধা, পিশঙ্গাক্ষী, বলিপ্রিয়া ও রতিপ্রিয়া, ইহারা শ্রীকৃষ্ণের অতীব প্রিয়পাত্রী ॥৩৮॥ সুরঙ্গাস্থ, কুরঙ্গাস্থ ও দধিকোণাখ্য কপিগণ এবং ব্যাঘ্র, ভ্রমর ও রাজহংসের কলধ্বনিতে বৃন্দারণ্য মুখরিত। শ্রীমান্‌ গোবর্দ্ধনগিরি যেখানে বিদ্যমান, সেই মহোদ্যান বৃন্দাবন মোক্ষের প্রধান কারণ। বৃন্দাবনে মানসগঙ্গাতে পবঙ্গ নামক একটী ঘাট আছে, ঐ ঘাটে 'সুবিকাশতরা' নামে একখানি তরি (নৌকা) রহিয়াছে। হে দেবি পার্ব্বতি! ঐ ঘাটোপরি নন্দীশ্বর নামে এক মন্দির বিরাজমান থাকিয়া চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে

কুঞ্জাঃ কামমহাভীমমন্দারমনিলাদয়ঃ।
ন্যগ্রোধরাজভাণ্ডীরকদম্বকদলীগণাঃ ॥৪৩॥
যমুনায়া মহাতীর্থং খেলাতীর্থমিহোচ্যতে।
পরমশ্রেষ্ঠয়া সার্দ্ধং সদা যত্র সুখে রতিঃ ॥৪৪॥
লীলাপদ্মং সদা স্মেরং গেণ্ডুকশ্চিত্রকারকঃ।
শিঞ্জিনীমঞ্জুলশরং মানবদ্ধাটনীযুগম্ ॥৪৫॥
বিলাসকার্ম্মুকং নাম কার্ম্মুকং স্বর্ণচিত্রিতম্।
মন্ত্রঘোষো বিষাণোঽস্য বংশী ভুবনমোহনঃ ॥৪৬॥
রাধাকৃষ্মীনরড়িশী মহানন্দাভিধাপি চ।
ষড়্‌রন্ধ্রবন্ধনো বেণুঃ খ্যাতো মদনবর্দ্ধনঃ ॥৪৭॥
পাণৌ পশুবশীকারৌ দোহস্যমৃতদোহনী।
অ॰াপাতি সংহারাঙ্কা নবরত্নাঙ্কিতো ভুজে ॥৪৮॥

এবং ঐ স্থানে অলস্থানী নামক মণ্ডপ (বিশ্রাম গৃহ) ও আমোদ-বর্দ্ধনাখ্য এক সমুজ্জ্বল গণ্ডশৈল বিরাজিত রহিয়াছে; সুগন্ধবাহী সমীরণ ঐ স্থানে নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। ঐ স্থানে কদম্ব, ভাণ্ডীর, ন্যগ্রোধ (বট) ও কদলীবৃক্ষ বিদ্যমান থাকিয়া কুঞ্জশ্রী সম্পাদন করিতেছে ॥৩৯—৪৩॥ মহাতীর্থ যমুনা শ্রীকৃষ্ণের জলকেলি স্থান; ঐ স্থানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠা সখীগণ সমভিব্যাহারে সর্ব্বদা সুখে রমণ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাপদ্ম সর্ব্বদা বিকশিত ও গেণ্ডুক (বালকের খেলনার দ্রব্য বিশেষ) চিত্রময়। শ্রীহরির স্বর্ণ-চিত্রিত ধনুকের নাম বিলাসকার্ম্মুক; উহার অগ্রভাগদ্বয় মনোহর মৌর্ব্বী দ্বারা আবদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গ মন্ত্রঘোষ নামে প্রখ্যাত, তাঁহার বংশী ত্রিলোকমোহন; ঐ বংশী রাধা শব্দে মৎস্যযুক্ত বড়িশবৎ বিশ্ব-

অঙ্গদৈরঙ্গদাভিক্ষে চিক্কণে নাম কঙ্কণে।
কিঙ্কিণীক্বণঝঙ্কারমঞ্জিরৌ হংসগঞ্জনৌ।
কুরঙ্গনয়নাচিত্তকুরঙ্গহরশিঞ্জিতৌ ॥৪৯॥
হারস্তারাবলী নাম মণিমালা তড়িৎপ্রভা।
বদ্ধরাধাপ্রতিকৃতিনিষ্কো হৃদয়মোদনঃ।
কৌস্তুভাখ্যো মণির্যেন প্রবিষ্টে হৃদিশোভনঃ ॥৫০॥
কুণ্ডলে মকরাকারে রতিরাগাদিবর্দ্ধনে।
কিরীটং রত্নরূপাখ্যং চূড়াচামরডামরম্‌।
নানারত্নবিচিত্রাখ্যং মুকুটং শ্রীহরের্ব্বিদুঃ ॥৫১॥
পত্রপুষ্পময়ী মালা বনমালা পদাবধি।
বৈজয়ন্তী-কুসুমৈশ্চ পঞ্চবর্ণৈর্ব্বিনির্ম্মিতা ॥৫২॥

সংসারকে আকর্ষণ করিতেছে। মহানন্দাখ্য ঐ বংশীতে ছয়টি রন্ধ্র এবং উহার ধ্বনি ত্রিলোকের কামবর্দ্ধক। শ্রীকৃষ্ণের পাণিদ্বয়ে পশু-বশীকরণরূপ যে দোহনপাত্র বিদ্যমান, তাহা নানাবিধ রত্নে সুসজ্জিত। শ্রীহরির চরণস্থিত কিঙ্কিণী ও নূপুরের রুণুঝুণু ধ্বনিতে হংসগঞ্জিত গতিশীলা ও মৃগনয়নাদিগের চিত্ত আকর্ষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের গলদেশে তারাবলী নামক মণিমণ্ডিত হার শোভা পাইতেছে; উহা তড়িতের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট এবং শ্রীমতী রাধার প্রতিকৃতিসমন্বিত ও হৃদয়-মোহন; উহাতে কৌস্তুভমণি বিরাজিত থাকিয়া হৃদয়ের শোভা সম-ধিক বর্দ্ধন করিতেছে। তাঁহার শ্রুতিমূলস্থ মকরাকৃতি কুণ্ডল রতি-রাগ-বর্দ্ধক। তদীয় শিরোদেশে নানারত্নবিচিত্রিত কিরীট শোভা পাই-তেছে। শ্রীহরির গলদেশে পত্রপুষ্পনির্ম্মিত মালা আপাদবিলম্বিত হইয়া শোভা পাইতেছে, উহা পঞ্চবর্ণ বৈজয়ন্তী পুষ্পে বিনির্ম্মিত ॥৪৪—৫২॥

কশ্চিৎ কৃষ্ণগণাশ্চান্যাঃ পরিবারতয়া যুতাঃ।
গাঙ্গীমুখ্যশ্চ ব্রহ্মণেশ্চেট্টো ভৃঙ্গারিকাদিকাঃ ॥৫৩॥
পূর্ণা বৎসতরী তুঙ্গী কক্থটী নাম কর্কটী।
কুরঙ্গী রঙ্গিলা খ্যাতা চকোরী চারুচন্দ্রিকা ॥৫৪॥
অহোরাত্রং চরিত্রাণি ললিতা-বিশ্বনাথয়োঃ।
গায়ন্তি চিত্রয়া বাচা যা চিত্রং কুরুতে সখী।
নিবহন্তি নিজে কুঞ্জে মৃদঙ্গবেণুরাধিকা ॥৫৫॥

ইতি শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে বিংশঃ পটলঃ ॥*॥

গঙ্গামুখী, ব্রাহ্মণী ও ভৃঙ্গরিকাদি চেটিকাগণ শ্রীকৃষ্ণের পোষ্য-পরিবার মধ্যে গণনীয়। পূর্ণা, বৎসতরী, তুঙ্গী, ককৃকটী, কর্কটী, কুরঙ্গী, রঙ্গিনী চকোরী ও চন্দ্রিকা প্রভৃতি সখীগণ ললিতবচনে অহোরাত্র রাধাকৃষ্ণের চরিত্র-গাথা গান করিতেছে এবং রাধাকৃষ্ণের প্রীতি-বর্দ্ধনার্থ শ্রীমতীকে কুঞ্জে লইয়া যাইতেছে ॥৫৩—৫৫॥

শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে বিংশ পটল সমাপ্ত ॥০॥

একবিংশঃ পটলঃ।

শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—

শৃণু দেবি পরং তত্ত্বং বাসুদেবস্য যোগিনি।
অত্যন্তমধুরং শান্তং সর্ব্বজ্ঞানোত্তমোত্তমম্ ॥১॥
মোহস্তন্দ্রাজ্ঞতা রৌক্ষং বশতা কামতা তথা।
লোলতা মদমাৎসর্য্যং হিংসাখেদপরিশ্রমাঃ ॥২॥
অসত্যং ক্রোধ আকাঙ্ক্ষা আশঙ্কা চিত্তবিভ্রমঃ।
বিষমত্বং পরাপেক্ষা দোষা অষ্টাদশ স্মৃতাঃ ॥৩॥
অষ্টাদশ মহাদোষরহিতা ভগবতনুঃ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী নিত্যা বিজ্ঞানানন্দরূপিণী ॥৪॥
ন তস্যা প্রাকৃতা মূর্ত্তির্মাংসমেদোঽস্থিসম্ভবাঃ।
যোগাচ্চৈব মহেশানি সর্ব্বাত্মা নিত্যবিগ্রহম্ ॥৫॥

শ্রীঈশ্বর বলিলেন ;—হে দেবি যোগিনি! বাসুদেবের পরম তত্ত্ব শ্রবণ কর; ইহা অত্যন্ত মধুর, শান্ত এবং সর্ব্ববিধ শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হইতেও উত্তম ॥১॥ দোষ অষ্টাদশ প্রকার; যথা,—মোহ, তন্দ্রাজ্ঞতা, রৌক্ষ, বশতা, কামতা, লোলতা, মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা, চিত্তবিভ্রম, বিষমতা ও পরাপেক্ষা। ভগবানের দেহ এই অষ্টাদশ-দোষশূন্য এবং সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়, নিত্য ও বিজ্ঞানানন্দরূপী ॥২—৪॥ হে মহেশানি! মানব-দেহ যেরূপ মাংস, মেদ ও অস্থি প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত, ভগবানের দেহ তদ্রূপ প্রাকৃত

যো বেত্তি ভৌতিকং দেহং বাসুদেবস্য পার্ব্বতি।
তং দৃষ্ট্বা অথবা স্পৃষ্ট্বা ব্রহ্মহত্যামবাপ্নুয়াৎ ॥৬॥
ত্রিবিস্তীর্ণং ত্রিগভীরং ত্রিখর্ব্বং সুমনোহরম্।
পঞ্চদীর্ঘং পঞ্চসূক্ষ্মং ষট্তুঙ্গং সপ্ত রক্তিমা ॥৭॥
বিগ্রহে লক্ষণং জ্ঞেয়ং বাসুদেবস্য পার্ব্বতি।
নাভিকণ্ঠং কপোলৌ চ তথা বক্ষস্থলং হরেঃ ॥৮॥
ত্রিবিস্তীর্ণং ত্রিগম্ভীরং ত্রিখর্ব্বত্বং হরের্ব্বিদুঃ।
খর্ব্বতা ত্রিষু বিজ্ঞেয়া নখকেশাধরেষু চ।
নাভৌ হস্তে চ নেত্রে চ গাম্ভীর্য্যং কবয়োর্ব্বিদুঃ ॥৯॥
পাণিপাদৌ চ হস্তে চ নেত্রয়োর্হস্তয়োস্তথা।
দীর্ঘবাতপঞ্চ বিজ্ঞেয়া বাসুদেবস্য পার্ব্বতি ॥১০॥

নহে। ভগবান যোগপ্রভাবে সর্ব্বাত্মরূপী নিত্য দেহ ধারণ করিয়াছেন ॥৫॥ হে পার্ব্বতি! যে ব্যক্তি ভগবান্ বাসুদেবের দেহ ভৌতিক বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাকে দেখিলে অথবা স্পর্শ করিলে, ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় ॥৬॥ পার্ব্বতি! বাসুদেবের দেহের তিনটী স্থান বিস্তীর্ণ, তিনটী স্থান গম্ভীর, তিনটী স্থান খর্ব্ব, পাঁচটী স্থান দীর্ঘ, পাঁচটী স্থান সূক্ষ্ম, ছয়টী স্থান তুঙ্গ (উন্নত) এবং সাতটী স্থান রক্তিম; ভগবান বাসুদেবের দেহের ঈদৃশ লক্ষণ জানিবে। পার্ব্বতি! বিস্তীর্ণ-গম্ভীরাদির বিষয় যাহা কথিত হইল, তাহার বিশেষ বর্ণনা করিতেছি; শ্রীহরির নাভি, কণ্ঠ, কপোল, বক্ষঃস্থল প্রভৃতি স্থানসমূহের কোন স্থানত্রয় বিস্তীর্ণ, কোন স্থানত্রয় গভীর, কোন স্থানত্রয় খর্ব্ব বলিয়া জানিবে। বাসুদেবের নখ, কেশ ও অধর, খর্ব্ব এবং নাভি, হস্ত ও নেত্র গম্ভীর, ইহা ধীমান ব্যক্তি

গ্রীবায়াং মধ্যদেশে তু জঙ্ঘায়াং দন্তকুন্তলে।
সূক্ষ্মতা পঞ্চ বিজ্ঞেয়া বাসুদেবস্য কামিনি ॥১১॥
পাদয়োঃ করয়োর্ণাভৌ বক্ত্রে নাসাপুটদ্বয়ে।
নেত্রয়োঃ কর্ণয়োশ্চৈব হরেঃ সপ্তসু রক্তিমা ॥১২॥
নাসা-গ্রীবা-স্কন্ধ-বক্ষঃ-শিরঃ কটিষু পার্ব্বতি।
তুঙ্গত্বং বাসুদেবস্য দ্বাত্রিংশৎকারলক্ষণম্।
শরীরং পরমেশানি এতল্লক্ষণসংযুতম্ ॥১৩॥
এতৎ সর্ব্বং বরারোহে স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরী।
বাসুদেবো মহাবিষ্ণুঃ প্রদীপকণিকা ইব ॥১৪॥
ইদং শরীরমাশ্রিত্য নানালক্ষণসংযুতম্।
বিষ্ণুস্তু সগুণো ভূত্বা নির্গুণোঽপি শুচিস্মিতে ॥১৫॥

বলিয়া থাকেন। হে পার্ব্বতি! ভগবান্ বাসুদেবের হস্ত, পদ ও চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চ স্থল দীর্ঘ বলিয়া জানিবে ॥৭—১০॥ হে দেবি! ভগবানের গ্রীবা, কটি, জঙ্ঘা, দন্ত ও কুন্তল—এই পাঁচটী সূক্ষ্ম এবং পদদ্বয়, করদ্বয়, নাভি, বক্ত্র, নাসাপুটদ্বয়, নেত্রদ্বয় ও কর্ণদ্বয়—এই সপ্তস্থান রক্তাভ। হে পার্ব্বতি! শ্রীহরির নাসিকা, গ্রীবা, স্কন্ধ, বক্ষঃ, শিরঃ ও কটিদেশ উন্নত। হে পরমেশানি! বাসুদেবের শরীর দ্বাত্রিংশৎ চিহ্নে চিহ্নিত। হে বরারোহে! এই সমস্তই সাক্ষাৎ প্রকৃতিস্বরূপ। হে শুচিস্মিতে! মহাবিষ্ণু বাসুদেব প্রদীপকলিকার ন্যায় নানালক্ষণসংযুক্ত এই শরীর আশ্রয় করতঃ নির্গুণ হইয়াও প্রকৃতির সহযোগবশতঃ সগুণ হইয়া সর্ব্বদা কর্ম্মকর্ত্তারূপে বিরাজ করিতেছেন। প্রকৃতির সহযোগ-হেতুই জগতের সৃষ্টাদি কর্ত্তৃক ইহাতে আরোপিত হইতেছে; অন্যথা ইনি নিশ্চল। বাসুদেবের

কর্ম্মকর্ত্তা সদা বিষ্ণুরন্যথা নিশ্চলং সদা ।
শরীরং কালিকা সাক্ষাদ্বাসুদেবস্য নান্যথা ॥১৬॥
বৃন্দাবনরহস্যং যৎ মহামায়া স্বয়ং প্রিয়ে ।
শক্তিং বিনা মহেশানি পরংব্রহ্ম শবাকৃতিঃ ॥১৭॥
কৃষ্ণস্য নখচন্দ্রাভা কোটিব্রহ্মসমপ্রভা ।
কিমসাধ্যং মহেশানি বাসুদেবস্য কামিনি ।
সর্ব্বং হি বাসুদেবস্য ত্রিপুরাপদপূজনাৎ ॥১৮॥

শ্রীদেব্যুবাচ ;—

দেবদেব মহাদেব সংসারার্ণবতারক ।
কৃপয়া কথ্যতাং দেব পদ্মিনীতত্ত্বমুত্তমম্ ॥১৯॥

শরীর সাক্ষাৎ কালিকাস্বরূপ ॥১১—১৬॥ হে প্রিয়ে! বৃন্দাবন-রহস্য যাহা সন্দর্শন করিতেছ, তাহা সমস্তই মহামায়ার কার্য্য; হে মহেশানি! শক্তিব্যতীত পরমব্রহ্মও শবস্বরূপ জানিবে ॥১৭॥ হে মহেশানি! শ্রীকৃষ্ণের নখরকান্তি কোটি ব্রহ্মের সদৃশ; হে কামিনি! এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডে বাসুদেবের অসাধ্য কিছুই নাই। বাসুদেবের এই সমস্ত মাহাত্ম্য ত্রিপুরাদেবীর পূজারই ফল ॥১৮॥

শ্রীপার্ব্বতীদেবী কহিলেন ;—হে দেবদেব মহাদেব! আপনি সংসারার্ণবতারক, আপনিই সংসার-সাগরে নিমজ্জমান জনগণকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। সুতরাং হে দেব! আপনি কৃপাপুরঃসর পদ্মিনীর উত্তম তত্ত্বসমূহ বলুন ॥১৯॥

শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—

পদ্মিনী রাধিকা-দূতী ত্রিপুরায়াঃ শুচিস্মিতে।
প্রত্যহং কুরুতে দেবি কুলাচারং সুদুর্লভম ॥২০॥
নানাতন্ত্রেষু যচ্চোক্তং কুলাচারমনুত্তমম্।
তৎসর্ব্বং পরমেশানি পদ্মিনী পরমাদ্ভুতম্ ॥২১॥
বিসৃজ্য বহুধা মূর্ত্তিং নায়িকাং পদ্মমালয়া।
কোটিশস্তু মহেশানি সৃষ্টা বৈ পদ্মিনী প্রিয়ে ॥২২॥
পদ্মিনী পরমাশ্চর্য্যা রাধিকা কৃষ্ণমোহিনী।
হেমন্তে প্রথমে মাসি হেমাঙ্গী নগনন্দিনি ॥২৩॥
যথেচ্ছয়া মহেশানি কুলাচারং করোতি হি।
কায়ব্যূহং সমাশ্রিত্য পুণ্ডরীকনিভেক্ষণং ॥২৪॥

শ্রীঈশ্বর কহিলেন ;—হে শুচিস্মিতে পার্ব্বতি! ত্রিপুরা-দূতী রাধিকারূপিণী পদ্মিনী প্রত্যহ সুদুর্লভ কুলাচারের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। হে পরমেশানি! নানা তন্ত্রে যে সমস্ত অনুত্তম কুলাচার বিধি কথিত হইয়াছে, পদ্মিনীদেবী পরমাদ্ভুত সেই সকল অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥২০—২১॥ হে মহেশানি! পদ্মিনীদেবী পদ্মমালাতে স্বীয় বহুধা মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণবিমোহিনী পরমাশ্চর্য্যা রাধিকা মূর্ত্তি সৃষ্টি করিলেন। হে নগনন্দিনি! পদ্মিনীদেবী রাধিকা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া হেমন্ত ঋতুর প্রথম মাসে যথেচ্ছরূপে কুলাচার করিতে লাগিলেন। পুণ্ডরীকাক্ষ বাসুদেব কায়ব্যূহ আশ্রয়পূর্ব্বক গো, গোপ ও গোপিকাগণের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। কমল-লোচন কৃষ্ণ কুলাচার সাধনবিষয়ে আত্মাকে বহুধা জ্ঞান করিলেন এবং তিনি বহু কায় আশ্রয়পূর্ব্বক পূর্ব্বকথিত তন্ত্রানুসারে সমস্ত

রেমে গো-গোপ-গোপীষু পদ্মিনী সৃষ্টিষু-ক্রমাৎ।
কৃষ্ণোঽপি বহুধা মেনে আত্মানং কুলসাধনে ॥২৫॥
বহুকামং সমাশ্রিত্য কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ।
পূর্ব্বোক্ততন্ত্রবৎ সর্ব্বং কুলাচারং করোতি সঃ ॥২৬॥
নায়িকা পরমাশ্চর্য্যা পীঠাষ্টকসমন্বিতা।
নায়িকাপূজনাদ্দেবি কালিকা পূজিতা ভবেৎ ॥২৭॥
সপ্তপীঠে সপ্তলক্ষং জপ্‌ত্বা সিদ্ধীশ্বরো হরিঃ।
পদ্মিনীং বামভাগে তু সংস্থাপ্য বরবর্ণিনি ॥২৮॥
কামাখ্যাভিমুখো ভূত্বা ব্যাপকং ন্যাসমদ্ভুতম্।
পীঠদেবীং প্রপূজ্যাথ পদ্মিন্যা দেহযষ্টিষু ॥২৯॥
যেষু যেষু চ তন্ত্রেষু যদ্‌যদুক্তং শুচিস্মিতে।
সংপূজ্য বিধিবদ্‌গন্ধৈরুপচারৈর্ম্মনোহরৈঃ ॥৩০॥
ইষ্টদেবীং মহাকালীং সংপূজ্য বিধিবত্তদা।
সংপূজ্য বিধিবদ্দেবীং পদ্মিন্যা অঙ্গযষ্টিষু ॥৩১॥

কুলাচার সাধন করিতে লাগিলেন। হে দেবি! অষ্টনায়িকার অর্চ্চনা হইলে কালিকাদেবী অর্চ্চিতা হইয়া থাকেন; সুতরাং বাসুদেব পীঠাষ্টকযুক্ত পরমাশ্চর্য্যা নায়িকার অর্চ্চনা করিলেন। হে বরবর্ণিনি! শ্রীকৃষ্ণ পদ্মিনীকে বামভাগে স্থাপন করিয়া সপ্তপীঠে সপ্তলক্ষ জপ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলেন। শ্রীহরি কামাখ্যাভিমুখী হইয়া পদ্মিনীর দেহযষ্টিতে ব্যাপকন্যাস করতঃ পীঠদেবতাগণের অর্চ্চনা করিলেন। পরে যে যে তন্ত্রে যে যে প্রকার কুলাচারসাধন উক্ত হইয়াছে, শ্রীহরি সেই সেই বিধি অনুসারে গন্ধ-পুষ্পাদি বিবিধ উপচার দ্বারা অভীষ্ট দেবী মহাকালীর পূজা করিয়া লক্ষসংখ্যক জপ করতঃ উড্ডীয়ানপীঠে

লক্ষৈকং তত্র জপ্ত্বা তু উড্ডীয়ানং ততো বিশেৎ।
তৎপীঠং যোনিমুদ্রাখ্যং সংপূজ্য প্রজপেদ্ধরিঃ ॥৩২॥
নিজেষ্টদেবীং সংপূজ্য জপেল্লক্ষং সমাহিতঃ।
উড্ডীয়ানঞ্চোরুযুগং কামাখ্যা যোনিমণ্ডলম্ ॥৩৩॥
কামরূপং ততো গত্বা তত্র কাত্যায়নীং শিবাম্।
কামরূপং মহেশানি ব্রহ্মণো মুখমুচ্যতে।
তত্র লক্ষং মহেশানি প্রজপ্য বিধিবদ্ধরিঃ ॥৩৪॥
ততো জালন্ধরং গত্বা কৃষ্ণঃ সংপূজ্য ঈশ্বরীম্।
জালন্ধরং মহেশানি স্তনদ্বয়মুদাহৃতম্।
তত্রৈব লক্ষং জপ্ত্বা বৈ কৃষ্ণঃ পদ্মদলেক্ষণঃ ॥৩৫॥
ততঃ পূর্ণগিরৌ গত্বা চণ্ডীং সংপূজ্য সত্বরম্।
তত্র লক্ষং হরির্জপ্ত্বা মস্তকে বরবর্ণিনি ॥৩৬॥
মূলদেবীং প্রপূজ্যাথ পদ্মিন্যা দেহযষ্টিষু।
প্রজপ্য পরমেশানি লক্ষং পরমদুর্লভম্ ॥৩৭॥

গমন করিলেন। তথায় যোনিপীঠোপরি নিজ ইষ্টদেবীর অর্চ্চনা করিয়া সমাহিতচিত্তে লক্ষসংখ্যক জপ করিলেন। উড্ডীয়ানের উরু যুগল কামাখ্যা-যোনিমণ্ডল বলিয়া জানিবে ॥৩২—৩৩॥ হে মহেশানি! কামরূপ পরব্রহ্মের মুখস্বরূপ; তথায় কাত্যায়নীদেবীর পূজা করিয়া বিধ্যনুসারে লক্ষসংখ্যক জপ করতঃ জালন্ধরপীঠে গমন করিলেন। জালন্ধরপীঠে ভগবতীর স্তনযুগল নিপতিত হইয়াছিল। তথায় পদ্মপলাশলোচন হরি ইষ্টদেবীর অর্চ্চনা করিয়া লক্ষসংখ্যক জপ করিলেন। তৎপর পূর্ণগিরিতে গমন করিয়া চণ্ডিকাদেবীর অর্চ্চনা করতঃ পদ্মিনীদেবীর মস্তকে লক্ষসংখ্য জপ করিলেন ॥৩৪—৩৬॥ অনন্তর

কামচক্রান্তরে পীঠে বিন্দুচক্রে মনোহরে ।
যজ্ঞেদ্দেবীং মহামায়াং সদা দিককরবাসিনীম্ ॥৩৮॥
পীঠে পীঠে মহেশানি জপ্ত্বা কৃষ্ণঃ সমাহিতঃ ।
সপ্তপীঠে সপ্তলক্ষং জপ্ত্বা সিদ্ধীশ্বরো হরিঃ ॥৩৯॥
এবমেব প্রকারেণ সিদ্ধোঽভূদ্ধরিরব্যয়ঃ ।
হেমন্তে ঋতুকালে চ কুলসাধনমাচরেৎ ॥৪০॥
বৃন্দাবনে মহারণ্যে কুটীরে পল্লবাবৃতে ।
যমুনোপবনেঽশোকে নবপল্লবশোভিতে ॥৪১॥
হংসকারণ্ডবাকীর্ণে দাত্যূহগণকূজিতে ।
ময়ূরকোকিলাবৃতে নানাপক্ষিসমন্বিতে ।
শরচ্চন্দ্রসহস্রেণ শোভিতে ব্রজমণ্ডলে ॥৪২॥
ব্রজভূমিং মহেশানি শ্যামভূমিং সদা প্রিয়ে ।
যত্র দেবী মহামায়া মহাকালী সদা স্থিতা ।
তত্র বৃক্ষং মহেশানি স্বয়ং কালীতমালকম্ ॥৪৩॥

পদ্মিনীদেবীর দেহযষ্টিতে মূলদেবীর পূজা করিয়া পুনরায় পরমদুর্লভ লক্ষসংখ্যক জপ সমাধা করিলেন। তৎপর কামচক্রাভ্যন্তরস্থ মনোহর বিন্দুচক্রে সূর্য্যমণ্ডলবাসিনী মহামায়া কাত্যায়নীদেবীর অর্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ পীঠে গমন করতঃ জপসমাপনপূর্ব্বক সপ্তলক্ষ জপ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলেন। অব্যয় শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে সিদ্ধিলাভ করিয়া হেমন্তঋতুর প্রথম মাসে কুলাচারসাধনে রত হইলেন ॥৩৭—৪০॥ বাসুদেব মহারণ্য বৃন্দাবনে নবপল্লবশোভিত-অশোকতরুবিরাজিত যমুনাতীরস্থিত উপবনমধ্যবর্ত্তী লতাপত্রাচ্ছাদিত

কদম্বং পরমেশানি ত্রিপুরা ব্রজমণ্ডলে।
কল্পবৃক্ষসমং ভদ্রে তমালং হি কদম্বকম্ ॥৪৪॥
তব কেশসমূহেন নির্ম্মিতং ব্রজমণ্ডলম্।
ব্রজে ব্রজন্মহেশানি পুণ্ডরীকনিভেক্ষণঃ।
কৃতে সুদুষ্করে দেবী প্রত্যক্ষতাং গতা তদা ॥৪৫॥
কৃষ্ণস্য মন্ত্রসিদ্ধিত্বাৎ পশ্চাদাবিরভূৎ প্রিয়ে।
বরং বরয় রে পুত্র যত্তে মনসি বর্ত্ততে ॥৪৬॥

কুটীরে কুলাচার সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ মনোহর উপবন হংস-কারণ্ডব প্রভৃতি বিহগকুলে সমাকীর্ণ, দাত্যূহগণের কূজনে ও ময়ূরময়ূরীর কেকারবে এবং কোকিলের সুস্বরে নিরন্তর মুখরিত; ঐ উপবনভাগ নিরন্তর শরৎকালীন সহস্র চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় সমুদ্ভাসিত। হে প্রিয়ে পার্ব্বতি! ব্রজভূমি সর্ব্বদা শ্যামলশোভায় গৌরবান্বিত। যে স্থানে মহামায়া মহাকালীদেবী সর্ব্বদা অবস্থিত; সেই ব্রজমণ্ডলস্থিত মহাকালীসদৃশ এবং কদম্ববৃক্ষ ত্রিপুরাতুল্য; হে ভদ্রে! তমাল ও কদম্ববৃক্ষ কল্পপাদস্বরূপ জানিবে ॥৪১—৪৪॥ হে মহেশানি! তোমার কেশজালনির্ম্মিত ব্রজমণ্ডলে পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণ উপস্থিত হইয়া সুদুষ্কর তপশ্চর্য্যা করিলে ত্রিপুরাদেবী তথায় আবির্ভূত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রসিদ্ধি-প্রসাদে তাঁহার প্রত্যক্ষে উপস্থিত হইয়া কহিলেন;—রে পুত্র! তোমার মনোভীষ্ট বর প্রার্থনা কর ॥৪৫—৪৬॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ;—

মম সাক্ষান্মহেশানি যদি ত্বং পরমেশ্বরি।
নমাম্যহং জগন্মাতশ্চরণে তে নতোঽস্ম্যহম্।
অসাধ্যং নাস্তি দেবেশি মম কিঞ্চিৎ শুচিস্মিতে॥৪৭॥
সম্মুখে সা মহামায়া প্রত্যক্ষা পরমেশ্বরী।
কলৌ তু ভারতে বর্ষে তব কীর্ত্তির্ভবিষ্যতি॥৪৮॥
তদ্গুণোৎকীর্ত্তনং বৎস প্রচরিষ্যতি নান্যথা।
ইত্যুক্ত্বা সা মহামায়া তত্রৈবান্তরধীয়ত॥৪৯॥

ইতি শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে একবিংশঃ পটলঃ॥০॥

শ্রীহরি মহামায়ার ঈদৃশী কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন ;—হে পরমেশ্বরি! হে মহেশানি! তুমি কৃপাপূর্ব্বক মৎসকাশে আবির্ভূতা হইয়াছ, তোমাকে নমস্কার। হে দেবি! তুমি ত্রিজগতের মাতা, আমি তোমার চরণপদ্মে প্রণত হইতেছি। হে শুচিস্মিতে দেবেশি! তুমি যখন আমার সাক্ষাতে অবতীর্ণা হইয়াছ, তখন জগতে আমার অসাধ্য আর কিছুই নাই॥৪৭॥ হে বৎস শ্রীকৃষ্ণ! কলিকালে এই ভারতবর্ষাখ্য পুণ্যপ্রদেশে তোমার কীর্ত্তি বিঘোষিত হইবে এবং লোকে তোমার গুণোৎকীর্ত্তন করিবে ; ইহার অন্যথা হইবে না। দেবী মহামায়া শ্রীকৃষ্ণকে ইহা বলিয়া সেই স্থান হইতে অন্তর্হিতা হইলেন॥৪৮—৪৯॥

শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে একবিংশ পটল সমাপ্ত॥০॥

দ্বাবিংশঃ পটলঃ।

শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—

ততঃ কালী মহামায়া পদ্মিন্যৈ যদুবাচহ।
তচ্ছৃণুষ্ব বরারোহে রাধিকাতত্ত্বমুত্তমম্ ॥১॥
শৃণু পদ্মিনি মদ্বাক্যং সাম্প্রতং যদ্রসায়নম্।
ত্বং হি দূতী প্রিয়ে শ্রেষ্ঠে কৃষ্ণকার্য্যকরী সদা ॥২॥
সদা ত্বং দূতিকে রাধে ব্রজবাসী ভব ধ্রুবম্।
কৃষ্ণগোবিন্দেতি নাম্নোর্ম্মধ্যে শক্তিস্ত্বমেব হি ॥৩॥
তন্মন্ত্রং পরমেশানি সাবধানাবধারয়।
নবার্ণমন্ত্রো দেবেশি কথিতঃ কমলেক্ষণে ॥৪॥

শ্রীঈশ্বর বলিলেন ;—হে বরারোহে! অতঃপর মহামায়া কালী পদ্মিনীদেবীকে যাহা বলিয়াছিলেন, সেই উত্তম রাধিকা-তত্ত্ব তুমি মৎসকাশে শ্রবণ কর ॥১॥ কালিকাদেবী কহিলেন, হে পদ্মিনি! সম্প্রতি তুমি আমার রসময় বাক্য শ্রবণ কর; হে প্রিয়তমে! তুমি শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যসাধিকা দূতী। তুমি ব্রজধামে অবস্থিতি কর, কৃষ্ণ ও গোবিন্দ—এই উভয় নামের মধ্যে তুমি শক্তিরূপিণী ॥২—৩॥ হে পরমেশানি পার্ব্বতি! সেই শক্তিসমন্বিত কৃষ্ণ-গোবিন্দ মন্ত্র তোমার নিকট বলিতেছি, সাবধানে অবধারণ কর। হে কমলনয়নে দেবি! "ওঁ কৃষ্ণ-রাধে গোবিন্দ ওঁ"—এই নবাক্ষর মন্ত্র কথিত হইল। হে

"ওঁ কৃষ্ণরাধে গোবিন্দ ওঁ"

কৃষ্ণং বা পরমেশানি গোবিন্দং বা বরাননে ।
সর্ব্বং প্রকৃতিরূপং হি নান্যথা তু কদাচন ॥৫॥
বাসুদেবস্তু দেবেশি গোপীসর্ব্বস্বসংপূটম্ ।
চিন্তয়েদনিশং কৃষ্ণো রাধা রাধা পরাক্ষরম্ ॥৬॥
অনেনৈব বিধানেন কৃষ্ণঃ সত্ত্বগুণাশ্রয়ঃ ।
পদ্মিন্যা সহযোগেন কৃষ্ণো ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ॥৭॥
পদ্মিনী রাধিকা যস্তে সাক্ষাৎব্রহ্মস্বরূপিণী ।
মহাবিদ্যামুপাস্যৈব রাধাকৃষ্ণং স্মরেৎ সদা ॥৮॥
তদৈব সহসা দেবি সা বিদ্যা সিদ্ধিদাধ্রুবম্ ।
মহাবিদ্যাং বিনা দেবি যঃ স্মরেৎ কৃষ্ণরাধিকাম্ ।
তস্য তস্য চ দেবেশি ব্রহ্মহত্যা পদে পদে ॥৯॥
মহাবিদ্যাং মহেশানি প্রজপেত্তু প্রযত্নতঃ ।
গোপনীয়াং মহাবিদ্যাং কুর্য্যাদেব বরাননে ॥১০॥

পরমেশানি ! হে বরাননে ! কৃষ্ণ হউন, আর গোবিন্দই হউন, সমস্তই প্রকৃত্যাত্মক ; ইহাতে সন্দেহ নাই ॥৪—৫॥ হে দেবেশি ! গোপিকাগণের সর্ব্বস্ব বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ নিরন্তর "রাধা রাধা" এই পরমাক্ষর চিন্তা করিয়া থাকেন। সত্ত্বগুণাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বিধানে পদ্মিনীর সহযোগে ব্রহ্মময় হইলেন ॥৬—৭॥ সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপিণী, পদ্মিনী রাধিকা, মহাবিদ্যার উপাসনা করতঃ নিরন্তর "রাধাকৃষ্ণ" এই নাম স্মরণ করিয়া অচিরে সিদ্ধিলাভ করিলেন। হে দেবি পার্ব্বতি ! মহাবিদ্যার উপাসনা ব্যতীত যে ব্যক্তি "রাধাকৃষ্ণ" এই নাম স্মরণ করে, তাহার পদে পদে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইয়া থাকে ॥৮—৯॥ সুতরাং হে মহেশানি ! যত্নপূর্ব্বক মহাবিদ্যার উপাসনা

রাধাকৃষ্ণং মহেশানি স্মরেত্তু প্রকটায় বৈ।
প্রকটং পরমেশানি রাধাকৃষ্ণসহর্নিশম্।
স্মরণং বাসুদেবস্য গোবিন্দস্য যথা তথা ॥১১॥
রামস্য কৃষ্ণদেবস্য স্মরণঞ্চ যথা তথা।
মহাবিদ্যা মহেশানি ন প্রকাশ্যাকদাচন ॥১২॥
ইতি তত্ত্বং মহেশানি অতিগুপ্তং মনোহরম্।
দমনং কালিয়স্যাপি যমলার্জ্জুনভঞ্জনম্ ॥১৩॥
ভঞ্জনং শকটস্যাপি তৃণাবর্ত্তবধস্তথা।
বককেশিবিনাশশ্চ পর্ব্বতস্য চ ধারণম্ ॥১৪॥
দাবানলস্য পানঞ্চ যদ্যদন্যং শুচিস্মিতে।
কৃষ্ণস্য পরমেশানি যদ্যৎ কৃত্বং বরাননে।
তৎসর্ব্বং পরমেশানি কালিকায়াঃ প্রসাদতঃ ॥১৫॥

করিবে; এই গুহ্য বিষয় কুত্রাপি কাহার নিকট প্রকাশ করিবে না। কিন্তু হে মহেশানি! রাধাকৃষ্ণের উপাসনা প্রকাশ্যরূপে করিতে পারিবে। বাসুদেব, গোবিন্দ, রাম ও কৃষ্ণের উপাসনা যেখানে সেখানে যখন তখন প্রকাশ্যরূপে করিতে পারিবে; কিন্তু হে মহেশানি! মহাবিদ্যার উপাসনা কদাচ প্রকাশ করিবে না ॥৯—১২॥ হে বরাননে পার্ব্বতি! এই মনোহর তত্ত্ব অতীব গুহ্য জানিবে। শুচিস্মিতে! কালীয়দমন, যমলার্জ্জুনভঞ্জন, শকটভঞ্জন, তৃণাবর্ত্তবধ, বক ও কেশী বিনাশ, গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ ও দাবানল নির্ব্বাণ এবং অন্যান্য যে সমস্ত কার্য্য শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে, তৎসমস্তই মহামায়া কালিকাদেবীর প্রসাদাৎ জানিবে ॥১৩—১৫॥

বৎসোৎসবাদিকং দেবি সর্ব্বং কেশবজং প্রিয়ে।
দৃশ্যাদৃশ্যং বরারোহে মহামায়াস্বরূপকম্ ॥
শক্তিং বিনা মহেশানি ন কিঞ্চিদ্‌বিদ্যতে প্রিয়ে॥১৬॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ ;—
পূর্ব্বং যৎ সূচিতং দেব রাধা-চন্দ্রাবলী দ্বয়ম্।
তৎসর্ব্বং জগদীশান বিস্তার্য্য কথয় প্রভো ॥১৭॥

শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—
পদ্মিনী ত্রিপুরা-দূতী রাধিকা কৃষ্ণমোহিনী।
তস্যা দেহসমুদ্ভবা রাধা চন্দ্রাবলী তথা ॥১৮॥
বৃকভানুসুতা সাক্ষাৎ কমলোৎপলগন্ধিনী।
পদ্মিনীসদৃশাকারা রূপলাবণ্যসংযুতা ॥১৯॥
সুবেশা পরমাশ্চর্য্যা ধন্যা মানময়ী সদা।
কৃষ্ণস্য বামপার্শ্বস্থা পদ্মিনী পদ্মমালিনী ॥২০॥

হে প্রিয়ে দেবী পার্ব্বতি! শ্রীকৃষ্ণানুষ্ঠিত বৎসোৎসবাদি দৃশ্যাদৃশ্য যাবতীয় কার্য্যই মহামায়াস্বরূপ। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শক্তি ব্যতীত কিছুই নাই ॥১৬॥

শ্রীপার্ব্বতীদেবী কহিলেন ;—হে দেব! হে জগদীশান! আপনি পূর্ব্বে মৎসকাশে যে রাধা ও চন্দ্রাবলী এই দুইটী কৃষ্ণশক্তির কথা বলিয়াছিলেন, হে প্রভো! সম্প্রতি তৎসমস্ত বিষয় আপনি বিস্তার-পূর্ব্বক বলুন ॥১৭॥

শ্রীঈশ্বর বলিলেন ;—হে পার্ব্বতি! কৃষ্ণবিমোহিনী পদ্মিনী ত্রিপুরাদূতী ; ইঁহার দেহ হইতেই রাধা ও চন্দ্রাবলী উদ্ভূতা হইয়াছে ॥১৮॥ পদ্মিনীর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্টা ও রূপলাবণ্যযুক্তা কমলোৎপলগন্ধা রাধা বৃকভানুর কন্যা। এই পদ্মমালিনী রাধিকা-

অন্যাস্তু শৃণু দেবেশি শক্তিঃ পরমসুন্দরীঃ।
চন্দ্রপ্রভা চন্দ্রাবতী চন্দ্রকান্তিঃ শুচিস্মিতে ॥২১॥
চন্দ্রা চন্দ্রকলা দেবি চন্দ্রলেখা চ পার্ব্বতি।
চন্দ্রাঙ্কিতা মহেশানি রোহিণী চ ধনিষ্ঠিকা ॥২২॥
বিশাখা মাধবী চৈব মালতী চ তথা প্রিয়ে।
গোপালী রত্নরেখা চ পরাখ্যা চ বরাননে ॥২৩॥
সুভদ্রা ভদ্ররেখা চ সুমুখী সুরভিস্তথা।
কলহংসী কলাপী চ সমানবয়সঃ সদা ॥২৪॥
সমানবয়সাঃ সর্ব্বা নিত্যনূতনবিগ্রহাঃ।
সর্ব্বাভরণভূষাঢ্যা জপমালাবিধারিকাঃ ॥২৫॥
অন্যাঃ শ্রেষ্ঠতমা নার্য্যস্তত্র স্থ্যঃ কোটিকোটিশঃ।
তাসাং চিত্তং চরিত্রঞ্চ ন জানন্তি বনৌকসঃ ॥২৬॥

রূপিণী পদ্মিনী মনোহরা ও উত্তম বেশভূষায় বিভূষিতা, ইনি ধন্যা, এবং সর্ব্বদা মানময়ী, ইনি শ্রীকৃষ্ণের বামভাগে উপবিষ্টা ॥১৯—২০॥ হে দেবেশি! শ্রীকৃষ্ণের অপরাপর পরমসুন্দরী রমণীবৃন্দের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে শুচিস্মিতে পার্ব্বতি! চন্দ্রপ্রভা, চন্দ্রাবতী, চন্দ্রকান্তি, চন্দ্রা, চন্দ্রকলা, চন্দ্রলেখা, চন্দ্রাঙ্কিতা, রোহিণী, ধনিষ্ঠা, বিশাখা, মাধবী, মালতী, গোপালী, রত্নরেখা, পরাখ্যা, সুভদ্রা, ভদ্র-রেখা, সুমুখী, সুরভি, কলহংসী ও কলাপী ইঁহারা সকলেই রাধিকার সমানবয়সী এবং ইঁহারা প্রত্যহ অভিনব মূর্ত্তি ধারণ করতঃ বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া জপমালা ধারণ করিয়া থাকেন ॥২১—২৫॥ হে পার্ব্বতি! এতদ্ব্যতীত তথায় রাধিকার আর কোটি কোটি সখী ছিল। তাহাদের চিত্ত ও চরিত্র বৃন্দাবনবাসীদের অজ্ঞাত ছিল। হে

প্রসূয়ন্তে বিনীয়ন্তে সততং নিশিমধ্যতঃ ।
সর্ব্বাঃ পত্রপলাশাক্ষাশ্চন্দ্রাঢ্যা বরবর্ণিনি ॥২৭॥
পদ্মিনীকণ্ঠসংস্থা যা পদ্মমালা মনোহরা ।
মালায়াঃ পরমেশানি গুণান্ বক্তুং ন শক্যতে ॥২৮॥
নিগদামি যথা জ্ঞানং তব শক্ত্যা বরাননে ।
যথা মম মহেশানি জ্ঞানযোগসমন্বিতম্ ॥২৯॥
যদ্‌যদুক্তং কুরঙ্গাক্ষি ত্রিপুরাপাদপূজনাৎ ।
কিমসাধ্যং মহেশানি ত্রিপুরায়াঃ প্রসাদতঃ ॥৩০॥

ইতি শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে দ্বাবিংশঃ পটলঃ ॥*॥

বরবর্ণিনি! ইঁহারা সকলেই রাত্রি মধ্যে সঞ্জাত হইয়া আবার রাত্রিতেই বিলয়প্রাপ্ত হইতেন এবং ইঁহারা সকলেই পদ্মপলাশনেত্রা ও চন্দ্রকান্তির ন্যায় অতীব রমণীয়া ॥২৭॥ হে পরমেশানি! পদ্মিনীর কণ্ঠ-দেশে যে মনোহর পদ্মমালা শোভা পাইতেছে, তাহার গুণোৎকীর্ত্তনে আমি শক্ত নহি। একমাত্র তোমার অনুগ্রহবলেই আমি যথাসাধ্য বর্ণন করিতেছি ॥২৮—২৯॥ হে মহেশি! আমি যে সকল রহস্য-কথা বর্ণন করিতেছি, তাহা ত্রিপুরাদেবীর চরণারবিন্দদ্বন্দ্বার্চ্চনেরই ফল। হে কুরঙ্গাক্ষি! ত্রিপুরাপ্রসাদাৎ এ জগতে কিছুই অসাধ্য নাই ॥৩০॥

শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে দ্বাবিংশ পটল সমাপ্ত ॥০॥

ত্রয়োবিংশঃ পটলঃ।

শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—

নিগদামি শৃণু প্রৌঢ়ে রহস্যমতিগোপনম্।
দিবসে দিবসে কৃষ্ণো গোপালৈঃ সহ পার্ব্বতি ॥১॥
কুলাচারং মহৎপুণ্যং মন্ত্রসিদ্ধিপ্রসাধকম্।
রহস্যং সততং দেবি করোতি হরিরব্যয়ঃ।
নিশিমধ্যে মহেশানি নারীভিঃ সহ পার্ব্বতি ॥২॥
একদা পরমেশানি হরির্ভুবনমোহনঃ।
নৌকামারুহ্য দেবেশি যমুনায়া বরাননে ॥৩॥
রাজমার্গে মহাদুর্গে বহুলোকসমাকুলে।
হস্ত্যশ্বরথপত্তীনাং সংকুলে পথিমধ্যতঃ।
সংকৃতং পরমেশানি কৃষ্ণেন পথচক্ষুষা ॥৪॥

শ্রীঈশ্বর কহিলেন ;—হে প্রৌঢ়ে পার্ব্বতি! অতীব গোপনীয় রহস্য-কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যহ দিবাভাগে গোপালগণের সহিত মিলিত হইয়া মহৎপুণ্যপ্রদ মন্ত্রসিদ্ধিপ্রসাধক কুলাচার সাধন করিতেন; আবার রাত্রিকালে গোপরমণীদিগের সহিত মিলিত হইয়া কুলাচারসাধনে প্রবৃত্ত হইতেন ॥১—২॥ হে পরমেশানি! একদা ভুবনমোহন পদ্মপলাশলোচন হরি যমুনা-সলিলে নৌকারোহণ করিয়া এবং বহুলোকসমাকীর্ণ হস্ত্যশ্বরথপদাতিসঙ্কুল রাজপথে ও দুর্গম বনভাগে কুলাচার সাধন করিতেন ॥৩—৪॥

নিগদামি বরারোহে তরিখণ্ডং মনোহরম্।
অদৃশ্যা সর্ব্বজন্তূনাং মহামায়াস্বরূপিণী।
নানারত্নময়া শুদ্ধা স্বয়ং প্রকৃতিরূপিণী ॥৫॥
হংসকারণ্ডবাকীর্ণা ভ্রমরৈঃ পরিসেবিতা।
নানাগন্ধসুগন্ধেন মোদিতা পরমেশ্বরী ॥৬॥
নানারূপধরী ভদ্রে দিব্যস্ত্রীগণবেষ্টিতা।
প্রতিক্ষণং মহেশানি নানারূপধরা সদা ॥৭॥
কদাচিৎ শুক্লবর্ণাভা রক্তবর্ণা কদাপি চ।
হরিদ্বর্ণা কদাচিৎ স্যাৎ চিত্রবর্ণা কদাপি বা ॥৮॥
এবং বহুবিধারূপা নৌকা কালী স্বয়ং প্রিয়ে।
এবম্ভূতা তু সা নৌকা স্বয়মাবিরভূৎ প্রিয়ে ॥৯॥

হে বরারোহে! শ্রীকৃষ্ণ যে নৌকাতে আরোহণ করিয়া কুলাচার সাধন করিয়াছিলেন, সেই মনোহারিণী নৌকার কথা বলিতেছি। সেই নৌকা মহামায়ারূপিণী এবং সর্ব্বপ্রাণীর অদৃশ্যা ; উহা নানারত্নময়ী, বিশুদ্ধা ও সাক্ষাৎ প্রকৃতিরূপা। ঐ নৌকার চতুর্দ্দিকে হংস, কারণ্ডব ও ভ্রমরগণ নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। হে পরমেশ্বরি! ঐ তরি বিবিধ সুগন্ধে আমোদিত ও দিব্য স্ত্রীগণে পরিবেষ্টিত। ঐ নৌকা প্রতি মুহূর্ত্তে নানা রূপ ধারণ করিত ; উহা কখন শুক্লবর্ণা, কখন রক্তবর্ণা, কখন বা হরিদ্বর্ণা, আবার কখন বা নানাবিধ বর্ণে চিত্রিতা হইয়া শোভা পাইত। হে প্রিয়ে পার্ব্বতি! এই প্রকার নানা বর্ণযুক্তা নৌকা সাক্ষাৎ মহামায়া কালীস্বরূপিণী ; স্বয়ং কালিকা-দেবীই নৌকারূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন ॥৫—৯॥

পদ্মিনীসহিতঃ কৃষ্ণো রাত্রৌ স্বপ্নং দদর্শঃ সঃ।
আবির্ভূয় মহামায়া রাত্রৌ কিঞ্চিদুবাচ হ ॥১০॥
কৃষ্ণায় পরমেশানি রাধিকায়ৈ তথা প্রিয়ে ॥১১॥

শ্রীকালিকোবাচ ;—

শৃণু বৎস মহাবাহো সিদ্ধোঽসি কমলেক্ষণ।
নৌকারূপেণ ভো বৎস অহং কালী ন চান্যথা ॥১২॥
যমুনা মধ্যমার্গে তু তিষ্ঠামি ত্রিদিনং স্মৃত।
রাধয়া সহ রে পুত্র কুরু ক্রীড়াং জপং কুরু।
তদা ত্বং সহসা বৎস প্রাপ্নোষি সুখমুত্তমম্ ॥১৩॥

শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—

ইত্যুক্ত্বা সহসা মায়া কালী বৃন্দাবনেশ্বরী।
পদ্মিনীসঙ্গমে কালে তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥১৪॥

হে প্রিয়ে! পদ্মিনীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন যেন মহামায়া প্রাদুর্ভূত হইয়া, তাঁহাদিগকে বক্ষ্যমাণস্বরূপ মধুর কথা বলিতেছেন ॥১০—১১॥

শ্রীকালিকাদেবী কহিলেন ;—হে কমলনয়ন মহাবাহো বৎস কৃষ্ণ! শ্রবণ কর। আমি কালিকাদেবীই নৌকারূপে প্রাদুর্ভূতা হইয়াছি, সন্দেহ নাই। হে পুত্র! যমুনা-সলিলমধ্যে তিন দিন অবস্থিতি করিব ; তুমি শ্রীমতী রাধিকার সহিত মিলিত হইয়া, নৌকারোহণপূর্ব্বক জলক্রীড়া কর ও জপ কর, তাহা হইলে তুমি অচিরকাল মধ্যে পরম সুখ প্রাপ্ত হইবে ॥১২—১৩।

শ্রীঈশ্বর কহিলেন ;—বৃন্দাবনাধিশ্বরী মহামায়া কালিকাদেবী ইহা বলিয়াই সে স্থান হইতে অন্তর্হিতা হইলেন ॥১৪॥

ততঃ কৃষ্ণো মহাবাহুরাশ্রিতোঽন্যং শরীরকম্ ।
নন্দগোপগৃহে চান্যৎ সৃষ্ট্বা তু প্রযযৌ হরিঃ ॥১৫॥
সত্বরং প্রযযৌ দেবি কৃষ্ণঃ পদ্মদলেক্ষণঃ ।
কালীরূপাং মহানৌকাং রাজমার্গসমীপগাম্ ॥১৬॥
সত্বরং তত্র গত্বা বৈ পুণ্ডরীকনিভেক্ষণঃ ।
নমস্কৃত্য মহানৌকাং শ্রীদামাদিভিরন্বিতঃ ।
আরুহ্য পরমেশানি ইষ্টবিদ্যাং জপেদ্ধরিঃ ॥১৭॥
মন্ত্রং জপ্ত্বা রাত্রিশেষে বংশীঞ্চ বাদয়ন্ হরিঃ ।
জগতাং মোহিনী বংশী মহাকালী স্বয়ং প্রিয়ে ॥১৮॥
একাক্ষরেণ দেবেশি বাদয়ন্ মধুরধ্বনিম্ ।
একাক্ষরং তুর্য্যবীজং স্ত্রীণাং চিত্তমনোহরম্ ॥১৯॥
বাদয়ন্ মুরলীং কৃষ্ণ ইষ্টবিদ্যাং জপেৎ প্রিয়ে ।
প্রাতঃকৃত্যং সমাসাদ্য কৃষ্ণঃ স্বস্বগণৈর্যুতঃ ॥২০॥

অনন্তর মহাবাহু পদ্মপলাশাক্ষ কৃষ্ণ নন্দভবনে একটি কৃত্রিম স্বীয় বিগ্রহ স্থাপন করিয়া, রাজপথসমীপস্থ কালিকারূপিণী মহানৌকার নিকটে সত্বর প্রস্থান করিলেন। পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীহরি নৌকা সমীপে উপস্থিত হইয়া, মহানৌকাকে নমস্কার করতঃ শ্রীদামাদি বয়স্যগণের সহিত তাহাতে আরোহণ করিয়া, ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন ॥১৫—১৭॥ শ্রীহরি অভীষ্ট মন্ত্র জপ করিয়া রজনীর শেষ ভাগে বংশীধ্বনি করিতে লাগিলেন। তাঁহার ত্রিভুবনমোহনকারী সেই বংশী সাক্ষাৎ মহাকালীস্বরূপ ॥১৮॥ শ্রীহরি একাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সেই বংশীতে মধুর ধ্বনি করিতে লাগিলেন, ঐ একাক্ষর তুর্য্যবীজ রমণীদিগের মনঃপ্রাণ হরণ করে ॥১৯॥ হে

ইষ্টবিদ্যাং জপিত্বা বৈ পূর্ণব্রহ্মময়ীং প্রিয়ে।
বাদয়ন্ মুরলীং কৃষ্ণঃ শৃঙ্গং বেণু তথাপরম্ ॥২১॥
কাত্যায়নীং নমস্কৃত্য হরিঃ পদ্মদলেক্ষণঃ।
খেলয়েদ্বিবিধাং ক্রীড়াং তরিজন্যাং বরাননে ॥২২॥
এতস্মিন্ সময়ে দেবি রাধা ভুবনমোহিনী।
সখীগণেন সহিতা রঙ্গিণীকুসুমপ্রভা ॥২৩॥
নানাকটাক্ষসংযুক্তা হাস্যযুক্তা বরাননে।
সংপূজ্য রত্নভাণ্ডং সা অম্নৈর্ব্বরবর্ণিনি ॥২৪॥
জগাম যমুনাকূলং গব্যবিক্রয়ণচ্ছলাৎ।
চন্দ্রাবলীং সমাদায় গব্যমাদায় সত্বরম্ ॥২৫॥
বৃকভানুগৃহাদ্দেবি নির্গত্য পদ্মিনী ততঃ।
অন্যাভির্গোপকন্যাভির্বেষ্টিতা রাধিকা সদা ॥২৬॥

প্রিয়ে পার্ব্বতি! শ্রীকৃষ্ণ বয়স্যগণের সহিত মুরলীধ্বনি করিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে স্বীয় ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। হে প্রিয়ে! এই প্রকারে পূর্ণব্রহ্মময়ী ইষ্টবিদ্যা জপ করিয়া, জপান্তে পুনর্ব্বার মুরলী, শৃঙ্গ, বেণু ও অন্যান্য বাদ্যবাদনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥২০—২১॥ অতঃপর পদ্মদলেক্ষণ শ্রীহরি কাত্যায়নীদেবীকে নমস্কার করতঃ তরিজনিত নানাবিধ ক্রীড়ায় নিযুক্ত হইলেন ॥২২॥ হে দেবি পার্ব্বতি! এই সময়ে রঙ্গিণীপুষ্পসন্নিভা ভুবনমোহিনী শ্রীমতী রাধা সখীগণে পরিবৃতা হইয়া নানাবিধ কটাক্ষসংযুক্ত দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক দধি, দুগ্ধ, নবনীত ও ক্ষীরসরপূর্ণ রত্নভাণ্ড লইয়া সহাস্যবদনে গব্যবিক্রয়ার্থ প্রস্থান করিলেন। শ্রীমতী রাধিকা চন্দ্রাবলীকে সঙ্গে লইয়া গব্য-বিক্রয়ণচ্ছলে সত্বর যমুনাতীরে উপস্থিত হইলেন ॥২৩—২৫॥ হে

সর্ব্বশৃঙ্গারবেশাঢ্যা স্ফুরচ্চকিতলোচনা।
মুখারবিন্দগন্ধেন তাসাং দেবি বরাননে।
মোদিতাঃ পরমেশানি দেবগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ ॥২৭॥
তচ্ছৃণুষ বরারোহে রহস্যমতিগোপনম্।
নৌকাসন্নিধিমাগত্য কৃষ্ণায় যদুবাচ সা ॥২৮॥

ইতি শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে ত্রয়োবিংশঃ পটলঃ ॥০॥

দেবি! রাধিকা এই প্রকারে অন্যান্য গোপীগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, বৃকভানু-গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন ॥২৬॥ ঈষচ্চঞ্চল-নয়না শ্রীমতী রাধিকা শৃঙ্গার উপযোগী * বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার মুখারবিন্দের সুগন্ধে দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণও আমোদপ্রাপ্ত হইলেন ॥২৭॥ হে বরারোহে! শ্রীমতী রাধিকা সখীগণে পরিবৃতা হইয়া যমুনাতীরবর্ত্তী নৌকাসমীপে সমুপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে যাহা কহিয়াছিলেন, সেই গোপ্য রহস্য কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥২৮॥

শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে ত্রয়োবিংশ পটল সমাপ্ত ॥০॥

* পুংসঃ স্ত্রিয়াং স্ত্রিয়াঃ পুংসি সংযোগং প্রতি যা স্পৃহা, স শৃঙ্গার ইতি খ্যাতো রতিক্রীড়াদিকারণম্ ॥ অপিচ। শৃঙ্গহি মন্মথোদ্ভেদস্তদাগমনহেতুকঃ। উত্তম-প্রকৃতিপ্রায়োরসঃ শৃঙ্গার ইষ্যতে ॥

চতুর্ব্বিংশঃ পটলঃ

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ ;—

এতদ্রহস্যং পরমং কুলসাধনমুত্তমম্ ।
কৃপয়া পরমেশান কথয়স্ব দয়ানিধে ॥১॥

শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—

শৃণু পার্ব্বতি বক্ষ্যামি পদ্মিনীতত্ত্বমুত্তমম্ ।
অতি গুহ্যং মহৎপুণ্যমপ্রকাশ্যং কদাচন ॥২॥
এতৎ সর্ব্বং মহেশানি তব লীলা দুরত্যয়া ।
তব লীলা দুরাধর্ষা কৃষ্ণপ্রেমবিবর্দ্ধিনী ॥৩॥
রাধিকা পদ্মিনী যা সা কৃষ্ণদেবস্য বাগ্‌ভবা ।
বাসুদেবাংশসম্ভূতঃ কৃষ্ণঃ পদ্মদলেক্ষণঃ ॥৪॥

শ্রীপার্ব্বতীদেবী বলিলেন ;—হে পরমেশান! আপনি দয়ার সাগর ; কৃপা করিয়া পরম গুহ্য অত্যুত্তম কুলসাধন আমার নিকট বলুন ॥১॥

শ্রীঈশ্বর কহিলেন ;—হে পার্ব্বতি! অত্যুত্তম পদ্মিনীতত্ত্ব তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর ; ইহা অতি গুহ্য, মহাপুণ্যপ্রদ এবং সর্ব্বথা অপ্রকাশ্য। হে মহেশানি! এই সমস্ত তোমারই দুরত্যয়া লীলা ; তোমার এই দুরাধর্ষা লীলা কৃষ্ণপ্রেমবিবর্দ্ধিনী ॥২—৩॥ রাধিকারূপিণী পদ্মিনী শ্রীকৃষ্ণের বাগ্‌ভবা ; আর পদ্মপলাশলোচন

পদ্মিনী সততং তস্য কৃষ্ণস্য বাগ্‌ভবা প্রিয়ে।
আগত্য সত্বরং তত্র পদ্মিনী পদ্মগন্ধিনী ॥৫॥
কাত্যায়ন্যাঃ প্রসাদেন ব্রজবাসিন্য এব হি।
প্রজপেদনিশং কূর্চ্চং চতুর্ব্বর্গপ্রদায়কম্ ॥৬॥
রাজমার্গে মহেশানি নানারত্নবিভূষিতে।
কদম্বপাদপচ্ছায়াতমালবনশোভিতে ॥৭॥
কালিন্দীরাজমার্গে তু পদ্মিনী পদ্মগন্ধিনী।
তত্রাপশ্যন্মহেশানি নৌকাং রত্নবিভূষিতাম্ ॥৮॥
প্রণম্য মনসা নৌকাং রাধা ব্রহ্মপ্রবাহিনীম্।
জপেৎ কূর্চ্চং মহাবীজমনিশং কমলেক্ষণে ॥৯॥
এতস্মিন্ সময়ে দেবি জগন্মায়া জগন্ময়ী।
ততান মোহিনীং মায়াং প্রাকৃতস্যেব পার্ব্বতি ॥১০॥

শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবের অংশসম্ভূত। কৃষ্ণবাগ্‌ভবা পদ্মগন্ধিনী পদ্মিনী সত্বর তরণী সমীপে আগমন করিলেন ॥৪—৫॥ ব্রজবাসিনী রমণীগণ কাত্যায়নীদেবীর প্রসাদে অহর্নিশ চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ কূর্চ্চ বীজ (হুং) জপ করিয়া থাকেন ॥৬॥ হে মহেশানি! কালিন্দীতীরবর্ত্তী রাজপথ নানা রত্নে বিভূষিত, তমালবনশোভিত এবং কদম্বতরুর ছায়ায় সুস্নিগ্ধ। পদ্মগন্ধিনী পদ্মিনী তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যমুনা-সলিলে বিবিধরত্নবিভূষিত নৌকা শোভা পাইতেছে ॥৭—৮॥ হে কমলেক্ষণে পার্ব্বতি! তখন শ্রীমতী রাধিকা ব্রহ্মপ্রবাহিনী সেই নৌকাকে মনে মনে প্রণাম করিয়া কূর্চ্চবীজ (হুং) জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৯॥ হে পার্ব্বতি দেবি! এই সময়ে জগন্ময়ী মহামায়া প্রকৃতবৎ এক মোহিনী মায়া বিস্তার করিলেন ॥১০॥

শ্রীপদ্মিন্যুবাচ ;—

ভো কৃষ্ণ নন্দপুত্রস্ত্বং সত্বরং শৃণু মদ্বচঃ ।
আগতাহং মহাবাহো গোকুলাৎযশোদাসুত ।
পারং পারয় ভদ্রং তে শীঘ্রং মে গোপনন্দন ॥১১॥

শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—

আগচ্ছ মৃগশাবাক্ষি কুত্র যাস্যসি তদ্বদ ।
রত্নভাণ্ডেষু কিং দ্রব্যং দধি দুগ্ধং ঘৃতং তথা ॥১২॥
তদ্ভুক্ত্বা সত্বরং কৃষ্ণো রাধামাকৃষ্য পার্ব্বতি ।
ততঃ কৃষ্ণো মহাবাহুস্তাস্তাঃ সর্ব্বশ্চ গোপিকাঃ ॥১৩॥
নৌকায়াং প্রাবিশত্তূর্ণং রাধিকাং কমলেক্ষণে ।
শৃণু প্রাজ্ঞে মম বচো দানং দেহি ময়ি প্রিয়ে ।
দানং বিনা কদাচিত্তু নহি পারং করোম্যহম্‌ ॥১৪॥

শ্রীপদ্মিনীদেবী কহিলেন ;—হে কৃষ্ণ! তুমি নন্দগোপের পুত্র, তুমি সত্বর আমার বাক্য শ্রবণ কর। হে যশোদাসুত মহাবাহো কৃষ্ণ! আমি গোকুল হইতে আসিয়াছি, আমাকে শীঘ্র নদী পার করিয়া দাও, তোমার কল্যাণ হউক ॥১১॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন ;—হে মৃগনয়নে! আইস, কোথায় যাইবে তাহা বল। তোমার করস্থিত রত্নভাণ্ডে দধি, দুগ্ধ, ঘৃতাদি দ্রব্য দেখিতে পাইতেছি কেন? ॥১২॥ হে কমলনয়নে পার্ব্বতি! মহাবাহু কৃষ্ণ এই বলিয়া সেই সমস্ত দ্রব্য ভক্ষণ করতঃ রাধিকা ও অন্যান্য গোপরমণীদিগকে আকর্ষণপূর্ব্বক সত্বর নৌকার উপর আরোহণ করিয়া রাধিকাকে বলিতে লাগিলেন ;—হে প্রাজ্ঞে! আমার বাক্য শ্রবণ কর; আমাকে নৌকার দান (মাশুল) প্রদান কর, দান ব্যতীত আমি কদাচ পার করিয়া দিতে পারিব না ॥১৩—১৪॥

শ্রীরাধিকোবাচ ;—

শৃণু কৃষ্ণ মহাবাহো কস্ম দানং বদস্ব মে।
নায়কত্বং কদা প্রাপ্তং কস্মাদ্বা কমলেক্ষণে ॥১৫॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ;—

নায়কত্বং যদা প্রাপ্তং যস্মাদ্বা তব তেন কিম্।
নৃপতেঃ কংসরাজস্য অহং দানী সুনিশ্চিতম্।
অতএব কুরঙ্গাক্ষি অহং দানী ন চান্যথা ॥১৬॥
ক্রয়ে বিক্রয়ণে চৈব গমনাগমনে তথা।
যমুনাজলপানে চ পারে বা রোহণে তথা।
অহং দানী সদা ভদ্রে যৌবনস্য তথা প্রিয়ে ॥১৭॥

শ্রীরাধিকা কহিলেন ;—হে মহাবাহো কৃষ্ণ! শ্রবণ কর, কাহাকে দান দিব, তাহা তুমি বল। হে কমললোচন! তুমি নায়কত্ব কবে প্রাপ্ত হইয়াছ? এবং তুমি কাহার কর গ্রহণেই বা নিয়োজিত হইয়াছ? ॥১৫॥

শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে কহিলেন ;—আমি নায়কত্ব কবে প্রাপ্ত হইয়াছি এবং কাহার কর্ত্তৃক দান গ্রহণে নিয়োজিত হইয়াছি, তাহাতে তোমার কি প্রয়োজন? আমি কংসনৃপতির কর গ্রহণ করি, ইহা সুনিশ্চিত জানিবে। সুতরাং হে কুরঙ্গাক্ষি! আমি ব্যতীত করগ্রহীতা অন্য কেহ নাই ॥১৬॥ হে ভদ্রে! ক্রয়-বিক্রয়ে, গমনাগমনে, যমুনাজল পান করিলে, পারে গমন করিলে অথবা নৌকারোহণ করিলে, আমিই সর্ব্বদা দান (কর) গ্রহণ করিয়া থাকি। হে প্রিয়ে! আমি যৌবন ব্যতীত অন্য দান গ্রহণ করি না। সামান্য যৌবন দান করিলেই আমি কোটি স্বর্ণ লাভ বিবেচনা করি।

সামান্য যৌবনে চৈব কোটিস্বর্ণং হরাম্যহম্‌।
যৌবনং তত্র যদ্দৃষ্টং ত্রৈলোক্যে চাতিদুর্লভম্‌ ॥১৮॥

শ্রীচন্দ্রাবলী উবাচ ;—

শৃণু কৃষ্ণ মহাবাহো পারং কুরু যথোচিতম্‌।
দানং নাস্তি ব্রজে ভদ্র নন্দগোপস্য শাসনাৎ ॥১৯॥
নন্দো মহাত্মা গোপাল পিতা তে শ্যামসুন্দর।
ধর্ম্মাত্মা সত্যবাদী চ সর্ব্বধর্ম্মেষু তৎপরঃ ॥২০॥
তব মাতা যশোদা চ এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তব।
প্রহারৈঃ করজৈন্যেশ্চ কৃষ্ণ ত্বাং তাড়য়িষ্যতি।
পারং কুরু ত্বমাস্মান্‌ ভো যদিচ্ছেৎ ক্ষেমমাত্মনঃ ॥২১॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ;—

দানং দেহি কুরঙ্গাক্ষি গো-রসস্য জনে জনে।
যৌবনস্য তথা দানং দ্রুতং দেহি পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥২২॥

হে মৃগশাবাক্ষি! তোমা যে যৌবন দৃষ্ট হইতেছে, ইহা ত্রিভুবনে অতি দুর্লভ ॥১৭—১৮॥

শ্রীচন্দ্রাবলী কহিলেন ;—হে মহাবাহো কৃষ্ণ! তুমি আমার কথা শুন ; গোপশ্রেষ্ঠ মহাত্মা নন্দরাজের শাসনে ব্রজধামে কর প্রদানের প্রথা নাই ; সুতরাং তুমি আমাদিগকে পার করিয়া দাও। হে গোপাল! হে শ্যামসুন্দর! তোমার পিতা নন্দ মহাত্মা ব্যক্তি এবং ধর্ম্মাত্মা ও সত্যবাদী এবং তিনি ধর্ম্মানুষ্ঠানে সতত তৎপর। তোমার মাতা যশোদা এই কথা শুনিলে, তোমাকে করপ্রহারে তাড়না করিবেন ; সুতরাং হে কৃষ্ণ! যদি তুমি তোমার শুভ ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমাদিগকে পার করিয়া দাও ॥১৯—২১॥

অন্যানি গুহ্যরত্নানি বর্ত্ততে হৃদি যত্তব।
চৌরাসি ত্বং কুরঙ্গাক্ষি কুতো যাস্যসি মৎপুরঃ।
কস্যাহৃত্য ধনং ভদ্রে বহুমূল্যং মনোহরম্‌ ॥২৩॥
মনো মে দূয়তে ভদ্রে দৃষ্ট্বা হৃদয়সংস্থিতম্‌।
হৃদয়ে তব যদ্রত্নং তত্তু ত্রৈলোক্যমোহনম্‌ ॥২৪॥
এতদ্রত্নং সমালোক্য কস্য চিত্তং ন দূয়তে।
হৃদি যদ্‌বিদ্যতে ভদ্রে পদ্মরাগসমপ্রভম্‌।
এতদ্রত্নং কুতো লব্ধা মথুরাং যাস্যসি প্রিয়ে ॥২৫॥
যদ্রত্নং পদ্মরাগাদি গন্ধহীনং সদা সখি।
মহদ্‌গন্ধযুতং রত্নং হৃদয়ে তব সংস্থিতম্‌ ॥২৬॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন ;—হে কুরঙ্গাক্ষি! তোমরা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে দধি-দুগ্ধাদি গোরসের দান দাও এবং (করস্বরূপে) সত্বর স্ব স্ব যৌবন দান কর। হে কুরঙ্গলোচনে! তোমার হৃদয়দেশে অন্যান্য গুহ্য রত্ন শোভা পাইতেছে ; ঐ সমস্ত রত্ন চুরি করিয়া আমার নিকট হইতে কোথায় যাইবে? হে ভদ্রে! এই বহুমূল্য মনোহর রত্ন-সম্ভার কাহার নিকট হইতে অপহরণ করিয়াছ? ॥২২—২৩॥ হে ভদ্রে! তোমার বক্ষঃস্থলস্থিত রত্ন দেখিয়া আমার মনে কষ্ট হইতেছে। তোমার হৃদয়স্থিত ত্রৈলোক্যমোহন উক্ত রত্ন দর্শনে কাহার চিত্ত না ব্যথিত হয়? হে ভদ্রে! পদ্মরাগসমপ্রভ যে রত্ন তোমার হৃদয়ে শোভা পাইতেছে, উহা কোথায় প্রাপ্ত হইয়া মথুরায় যাইতেছ? ॥২৪—২৫॥ পদ্মরাগাদি রত্ন সর্ব্বদা গন্ধহীন, কিন্তু তুমি যে রত্ন হৃদয়ে ধারণ করিয়াছ, তাহা অতীব সৌরভময় ॥২৬॥ হে সুন্দরি! তোমার বক্ষোবিরাজিত এই রত্ন কামবর্দ্ধক ও ত্রিভুবনবিমোহন

কামসন্দীপনং নাম রত্নং ত্রৈলোক্যমোহনম্ ।
নানাপুষ্পসুগন্ধেন মোদিতং তব সুন্দরি ॥২৭॥
কদম্বকোরকাকারং হৃদয়ে তব বর্ত্ততে ।
আচ্ছাদ্য বহুযত্নেন সংপুষ্টং দৃঢ়বন্ধনৈঃ ॥২৮॥
কুতো লব্ধ্বাদি কন্যাপি চৌরাস্তে নিশ্চিতা মতিঃ ।
অদ্যং সর্ব্বং প্রণেষ্যামি বহুরত্নাদিকঞ্চ যৎ ।
চৌরপ্রায়া নিরীক্ষ্যন্তে এতাঃ সর্ব্বাশ্চ যোষিতঃ ॥২৯॥
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য পদ্মিনী পদ্মগন্ধিনী ।
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটা ক্রুদ্ধা কিয়দ্বাক্যমুবাচ হ ॥৩০॥

ইতি শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে চতুর্ব্বিংশঃ পটলঃ ॥*॥

এবং নানাবিধ পুষ্পসৌরভে আমোদিত। কদম্বকোবক সদৃশ এই রত্ন হৃদয়দেশেস্থাপন করতঃ যত্নপূর্ব্বক দৃঢ়রূপে করপুটে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছ ॥২৭—২৮॥ এই রত্ন কোথায় পাইয়াছ ? তোমরা নিশ্চয়ই চোর, ইহা আমার মনে হইতেছে। ঐ দেখ, এই সকল রমণীগণ চোরের ন্যায় ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছে। আজ আমি এই সকল রত্ন হরণ করিব ॥২৯॥ পদ্মগন্ধিনী পদ্মিনী শ্রীকৃষ্ণের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে ওষ্ঠপুট দংশন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন ॥৩০॥

শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে চতুর্ব্বিংশ পটল সমাপ্ত ॥০॥

পঞ্চবিংশঃ পটলঃ।

——():*:()——

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ ;—

কৃষ্ণস্যোক্তিং ততঃ শ্রুত্বা পদ্মিনী কিমকরোত্তদা।
এতৎ সুতীক্ষ্ণং দেবেশ রহস্যং কৃপয়া বদ ॥১॥

শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—

শৃণু পার্ব্বতি বক্ষ্যামি যদুক্তং পদ্মিনী পুরা।
কৃষ্ণায় নিষ্ঠুরং বাক্যং লোলমধ্যে বরাননে ॥২॥

শ্রীপদ্মিন্যুবাচ ;—

শৃণু ভদ্র নন্দসূনো যশোদানন্দবর্দ্ধন।
হীনঃ সততং ত্বং হি জন্ম গোপগৃহে যতঃ ॥৩॥
নন্দস্য পোষ্যপুত্রস্ত্বং গব্যচৌরো ভবান্ সদা।
সদানন্দময়স্ত্বং হি সৎ-কর্ম্মরহিতঃ সদা ॥৪॥

শ্রীপার্ব্বতীদেবী কহিলেন ;—হে দেবেশ! পদ্মিনীদেবী শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশী উক্তি শ্রবণ করিয়া কি করিলেন, সেই সুতীক্ষ্ণ রহস্য আপনি কৃপা করিয়া বলুন ॥১॥

শ্রীঈশ্বর বলিলেন ;—হে লোলমধ্যা পার্ব্বতি! হে বরাননে! পদ্মিনীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে যে নিষ্ঠুর বাক্য কহিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥২॥

শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর শ্রীপদ্মিনীদেবী কহিলেন ;—হে নন্দ-পুত্র! শ্রবণ কর, তুমি যশোদার আনন্দবর্দ্ধক। তুমি গোপ-

ন মাতা ন পিতা বন্ধুঃ স্বকীয়ং পরমেব বা।
আদ্যন্তরহিতস্যাপি ন লজ্জা তব বিদ্যতে ॥৫॥
নির্লজ্জস্ত্বং সদা মূঢ়ঃ পরাশ্রয়পরঃ সদা।
পরদাররতস্ত্বং হি পরদ্রব্যপরায়ণঃ ॥৬॥
পরদ্রোহী সদা গোপ পরবেশযুতঃ সদা।
গোপ্রচারী সদা গোপীসঙ্গতস্ত্বং হি শাশ্বতঃ ॥৭॥
গোদোহনরতো নিত্যং গব্যচৌরো গবান্ যতঃ।
গোহন্তা পক্ষিহন্তা চ স্ত্রীঘাতী অনুপাতকী।
গোপালো হি যতস্ত্বং হি বহু কিং কথয়ামি তে ॥৮॥

গৃহে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ, সুতরাং তুমি শ্রীহীন হইয়াছ। তুমি নন্দরাজের পোষ্যপুত্র, তুমি সর্ব্বদা দধি, দুগ্ধ, নবনীতাদি অপহরণ করিয়া থাক, তুমি নিরন্তর আনন্দযুক্ত এবং সৎকর্ম্মবিরহিত (অন্য পক্ষে—সৎ ও কর্ম্মরহিত)। তোমার মাতা নাই, পিতা নাই, বন্ধু নাই ; তোমার স্বকীয় বা পরকীয় জ্ঞান নাই, তোমায় আদি নাই, অন্ত নাই, তোমার কোনরূপ লজ্জাও নাই। তুমি নিতান্ত নির্লজ্জ, তুমি মূঢ় বা বিদ্যা রহিত, সর্ব্বদা পরাবসথশায়ী, পরদারপরায়ণ ও পরদ্রব্যাভিলাষী। তুমি পরের অনিষ্টাচরণে দুঃখিত নও, পরবেশেই তুমি সর্ব্বদা বিচরণ করিয়া থাক। তুমি সর্ব্বদা গোচারণ করিয়া বেড়াও, গোপীসঙ্গই তোমার শ্রেষ্ঠ সঙ্গ এবং তুমি নিত্য গোদোহন কর ও গব্য চুরি করিয়া থাক। গোহত্যা, পক্ষিহত্যা ও স্ত্রীহত্যা প্রভৃতি অনুপাতক তুমি গ্রাহ্যই কর না। তুমি গো-রক্ষক, সুতরাং অধিক আর তোমাকে কি বলিব ? ॥৩—৮॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ;—

যৎ কথয়সি তৎ সত্যং নান্যথা বচনং তব।
দানং দেহি কুরঙ্গাক্ষি ন ত্যক্ষ্যামি কদাচন ॥৯॥

শ্রীপদ্মিন্যুবাচ ;—

অস্মিন্ দেশে মহীপাল কংসঃ সত্যপরায়ণঃ।
বিদ্যমানে মহীপালে কংসে সত্যপরাক্রমে।
কদাচিদপি কস্মৈচিন্ন দানং প্রদদাম্যহম্ ॥১০॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ;—

চক্রবর্ত্তী নৃপশ্রেষ্ঠঃ কংসঃ সর্ব্বগুণাশ্রয়ঃ।
তস্যাধিকারে সততমহং দানী সুনিশ্চিতঃ ॥১১॥
হৃদি তে মৃগশাবাক্ষি স্থিরসৌদামিনীপ্রভম্।
পশ্যামি তব যদ্রত্নং দানার্থং দেহি সত্বরম্ ॥১২॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন ;—হে কুরঙ্গাক্ষি! তুমি যে সমস্ত কথা বলিলে তাহা সকলই সত্য ; তোমার বাক্য কিছুই মিথ্যা নহে। এখন আমাকে দান (কর) প্রদান কর, অন্যথা তোমাকে কদাচ ছাড়িয়া দিতে পারি না ॥৯॥

শ্রীপদ্মিনীদেবী বলিলেন ;—সত্যপরায়ণ কংস আমাদের এই দেশের রাজা ; সেই সত্যপরাক্রম মহীপাল কংস বর্ত্তমান থাকিতে কদাচ অন্য ব্যক্তিকে কর প্রদান করিব না ॥১০॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন ;—রাজচক্রবর্ত্তী নৃপশ্রেষ্ঠ সর্ব্বগুণাধার কংসের অধিকারেই আমি দান গ্রহণে নিযুক্ত হইয়াছি। হে মৃগশাবাক্ষি! তোমার হৃদয়দেশে স্থিরসৌদামিনীর ন্যায় আভাবিশিষ্ট যে রত্ন দৃষ্ট হইতেছে, সত্বর উহা আমাকে দানার্থ প্রদান কর। হে কুরঙ্গাক্ষি·

দানং দত্ত্বা কুরঙ্গাক্ষি মথুরাং গচ্ছ সুন্দরি।
অন্যথা সংহরিষ্যামি রত্নঞ্চ সপরিচ্ছদম্ ॥১৩॥

শ্রীরাধিকোবাচ ;—

গোপাল বহবো দোষো বিদ্যন্তে সততং তব।
শৃণু গোপালবৃত্তান্তং মম রত্নস্য সাম্প্রতম্ ॥১৪॥
হৃদয়স্থং যদেতত্তু রত্নং ত্রৈলোক্যমোহনম্।
স্তনন্তু স্তবকাকারং পরংব্রহ্মস্বরূপকম্ ॥১৫॥
নাসাগ্রে মম গোপাল মৌক্তিকং যচ্চ কৌস্তুভম্।
হৃদয়ে মম গোপাল যত্ত্বং পশ্যসি তচ্ছৃণু ॥১৬॥

শ্রীচন্দ্রাবলী উবাচ ;—

শৃণু কৃষ্ণ মহামূঢ় পদ্মিনী রাধিকা স্বয়ম্।
এতস্যাঃ কণ্ঠসংস্থা যা মালা নাম্না কলাবতী ॥১৭॥

সুন্দরি! কর প্রদান করিয়া মথুরায় গমন কর। অন্যথা তোমার সপরিচ্ছদ ঐ রত্ন আমি অপহরণ করিব ॥১১—১৩॥

শ্রীরাধিকা কহিলেন ;—হে গোপাল! তুমি সতত বহু দোষের আকর। যাহা হউক, সম্প্রতি আমার রত্নের বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥১৪॥ আমার বক্ষঃস্থলে এই ত্রৈলোক্যমোহন রত্ন দেখিতেছ, এই স্তবকাকার স্তনরূপ রত্ন পরব্রহ্মস্বরূপ। হে গোপাল! আমার নাসিকাগ্রে যে দোদুল্যমান মুক্তা এবং বক্ষঃস্থলে যে কৌস্তুভমণি দেখিতে পাইতেছ, ইহার বৃত্তান্ত বলিতেছি, শুন ॥১৫—১৬॥

শ্রীচন্দ্রাবলী বলিলেন ;—হে কৃষ্ণ! তুমি মহামূর্খ, রাধিকা স্বয়ং পদ্মিনী ; ইঁহার কণ্ঠদেশে যে মালা শোভা পাইতেছে, উহারই নাম

এতাঃ সর্ব্বাঃ গোপকন্যাঃ কুমার্য্যাঃ পরিচারিকাঃ
আত্মানং নৈব জানাসি অতস্তে চপলা মতি ॥১৮॥
চপলস্ত্বং সদা কৃষ্ণ পরনারীরতঃ সদা ।
এতা মূঢ়া মন্দভাগ্যাস্তব সঙ্গরতাঃ সদা ॥১৯॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ;—

পদ্মনেত্রে স্মিতমুখি একং পৃচ্ছামি পদ্মিনি ।
নাসাগ্রসংস্থিতাং মুক্তাং স্থিরসৌদামিনীপ্রভাম্ ।
কামসন্দীপনীং মুক্তাং নাসায়াং তব তিষ্ঠতি ॥২০॥

ইতি শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে পঞ্চবিংশঃ পটলঃ ॥*॥

কলাবতী। এই সমস্ত গোপকন্যাগণ ঐ কুমারীরই পরিচারিকা, তুমি অত্যন্ত চপল, সুতরাং আত্মবিস্মৃত হইয়াছ। হে কৃষ্ণ! তুমি সর্ব্বদা চপল ও পরনারীরত ; এই সকল মন্দভাগা মূঢ় রমণীগণ সর্ব্বদা তোমারই সঙ্গরত ॥১৭—১৯॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন ;—হে পদ্মনেত্রে পদ্মিনি! হে স্মিতমুখি! তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। তোমার নাসাগ্রে স্থিরসৌদামিনীপ্রভ কামবিবর্দ্ধক ঐ যে মুক্তা শোভা পাইতেছে, উহার বিষয় কিছু বল ॥২০॥

শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে পঞ্চবিংশ পটল সমাপ্ত ॥০॥

ষড়্বিংশঃ পটলঃ।

শ্রীরাধিকোবাচ ;—

মুক্তাফলমিদং কৃষ্ণ ত্রৈলোক্যবীজরূপকম্ ।
মুক্তাফলস্য মাহাত্ম্যং বর্ণিতুং ন হি শক্যতে ॥১॥
ইদং মুক্তাফলং কৃষ্ণ মহামায়া স্বরূপকম্ ।
অস্মিন্ মুক্তাফলে বিশ্বং তিষ্ঠন্তি কোটিকোটিশঃ ॥২॥
বহুভাগ্যেন গোপেন্দ্র লব্ধং মুক্তাফলং হরে ।
মুক্তাফলং ময়া লব্ধং ত্রিপুরাপাদপূজনাৎ ॥৩॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ;—

রাধিকে শৃণু মদ্বাক্যং কৃপয়া বদ কামিনি ।
ইদং মুক্তাফলং ভদ্রে মদনস্য চ মন্দিরম্ ॥৪॥
তব নাসা বরারোহে মদনস্যেষুধিঃ সদা ।
সুতীক্ষ্ণং তব নেত্রান্তং মম কর্ম্মনিকৃন্তনম্ ॥৫॥

শ্রীরাধিকা কহিলেন ;—হে কৃষ্ণ! এই মুক্তাফলই ত্রৈলোক্যের বীজস্বরূপ ; এই মুক্তাফলের মাহাত্ম্য কেহ বর্ণন করিতে শক্ত নহে। এই মুক্তাফলই মহামায়াস্বরূপ ; এই মুক্তাফলে কোটি কোটি বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। হে গোপেন্দ্র! হে হরে! ত্রিপুরাদেবীর পাদ-পদ্ম অর্চ্চনা করিয়া বহু ভাগ্যফলে ইহা আমি প্রাপ্ত হইয়াছি ॥১—৩॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন ;—হে রাধিকে! কৃপাপূর্ব্বক আমার কথা শ্রবণ কর। হে ভদ্রে! তোমার নাসাগ্রস্থিত এই মুক্তাফল অনঙ্গ-দেবের মন্দির, তোমার নাসিকা কামদেবের ইষুধি (তূণ) এবং

তবাঙ্গদর্শনং ভদ্রে সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্।
সুধা-রসসমং ভদ্রে বিগ্রহং কামবর্দ্ধনম্ ॥৬॥
নখচন্দ্রপ্রভা ভদ্রে পূর্ণচন্দ্রসমা তব।
আলিঙ্গনং দেহি ভদ্রে পতিতং মাং সমুদ্ধর।
পাপার্ণবাৎ ত্রাহি ভদ্রে দাসোঽহং তব সুন্দরি ॥৭॥
শ্রীরাধিকোবাচ ;—
শৃণু কৃষ্ণ মহাবাহো বচনং মম সুন্দর।
শিবার্চ্চনং কুরু ক্ষিপ্রং তথা কাত্যায়নীং শিবাম্ ॥৮॥
তদন্তে পুরুষশ্রেষ্ঠ ইষ্টবিদ্যাং সনাতনীম্।
পূর্ণরূপাং মহাকালীং ধ্যাত্বা সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥৯॥
শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা কৃষ্ণঃ পদ্মদলেক্ষণঃ।
সংপূজ্য পার্থিবং লিঙ্গং ততঃ কাত্যায়নীং যজেৎ ॥১০॥

তোমার কটাক্ষ আমার মর্ম্মচ্ছেদী কামবাণ। হে কামিনি! তোমার অঙ্গ দর্শন করিলে সর্ব্ব ব্যাধি বিনষ্ট হয় এবং তোমার কমনীয় মূর্ত্তি পীযূষসদৃশ ও কামবর্দ্ধক। তোমার নখরকান্তি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রভা-বিশিষ্টা। হে ভদ্রে! তুমি আমাকে আলিঙ্গন প্রদান করিয়া পাপার্ণব হইতে উদ্ধার কর; হে সুন্দরি! আমি তোমার দাস ॥৪—৭॥

শ্রীরাধিকা বলিলেন ;—হে মহাবাহো কৃষ্ণ! আমার বচন শ্রবণ কর। হে সুন্দর! তুমি শীঘ্র শিব ও শিবা কাত্যায়নীদেবীর অর্চ্চনা কর! হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! পরে ইষ্টবিদ্যাস্বরূপিণী সনাতনী পূর্ণরূপা মহা-কালীকে ধ্যান করিবে; তাহা হইলেই তুমি অভীষ্ট বস্তু লাভ করিতে পারিবে ॥৮—৯॥

শ্রীঈশ্বর কহিলেন ;—পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার এই

অথ প্রসন্না সা দেবী জগন্মাতা জগন্ময়ী।
আবিরাসীৎ স্বয়ং দেবী কৃষ্ণস্য হিতকারিণী ॥১১॥
শৃণু কৃষ্ণ মহাবাহো বরং বরয় রে সুত।
বরং দদামি তে ভদ্রং ভবিষ্যতি সুনিশ্চিতম্ ॥১২॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ;—

বরং দেহি মহামায়ে নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে।
মনঃসিদ্ধিং দেহি দেবি কালি ব্রহ্মময়ি সদা ॥১৩॥

শ্রীকাত্যায়ন্যুবাচ ;—

এবমেব ভবেৎ কৃষ্ণ রাধাসঙ্গমবাপ্নুহি।
বহুযত্নেন ভো কৃষ্ণ রাধাবাক্যং সমাচর।
রাধাসঙ্গেন ভো কৃষ্ণ পুষ্পমুৎপাদয় ধ্রুবম্ ॥১৪॥

কথা শ্রবণ করিয়া পার্থিব শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করতঃ মহেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া পরে কাত্যায়নীদেবীর পূজা করিলেন। তখন জগন্ময়ী জগজ্জননী কাত্যায়নীদেবী শ্রীহরির হিতৈষিণীরূপে তথায় আবির্ভূতা হইয়া প্রসন্নচিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন ;—হে মহাবাহো কৃষ্ণ! তুমি বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে বর দান করিব, নিশ্চয়ই তোমার কল্যাণ হইবে ॥১০—১২॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন ;—হে মহামায়ে! তুমি শঙ্করের প্রিয়তমা, তোমাকে নমস্কার ; তুমি আমাকে বর প্রদান কর। হে ব্রহ্মময়ী কালি! যাহাতে আমার মনোভীষ্ট সিদ্ধি হয়, তাহা কর ॥১৩॥

শ্রীকাত্যায়নীদেবী কহিলেন ;—হে কৃষ্ণ! এইরূপই হউক, রাধার সহিত তোমার মিলন হইবে। তুমি বিশেষ যত্নসহকারে রাধার বাক্যানুসারে কার্য্য করিও। হে কৃষ্ণ! তুমি শ্রীমতী

পুষ্পঞ্চ ত্রিবিধং কৃষ্ণ কুণ্ডগোলং পরাৎপরম্ ।
স্বয়ম্ভুঞ্চ তথা রম্যং নানাসুখবিবর্দ্ধনম্ ॥১৫॥
ধর্ম্মদং কামদঞ্চৈব অর্থদং মোক্ষদং তথা ।
চতুর্ব্বর্গপ্রদং পুষ্পং রাধাসঙ্গেন জায়তে ॥১৬॥
তেন পুষ্পেন হে কৃষ্ণ জপপূজাং সমাচর ।
ইষ্টদেব্যাঃ সুরশ্রেষ্ঠ সততং রাধয়া সহ ॥১৭॥
এতদ্রহস্যং পরমং ব্রহ্মাদীনামগোচরম্ ।
যদ্যদন্যন্মহাবাহো শৃণোতু পদ্মিনীমুখাৎ ॥১৮॥
কুলব্রতং বিনা চৈতন্নহি সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ।
ইত্যুক্ত্বা সা মহামায়া তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥১৯॥
ইতি শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে ষড়্বিংশঃ পটলঃ ॥*॥

রাধিকার সহিত কুণ্ড গোল ও স্বয়ম্ভু নামক ত্রিবিধ পুষ্প উৎপাদন কর। পরাৎপর সেই স্বয়ম্ভু পুষ্প অতীব রমণীয় ও নানাবিধ সুখ-বর্দ্ধক ; পরন্তু ইহা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষস্বরূপ চতুর্ব্বর্গ প্রদান করে। হে সুরশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ! তুমি রাধিকার সহিত মিলিত হইয়া সেই পুষ্প দ্বারা ইষ্টদেবীর জপপূজা কর ॥১৪—১৭॥ হে মহাবাহো ! এই পরম রহস্য ব্রহ্মাদি দেবগণেরও অগোচর ! অন্যান্য সমস্ত বিষয় পদ্মিনীর প্রমুখাৎ শ্রবণ করিবে। কুলাচার ব্যতীত তাদৃশী সিদ্ধির সম্ভব নাই। ইহা বলিয়া মহামায়া সেই স্থান হইতে অন্তর্হিতা হইলেন ॥১৮—১৯॥

শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে ষড়্বিংশ পটল সমাপ্ত ॥০॥

সপ্তবিংশঃ পটলঃ

শ্রীপদ্মিন্যুবাচ ;—

গোপবেশধরকৃষ্ণ শৃণু বাক্যং মহৎপদম্ ।
ইদং শ্যামশরীরং হি সর্ব্বাভরণসংযুতম্ ।
কুতো লব্ধং মহাবাহো বদ সত্যং হি কেশব ॥১॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ;—

শৃণু রাধে কুরঙ্গাক্ষি বাক্যং পরমকারণম্ ।
শরীরং মম চার্ব্বঙ্গি সর্ব্ববেশবিভূষিতম্ ॥২॥
দলিতাঞ্জনপুঞ্জাভং যদেতদ্‌বিভ্রমং মম ।
এতৎ সর্ব্বং কুরঙ্গাক্ষি ত্রিপুরাপদপূজনাৎ ॥৩॥
এষ মে বিগ্রহঃ সাক্ষাৎ কালী শব্দস্বরূপিণী ।
শরীরং হি বিনা ভদ্রে পরংব্রহ্ম শবাকৃতিঃ ॥৪॥

শ্রীপদ্মিনীদেবী কহিলেন ;—হে গোপবেশধারি-কৃষ্ণ ! আমার মহদ্বাক্য শ্রবণ কর। হে মহাবাহো কেশব ! সর্ব্বাভরণসংযুক্ত তোমার এই শ্যাম-দেহ কোথায় প্রাপ্ত হইয়াছ, সত্য করিয়া বল ॥১॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন ;—হে কুরঙ্গাক্ষি রাধে ! পরম কারণ আমার বাক্য শ্রবণ কর। হে চার্ব্বঙ্গি ! সর্ব্ববেশবিভূষিত দলিতাঞ্জনপুঞ্জাভ আমার এই যে শরীর দেখিতেছ, ত্রিপুরাদেবীর চরণার্চ্চনপ্রসাদেই ইহা আমি প্রাপ্ত হইয়াছি ॥২—৩॥ এই যে আমার মূর্ত্তি দেখিতেছ, ইহা সাক্ষাৎ কালীস্বরূপা ; হে ভদ্রে ! শক্ত্যাত্মক এই শরীর ব্যতীত

ত্রিপুরাপূজনাদ্ভক্ত্যা শরীরং প্রাপ্নুয়ামীদং।
অসাধ্যং নাস্তি কিঞ্চিন্মে ত্রিপুরাপদপূজনাৎ ॥৫॥
শরীরস্থং যদেতচ্চ ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদিকম্।
এতৎ সর্ব্বং বরারোহে মহামায়াস্বরূপকম্ ॥৬॥
চূড়া চ কুণ্ডলঞ্চৈব নাসাগ্রস্থিতমৌক্তিকম্।
কেয়ূরমঙ্গদং হারং মুরলীবেণুমেব চ ॥৭॥
এতৎ সর্ব্বং কুরঙ্গাক্ষি মহামায়া জগন্ময়ী।
অহমেব কুরঙ্গাক্ষি সদা ইন্দ্রিয়বর্জ্জিত ॥৮॥
এতদ্রূপং কুরঙ্গাক্ষি প্রকৃতিঃ পরমেশ্বরী।
আলিঙ্গনং দেহি ভদ্রে মন্মথেনাকুলস্ত্বহম্ ॥৯॥

পরম ব্রহ্মও শববৎ নিশ্চল। আমি ভক্তিপূর্ব্বক ত্রিপুরার অর্চ্চনা করিয়াই এই শরীর প্রাপ্ত হইয়াছি এবং ত্রিপুরাদেবীর চরণার্চ্চন-প্রসাদে ত্রিভুবনে আমার কিছু অসাধ্যও নাই ॥৪—৫॥ হে বরারোহে! আমার শরীরে এই যে ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্ন দেখিতেছ, ইহাও মহামায়াস্বরূপ। পরন্তু হে কুরঙ্গাক্ষি! এই যে চূড়া, কুণ্ডল, নাসাগ্রস্থিত মুক্তাফল, কেয়ূর, অঙ্গদ, হার, মুরলী ও বেণু প্রভৃতি দেখিতেছ, এই সমস্তও জগন্ময়ী মহামায়াস্বরূপ। হে কুরঙ্গাক্ষি! আমি সর্ব্ব ইন্দ্রিয়বিহীন। আমার এই রূপও পরমেশ্বরী প্রকৃতি-স্বরূপ। হে ভদ্রে! আমি মন্মথশরে আকুল হইয়াছি, আমাকে আলিঙ্গন প্রদান কর ॥৬—৯॥

শ্রীরাধিকোবাচ ;—

শৃণু কৃষ্ণ মহাবাহো গোপাল নররূপধৃক ।
নররূপেণ মে সঙ্গো নহি যাস্তি কদাচন ॥১০॥

শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—

রহস্যং পরমং গুহ্যং কৃষ্ণায় যদুবাচ সা ।
তচ্ছৃণুষ্ব মহাভাগে সাবধানাবধারয় ॥১১॥

শ্রীরাধিকোবাচ ;—

অমৃত রত্নপাত্রস্থং পানং কুরু মহামতে ।
অমৃতং হি বিনা কৃষ্ণ যো জপেৎ কালিকাং পরাম্ ।
তস্য সর্ব্বার্থহানিঃ স্যাৎ তদস্তে কুপিতো মনুঃ ॥১২॥
পশ্য কৃষ্ণ মহাবাহো দানীশত্বং গতোঽধুনা ।
মম মুক্তা-প্রভাবঞ্চ পশ্য ত্বং কমলেক্ষণ ॥১৩॥

শ্রীরাধিকা বলিলেন ;—হে মহাবাহো কৃষ্ণ ! তুমি নররূপধারী গোপবালক ; নররূপে কদাচ আমার সঙ্গ লাভ হইবে না ॥১০॥

শ্রীঈশ্বর কহিলেন ;—হে মহাভাগে পার্ব্বতি ! শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে যে পরম গুহ্য রহস্য বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, সংযতচিত্তে শ্রবণ কর ॥১১॥

শ্রীরাধিকা কহিলেন !—হে মহামতে কৃষ্ণ ! রত্নভাণ্ডস্থ অমৃত পান কর ; অমৃত পান না করিয়া যে ব্যক্তি পরমা কালিকাবিদ্যা জপ করে, তাহার সর্ব্বার্থহানি হয় এবং তৎপ্রতি মন্ত্র কুপিত হইয়া থাকে ॥১২॥ হে কমললোচন কৃষ্ণ ! অধুনা তোমার করগ্রাহিত্ব বিগত হইয়াছে, সুতরাং আমার মুক্তাফলের প্রভাব প্রত্যক্ষ কর ॥১৩॥

শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—

এতস্মিন্ সময়ে রাধা পদ্মিনী পদ্মগন্ধিনী ।
প্রণম্য শিরসা কালীং সুন্দরীং ব্রহ্মমাতৃকাম্ ।
জপ্ত্বা স্তুত্বা মোক্ষদাত্রীং সুন্দরীং কৃষ্ণমাতরম্ ॥১৪॥
পশ্য পশ্য মহাবাহো মুক্তায়াঃ পরমং পদম্ ।
তস্মিন্ ডিম্বে মহেশানি কোটিশঃ কৃষ্ণরাশয়ঃ ।
তং দৃষ্ট্বা পরমেশানি কৃষ্ণো বিস্ময়মাগতঃ ॥১৫॥
পদ্মিনী তু ততো দেবী তং ডিম্বং তৎক্ষণাৎ প্রিয়ে ।
সংহার্য্য বিশ্বং সা রাধা মুক্তায়াঞ্চ বিলীয়তে ॥১৬॥
এবমেব প্রকারেণ কোটি ডিম্বং বরাননে ।
দর্শয়ামাস কৃষ্ণায় ত্রিপুরাপদপূজনাৎ ॥১৭॥

শ্রীঈশ্বর বলিলেন ;—হে পার্ব্বতি ! এই সময়ে পদ্মগন্ধিনী পদ্মিনীরূপিণী রাধিকা ব্রহ্মমাতৃকা কালিকাদেবীকে আনতমস্তকে প্রণাম করিয়া কৃষ্ণমাতা মোক্ষদাত্রী কালিকাদেবীর মন্ত্র জপ করতঃ স্তব পাঠ করিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন ;—হে মহাবাহো কৃষ্ণ ! আমার মুক্তার পরম পদ দর্শন কর। হে মহেশানি ! রাধিকা এই কথা বলিবামাত্র সেই ডিম্বে (মুক্তাফলে) কোটি কোটি কৃষ্ণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। হে পরমেশানি ! তদ্দর্শনে কৃষ্ণ বিস্মিত হইলেন ॥১৪—১৫॥ অতঃপর পদ্মিনীদেবী তৎক্ষণাৎ এই চরাচর বিশ্ব সংহার করতঃ সেই ডিম্বে (মুক্তাফলে) বিলীন করিয়া ফেলিলেন ॥১৬॥ হে বরাননে ! রাধিকা এইরূপে ত্রিপুরাপদপূজনপ্রসাদাৎ শ্রীকৃষ্ণকে কোটি কোটি ডিম্ব প্রদর্শন করিলেন। হে প্রিয়ে ! শ্রীহরি সেই মুক্তাডিম্বে অন্যান্য

অপশ্যদন্যদাশ্চর্য্যং মুক্তায়াং তৎক্ষণাৎ হরিঃ ।
কোটিমুক্তাফলং তত্র জায়তে তৎক্ষণাৎ প্রিয়ে ॥১৮॥
দৃষ্ট্বাশ্চর্য্যং মহদ্ভুতং কৃষ্ণস্তু বরবর্ণিনি ।
আত্মানং দর্শয়ামাস হরিঃ পদ্মদলেক্ষণঃ ॥১৯॥
দৃষ্ট্বাশ্চর্য্যময়ং দেবি কৃষ্ণ উদ্বিগ্নতাম্মিয়াৎ ।
আত্মানং গর্হয়ামাস দৃষ্ট্বাশ্চর্য্যমনুত্তমম্ ॥২০॥
প্রজপেৎ পরমাং বিদ্যাং মহাকালীং মনোহরম্ ।
নিরীক্ষ্য রাধিকাবক্ত্রং প্রজপেৎ কালিকামনুম্ ॥২১॥

ইতি শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে সপ্তবিংশঃ পটলঃ ॥*॥

আশ্চর্য্যরূপ সন্দর্শন করিলেন। পরন্তু সেই মুক্তাডিম্ব হইতে তৎক্ষণাৎ কোটি কোটি মুক্তাফল উদ্ভূত হইতে লাগিল ॥১৭—১৮॥ হে বরবর্ণিনি! পদ্মিনীপ্রদর্শিত সেই মুক্তাডিম্বে পরমাদ্ভুত রূপ নিরীক্ষণ করিয়া পদ্মপলাশলোচন হরি রাধিকাকে স্বীয় রূপ দেখাইলেন। হে দেবি! কৃষ্ণ সেই মুক্তাডিম্বে পরমাশ্চর্য্যময় রূপ দর্শন করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন ॥১৯—২০॥ অতঃপর শ্রীহরি রাধিকার বদন নিরীক্ষণ করতঃ মহাবিদ্যা মহাকালীর মহামন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥২১॥

শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে সপ্তবিংশ পটল সমাপ্ত ॥০॥

অষ্টাবিংশঃ পটলঃ ।

শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—

অনেনৈব বিধানেন কৃষ্ণস্য কুল-সাধনম্ ।
কুণ্ডগোলকপুষ্পস্য সাধনায় শুচিস্মিতে ।
যদুক্তা পদ্মিনী রাধা কৃষ্ণায় নিগদামিতে ॥১॥

শ্রীরাধিকোবাচ ;—

শৃণু কৃষ্ণ মহাবাহো বচনং হিতকারকম্ ।
বাসুদেব পরং ব্রহ্ম মম জ্ঞানেন যুজ্যতে ॥২॥
বাসুদেবশরীরং ত্বং শক্নোষি যদি চেদ্ধরে ।
মহতী চ তদা কৃষ্ণ মম প্রীতির্হি জায়তে ॥৩॥
তদৈব সহসা কৃষ্ণ শৃঙ্গারং প্রদদাম্যহম্ ।
অন্যথা পুণ্ডরীকাক্ষ মনুষ্যত্বং হি মে মতিঃ ।
মনুষ্যেষু বরাকেষু নাস্তি সঙ্গঃ কদাচনঃ ॥৪॥

শ্রীঈশ্বর কহিলেন ;—হে শুচিস্মিতে! এই প্রকার বিধানে শ্রীকৃষ্ণ কুলসাধন করিয়াছিলেন। পদ্মিনীরূপিণী রাধিকা কুণ্ড-গোলকপুষ্পসাধনার্থ শ্রীকৃষ্ণকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তোমার নিকট বলিতেছি ॥১॥

শ্রীরাধিকা কহিলেন ;—হে মহাবাহো কৃষ্ণ! হিতগর্ভ বাক্য শ্রবণ কর। আমার জ্ঞানে বাসুদেবই পরম ব্রহ্ম। হে হরে! যদি তুমি বাসুদেবের শরীরধারণে সক্ষম হও, তাহা হইলে আমার মহতী প্রীতি জন্মিবে ॥২—৩॥ হে কৃষ্ণ! তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ

যদি মে পুণ্ডরীকাক্ষ মনুষ্যো সঙ্গতো ভবেৎ।
তদৈব সহসা ক্রুদ্ধা ত্রিপুরা মাতৃকা মম।
ভস্মসাৎ তৎক্ষণাৎ মাঞ্চ করিষ্যতি ন চান্যথা ॥৫॥
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্যাঃ কৃষ্ণঃ পদ্মদলেক্ষণঃ।
মনো নিবেশ্য দেবেশি কালিকাপদপঙ্কজে।
প্রজপ্য পরমাং বিদ্যাং নিজরূপমবাপ্নুয়াৎ ॥৬॥

শ্রীবাসুদেব উবাচ ;—

শৃণু পদ্মিনী মদ্বাক্যং তব যৎ কথয়াম্যহম্।
যঃ কৃষ্ণো বাসুদেবোঽহং মহাবিষ্ণুরহং প্রিয়ে ॥৭॥
সঙ্গোপনার্থং চার্ব্বঙ্গি দ্বিভুজোঽহং ন চান্যথা।
ত্বদর্থং হি মহেশানি তপস্তপ্তং সুদারুণম্ ॥৮॥

তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব। অন্যথা হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি মনুষ্য বলিয়াই আমার ধারণা। ক্ষুদ্র মানবের সহিত কদাচ আমার সঙ্গ হইতে পারে না ॥৪॥ হে পুণ্ডরীকনিভেক্ষণ! মনুষ্যের সহিত যদি আমার মিলন হয়, তাহা হইলে জননী ত্রিপুরাদেবী তৎক্ষণাৎ আমার প্রতি ক্রুদ্ধা হইয়া আমাকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবেন; ইহা অন্যথা হইবে না ॥৫॥ হে দেবেশি পার্ব্বতি! পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার ঈদৃশী কথা শ্রবণ করিয়া মহামায়া কালিকাদেবীর পাদপদ্মে চিত্তার্পণ করতঃ পরমা বিদ্যা জপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সেই জপের ফলে অচিরে স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হইলেন ॥৬॥

শ্রীবাসুদেব কহিলেন;—হে প্রিয়ে পদ্মিনি! আমি যাহা বলিতেছি, তাহা শুন। আমিই মহাবিষ্ণু বাসুদেব কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছি। হে চার্ব্বঙ্গি! আমি জনসঙ্গোপনার্থই দ্বিভুজ মূর্ত্তি ধারণ

তেন সত্যেন ধর্ম্মেণ পদ্মিনীসঙ্গমেব চ।
তব সঙ্গং বিনা রাধে বিদ্যাসিদ্ধিঃ কথং ভবেৎ।
আজ্ঞাং দেহি পুনর্ভদ্রে নরদেহং ব্রজাম্যহম্ ॥৯॥

শ্রীপদ্মিন্যুবাচ;—

বাসুদেব মহাবাহো মনুষ্যত্বং ব্রজাধুনা।
প্রসন্নাহং তব বিভো পশ্যামি তপসঃ ফলম্ ॥১০॥
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মনুষ্যত্বং গতো হরিঃ ॥১১॥
শৃণু কৃষ্ণ মহাবাহো বাসুদেব ত্বমেব চ।
শিবস্তে নিশ্চয়ং দেব শ্যামসুন্দরদেহভাক্ ॥১২॥
যস্তে শ্যামলদেহস্তু তদেব কালিকাতনুঃ।
শৃণু কৃষ্ণ মহাবাহো রহস্যমতিগোপনম্ ॥১৩॥

করিয়াছি, সন্দেহ নাই। পরন্তু তোমার সঙ্গলাভের জন্যই আমি সুদারুণ তপস্যা করিতেছি। সেই তপস্যার ফলেই আমার পদ্মিনী-সঙ্গ লাভ হইবে। হে রাধে! তোমার সঙ্গ ব্যতীত কিরূপে বিদ্যা সিদ্ধি হইতে পারে? হে ভদ্রে! তুমি অনুমতি কর, আমি পুনর্ব্বার নরদেহ ধারণ করিয়া বিচরণ করি ॥৭—৯॥

শ্রীপদ্মিনী কহিলেন;—হে মহাবাহো বাসুদেব! তোমার তপস্যার প্রভাব দর্শন করিয়া আমি পরিতুষ্টা হইয়াছি; তুমি এক্ষণে নরদেহ ধারণ কর ॥১০॥ শ্রীমতী রাধিকার এই কথা শুনিয়া শ্রীহরি তৎক্ষণাৎ নররূপ ধারণ করিলেন ॥১১॥ তখন শ্রীমতী রাধিকা পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন;—হে মহাবাহো কৃষ্ণ! তুমিই বাসু-দেব; হে শ্যামসুন্দর! নিশ্চয়ই তোমার কল্যাণ হইবে। তোমার শ্যামদেহই কালিকাদেহ। হে মহাবাহো কৃষ্ণ! অতীব গোপ্য রহস্য শ্রবণ কর ॥১২॥ হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমি ত্রিপুরা-দূতী পদ্মিনী,

ত্রিপুরায়াঃ সদা দূতী পদ্মিনী পরমা কলা ।
সদা মে পুণ্ডরীকাক্ষ যোনিশ্চাক্ষতরূপিণী ।
মম যোনৌ মহাবাহো রেতঃপাতং নচাচরে ॥১৪॥

শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—

তস্যাস্তু বচনং শ্রুত্বা কৃষ্ণয়াস্তামুবাচ হ ।
শৃণুত্বঞ্চ বরারোহে দাসোঽহং তব সুন্দরি ॥১৫॥
কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা তুষ্টা সা পদ্মিনী পরা ।
কৃষ্ণস্য বামপার্শ্বস্থা পৌর্ণমাসি নিশাসু চ ॥১৬॥
কার্ত্তিক্যাং যমুনাকূলে পদ্মিনী পদ্মগন্ধিনী ।
নানাশৃঙ্গারবেশাঢ্যা রতিরূপা মনোহরা ॥১৭॥
রাধা পরমবৈদগ্ধা শৃঙ্গাররণপণ্ডিতা ।
কন্দর্পসদৃশঃ কৃষ্ণো বাসুদেবশ্চ পার্ব্বতি ।
উভয়োর্ম্মেলনং দেবি শৃঙ্গে সৌদামিনী যথা ॥১৮॥

আমি ত্রিপুরাদেবীর পরমা কলা ; আমার গর্ভদ্বার অক্ষত। হে মহাবাহো ! তাহা বীজাধানের উপযুক্ত নহে ॥১৩—১৪॥

শ্রীঈশ্বর কহিলেন ;—শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন ;—হে বরারোহে ! হে সুন্দরি ! শুন, আমি তোমার দাস ॥১৫॥ হে পার্ব্বতি ! শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া পদ্মিনী পরিতুষ্টা হইলেন। কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে রজনীযোগে যমুনাতীরে বিবিধ শৃঙ্গারবেশে বিভূষিতা হইয়া পদ্মগন্ধিনী পদ্মিনী শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে উপবিষ্টা হইলেন। হে পার্ব্বতি ! শ্রীমতী রাধিকা রতির ন্যায় মনোহারিণী, পরমবৈদগ্ধা ও শৃঙ্গার-রণ-নিপুণা। আর বাসুদেব কৃষ্ণ কন্দর্প-সদৃশ। সুতরাং ইঁহাদের উভয়ের মিলন

উভয়োর্ম্মেলনং দেবি ঘনসৌদামিনী সমম্ ।
কৃষ্ণো মারকতঃ শৈলো রাধাস্থিরতড়িৎপ্রভা ॥১৯॥
পৌর্ণমাস্যাং নিশামধ্যে কার্ত্তিক্যাং তরি-মধ্যতঃ ।
সংপূজ্যবিবিধৈর্ভোগৈঃ কালীং ভববিমোচিনীম্ ॥২০॥
প্রজপ্য মনসা বিদ্যাং শৃঙ্গাররসপূরিতাম্ ।
আলিঙ্গনাদিকং সর্ব্বং তন্ত্রোক্তং কমলেক্ষণে ॥২১॥
সংপূজ্য মদনাগারং গন্ধপুষ্পাদিভিঃ প্রিয়ে ।
রাধায়া মদনাগারং কৃষ্ণসৌভাগ্যবর্দ্ধনম্ ।
সমারভ্য নিশীথে চ রাত্রিশেষে পরিত্যজেৎ ॥২২॥
তততস্তু পদ্মিনী রাধা তত্রৈবান্তরধীয়ত ।
প্রণম্য মনসা কালীং স্বস্থানং সহসা গতা ॥২৩॥

পর্ব্বত-শৃঙ্গে ঘনসৌদামিনীর ন্যায় মনোহর। হে দেবি! শ্রীকৃষ্ণ মরকত শৈলসন্নিভ এবং শ্রীমতী রাধিকা স্থিরসৌদামিনীর প্রভা-বিশিষ্টা ॥১৬—১৯॥ হে কমলেক্ষণে! কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে রাত্রিকালে নৌকা-মধ্যে বিবিধ উপচার দ্বারা ভবপাশবিমোচিনী কালিকাদেবীর অর্চ্চনা করিয়া মনে মনে শৃঙ্গার-রস-পূরিতা বিদ্যা (মন্ত্র) জপ করতঃ তন্ত্রোক্ত আলিঙ্গনাদি যাবতীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহপূর্ব্বক গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা রাধিকার মদনাগার পূজা করিলেন। রাধিকার ঐ মদনাগার শ্রীকৃষ্ণের সৌভাগ্যবর্দ্ধক। হে প্রিয়ে! নিশীথকালে কুলাচারে প্রবৃত্ত হইয়া রাত্রিশেষে রাধিকাকে পরিত্যাগ করিলে, পদ্মিনীরূপিণী সেই রাধিকা মনে মনে মহামায়া কালিকাদেবীকে প্রণাম করতঃ সহসা সেই স্থান হইতে অন্তর্হিতা হইলেন। ইত্যব-

এতস্মিন্ সময়ে দেবী কালী প্রত্যক্ষতাং গতা।
কৃষ্ণায় পরমেশানি মহামায়া জগন্ময়ী ॥২৪॥

শ্রীকালিকোবাচ ;—

শৃণু কৃষ্ণ মহাবাহো সিদ্ধোঽসি বহুযত্নতঃ।
পদ্মিনী পরমা ধন্যা ত্রিপুরাপদপূজনাৎ ॥২৫॥
কুণ্ডসিদ্ধিং যোনিসিদ্ধিং স্বয়ম্ভুঞ্চ তথা সুত।
সর্ব্বং প্রাপ্তং সুতশ্রেষ্ঠ বহুযত্নেন নিশ্চিতম্ ॥২৬॥
শেষং বিলাসং রে পুত্র গোপীভিঃ সহ সাম্প্রতম্।
কুরু ত্বং বিবিধালাপং মনসেচ্ছাবিহারিণম্।
ইত্যুক্ত্বা সা মহামায়া তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥২৭॥

ইতি শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে অষ্টাবিংশঃ পটলঃ ॥*॥

সরে জগজ্জননী কালিকাদেবী তথায় প্রত্যক্ষরূপে আবির্ভূতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন ॥২০—২৪॥

শ্রীকালিকাদেবী কহিলেন ;—হে মহাবাহো কৃষ্ণ! শ্রবণ কর। বহু যত্নে তুমি সফলকাম হইয়াছ ; পদ্মিনীদেবীও ত্রিপুরাদেবীর পদার্চ্চন প্রসাদে পরম ধন্যা হইয়াছেন ॥২৫॥ হে সুতশ্রেষ্ঠ! কুণ্ডসিদ্ধি, যোনিসিদ্ধি ও স্বয়ম্ভূসিদ্ধি—বহু যত্নে এই ত্রিবিধ সিদ্ধিই প্রাপ্ত হইয়াছ ; ইহাতে সন্দেহ নাই ॥২৬॥ হে পুত্র! সম্প্রতি তুমি গোপিকাদিগের সহিত শেষ বিলাস কর ; তুমি তাহাদের সহিত স্বীয় ইচ্ছানুসারে বিহার করতঃ বিবিধ রহস্যালাপ কর। এই বলিয়া মহামায়া কালিকাদেবী সেই স্থান হইতে অন্তর্হিতা হইলেন ॥২৭॥

শ্রীবাসুদেব রহস্যে রাধা-তন্ত্রে অষ্টাবিংশ পটল সমাপ্ত ॥০॥

ঊনত্রিংশঃ পটলঃ।

শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—

তত: কৃষ্ণো মহাবাহুর্হৃষ্টো গোপগৃহং গতঃ।
সংহৃত্য বহুকায়াংশ্চ স্বয়মেব জনার্দ্দনঃ ॥১॥
দিনে দিনে মহেশানি কৈশোরজনিতাংশ্চ তান্।
আলিঙ্গনং তথা হাস্যং যোনিতাড়নমেব চ ॥২॥
সর্ব্বাভির্গোপনারীভিঃ সহ ক্রীড়াং বরাননে।
দিবসে দিবসে কৃষ্ণঃ কুরুতে স্বজনৈঃ সহ ॥৩॥
কালিন্দীতীরমাসাদ্য কৃষ্ণঃ পদ্মদলেক্ষণঃ।
শৃঙ্গবেণুং তথা বংশীং বাসুদেবঃ স্বয়ং হরিঃ ॥৪॥
আপূর্য্য ধরণীং কৃষ্ণো রাধা-রাধেতি বাদয়ন্।
ক্ব গতাসি প্রিয়ে রাধে ভর্ত্তাহং তব সুন্দরি ॥৫॥

শ্রীঈশ্বর কহিলেন ;—অতঃপর মহাবাহু কৃষ্ণ অন্যান্য বহুকায় সংহরণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে গোপভবনে প্রস্থান করিলেন ॥১॥ হে মহেশানি ! শ্রীকৃষ্ণ গোপরমণীগণের সহিত দিনে দিনে আলিঙ্গন, হাস্য, অঙ্গতাড়ন প্রভৃতি কৈশোরজনিত নানাবিধ ক্রীড়াকৌতুকে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন ॥২—৩॥ পদ্মপলাশলোচন কৃষ্ণ কালিন্দীকূলে উপস্থিত হইয়া শৃঙ্গ, বেণু, বংশীবাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীহরি বংশীধ্বনিতে বনভূমি আপূরিত করিয়া বংশীস্বরে 'রাধা রাধা' শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ;—হে রাধে ! তুমি কোথায়

দৃষ্টিং দেহি পুনর্ভদ্রে নীরজায়তলোচনে ।
কামসন্দীপনে বহ্নৌ নিমজ্য ক্ব গতা প্রিয়ে ॥৬॥
বহ্নিসাগরয়োর্ম্মধ্যে মাং নিক্ষিপ্য কুতো গতা ।
এবং বহুবিধালাপৈ স্বজনৈঃ সহ কেশবঃ ।
যমুনোপবনেঽশোকবনপল্লবখণ্ডিতে ॥৭॥
কৃষ্ণঃ পদ্মপলাশাক্ষো ব্যহরদ্‌ব্রজমণ্ডলে ।
নিহত্য দৈত্যান্ কংসাদীন্ মথুরায়াং বরাননে ।
ততো দ্বারাবতীং দেবি স্বয়ং মহিষমর্দ্দিনীম্ ॥৮॥
শতযোজনবিস্তীর্ণাং পুরীং কাঞ্চননির্ম্মিতাম্ ।
সমুদ্রপরিখা যত্র সাক্ষাৎ কুণ্ডলিনী স্বয়ম্ ॥৯॥
নবলক্ষগৃহং যত্র স্বর্ণহীরকচিত্রিতম্ ।
নবরত্নপ্রভাকারা পুরী সর্ব্বসুশোভনা ॥১০॥

যাইতেছ ? হে সুন্দরি ! আমি তোমার ভর্ত্তা । হে পদ্মপত্রায়তাক্ষি ! আমাকে পুনর্ব্বার দর্শন দাও, হে কল্যাণি ! আমাকে কামোত্তেজনা-বর্দ্ধক বহ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া কোথায় যাইতেছ ? হে প্রিয়ে ! বহ্নি ও সাগরগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া কোথায় যাইতেছ ? কেশব এবম্বিধ বহু বিলাপ করিয়া স্বজনগণসহ যমুনাতীরস্থ নবপল্লবান্বিত অশোকোপ-বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। হে বরাননে ! পদ্মপলাশাক্ষ কৃষ্ণ এইরূপে ব্রজধামে বিচরণপূর্ব্বক মথুরাতে যাইয়া কংসাদি দৈত্য-দিগকে নিহত করতঃ সাক্ষাৎ মহিষমর্দ্দিনীরূপিণী দ্বারাবতীতে গমন করিলেন ॥৪—৮॥ ঐ দ্বারাবতী নগরী শতযোজন বিস্তীর্ণ এবং পুরী কাঞ্চননির্ম্মিত। সমুদ্ররূপিণী সাক্ষাৎ কুণ্ডলিনী শক্তি পরিখা-রূপে ঐ পুরীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন ॥৯॥ সুশোভনা পুরী নব-

প্রাচীরশতশো যুক্তা শুদ্ধহাটকনির্ম্মিতা।
অপ্সরোভিঃ সমাকীর্ণা দেবগন্ধর্ব্বসেবিতা ॥১১॥
তত্র তিষ্ঠতি দেবেশি দ্বারকায়াং শুচিস্মিতে।
সর্ব্বশক্তিময়ী দেবি পুরীদ্বারাবতী শুভা ॥১২॥
প্রাচীরশতমধ্যে তু পুরীগন্ধবিলাসিনী।
দশযোজনবিস্তীর্ণা নানাগন্ধবিলাসিনী ॥১৩॥
তন্মধ্যে পরমেশানি পঞ্চযোজনমুত্তমম্।
তন্মধ্যে তু মহেশানি যোজনত্রয়মুত্তমম্ ॥১৪॥
পদ্মরাগমণিপ্রখ্যং নানাচিত্রবিচিত্রিতম্।
তন্মধ্যে পরমেশানি চন্দ্রচন্দ্রাতপং প্রিয়ে ॥১৫॥
চন্দ্রাতপং বরারোহে মুক্তাদামবিভূষিতম্।
শ্বেতচামরসংযুক্তং চতুর্দ্দিক্ষু সহস্রশঃ।
চন্দ্রাতপং মহেশানি কোটিচন্দ্রাংশুসংযুতম্ ॥১৬॥

রত্ন প্রভায় উদ্ভাসিতা; স্বর্ণ ও হীরকচিত্রিত নব লক্ষ গৃহ তথায় বিরাজিত রহিয়াছে। বিশুদ্ধ স্বর্ণবিনির্ম্মিত শত শত প্রাচীর দ্বারা ঐ পুরী বেষ্টিত; ঐ পুরী দেব, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণে সমাকীর্ণ। হে শুচিস্মিতে! দ্বারকায় দ্বারাবতী নামে সর্ব্বশক্তিময়ী শুভপ্রদা পুরী বিদ্যমানা। শত প্রাচীর মধ্যে ঐ পুরী শোভা পাইতেছে; উহা দশযোজন বিস্তীর্ণ এবং নানা সুগন্ধে আমোদিত। হে পরমেশানি! ঐ দশযোজন বিস্তীর্ণ স্থান মধ্যে পঞ্চযোজন পরিমিত স্থান উত্তম এবং সেই পঞ্চযোজন মধ্যে আবার যোজনত্রয় পরিমিত স্থান সর্ব্বোত্তম। হে মহেশানি! ঐ যোজনত্রয়মিত স্থান পদ্মরাগমণিতে খচিত ও নানা চিত্রে বিচিত্রিত। হে পরমেশানি! তন্মধ্যে মুক্তাদামবিভূষিত

যোজনত্রয়মধ্যে তু যোজনৈকং মহৎপদম্ ।
নিত্যানন্দময়ং তত্তু শিবশক্তিযুতং সদা ॥১৭॥
তত্র তিষ্ঠতি গোবিন্দো নানাভরণভূষিত ।
কৌস্তুভো হি মণিস্তস্য হৃদয়ে শোভতে সদা ॥১৮॥
চূড়া মনোহরা রম্যা নাগরী-চিত্তকর্ষিণী ।
মহাবিদ্যা মূর্ত্তিময়ী চূড়া যা তব তিষ্ঠতি ॥১৯॥
নীলকণ্ঠস্য পুচ্ছেন শোভিতং পরমাদ্ভুতম্ ।
চূড়ায়া বন্ধনং রজ্জুঃ স্থিরসৌদামিনীস্বয়ম্ ॥২০॥
নীলকণ্ঠপুচ্ছমধ্যে নাগরী-মোহিনী প্রভা ।
যোনিরূপা মহামায়া প্রকৃতিঃ পরমা কলা ॥২১॥
এবম্ভূতো মহাবিষ্ণুর্দ্বারিকায়ামুবাস হ ।
সর্ব্বাভরণবেশাঢ্যঃ সর্ব্বনারীময়ঃ সদা ॥২২॥

চন্দ্রাতপ শোভা পাইতেছে। ঐ চন্দ্রাতপ কোটি চন্দ্রমার অংশুমালায় সমুদ্ভাসিত এবং উহার চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র শ্বেতচামর শোভিত রহিয়াছে। সেই যোজনত্রয় মধ্যে এক যোজন পরিমিত স্থান মহৎ পদ ; উহা সর্ব্বদা আনন্দময় এবং শিবশক্তিযুক্ত ॥১০—১৭। তথায় শ্রীকৃষ্ণ নানা আভরণে বিভূষিত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভমণি শোভা পাইতেছে, তাঁহার শীর্ষদেশে নাগরী-চিত্তাকর্ষিণী মনোহারিণী চূড়া ;—ঐ চূড়া মূর্ত্তিময়ী মহা বিদ্যাস্বরূপা ; চূড়ার বন্ধনরজ্জু স্থিরসৌদামিনীপ্রভ এবং ময়ূরপুচ্ছের দ্বারা উহা আশ্চর্য্যরূপে শোভিত। ময়ূরপুচ্ছের মধ্যে নাগরীচিত্তহারিণী পরমা কলা যোনিরূপা (মূলতত্ত্ব-স্বরূপা) মহামায়া প্রকৃতি বিরাজমানা ॥১৮—২১॥ এবম্ভূত মহাবিষ্ণু কৃষ্ণ সর্ব্বাভরণে বিভূষিত ও নারীগণে পরিবৃত হইয়া দ্বারকায় বাস করিতে লাগিলেন ॥২২॥

এতস্মিন্নন্তরে দেবি রাধারাধেতি বীণয়া।
গীয়মানো মুনিশ্রেষ্ঠো নারদঃ সমুপাগতঃ ॥২৩॥
প্রণম্য শিরসা দেবং পপ্রচ্ছ দ্বিজসত্তমঃ।
মৎপ্রশ্নং দেবদেবেশ ব্রূহি ত্বং জগদীশ্বরঃ ॥২৪॥
এতচ্চূড়া কুতো লব্ধা বিশ্বস্য মোহিনী সদা।
সর্ব্বাভির্ব্রজনারীভিঃ কিশোরীভিঃ সুশোভিতা ॥২৫॥
কুণ্ডলং শ্রবণোপেতং তব যদ্দৃশ্যতে হরে।
এতত্তু পরমাশ্চর্য্যং কুণ্ডলীবিগ্রহং প্রভো ॥২৬॥
নাসাগ্রসংস্থিতা মুক্তা তড়িৎপুঞ্জসমপ্রভা।
নাসাগ্রসংস্থিতা যত্তে কলা সা বিশ্বমোহিনী ॥২৭॥
অঙ্গদং বলয়ং কৃষ্ণ নূপুরং লব্ধবান্ কুতঃ।
বেণু-শৃঙ্গে কুতোলব্ধে কস্তুরীতিলকং কুতঃ ॥২৮॥

হে দেবি! এমন সময়ে মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ বীণায় 'রাধা রাধা' নাম গান করিতে করিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥২৩॥ সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ নারদ আনতমস্তকে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—হে দেব! আপনি দেবগণের অধিপতি এবং জগতের ঈশ্বর। আমি আপনাকে যে প্রশ্ন করিতেছি, তাহার উত্তর প্রদান করুন ॥২৪॥ হে হরে! সমস্ত কিশোরী ব্রজনারীগণ কর্ত্তৃক যাহার শ্রী বর্দ্ধিত হইতেছে, সেই বিশ্ববিমোহিনী চূড়া আপনি কোথায় পাই-লেন? পরন্তু আপনার শ্রুতিযুগলে যে কুণ্ডলদ্বয় শোভা পাইতেছে, উহা পরমাদ্ভুত কুণ্ডলীমূর্ত্তিস্বরূপ। আপনার নাসাগ্রে যে মুক্তা বিরাজিত রহিয়াছে, উহা বিদ্যুৎ পুঞ্জের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট এবং বিশ্ব-মোহিনী কলাস্বরূপা। হে কৃষ্ণ! এই সমস্ত এবং আপনার অঙ্গে

রক্তিমং শতধা কৃষ্ণ অত্যন্তজনমোহনম্।
এষা পীতধটী কৃষ্ণ কুণ্ডলী প্রকৃতিঃ পরা।
কিঙ্কিণীরবসংযুক্তা বিচিত্রমণিনির্ম্মিতা ॥২৯॥
এতৎশ্যামশরীরং হি ধ্বজ-বজ্রাদিসংযুতম্।
কুতো লব্ধং যদুশ্রেষ্ঠ সদাবিগ্রহবর্জ্জিত ॥৩০॥
দলিতাঞ্জনপুঞ্জাভং চিকুরং বিশ্বমোহনম্।
য এষ বিগ্রহঃ কৃষ্ণ স্বয়ং কালী যদূদ্বহ।
যতো নিরঞ্জনস্ত্বং হি তৎ কথং স্ত্রীময়ং সদা ॥৩১॥
জ্ঞাতুং সমাগতো নাম কুলাচারঞ্চ শাশ্বতম্।
কুলাচারং বিনা দেব ব্রহ্মত্বং ন হি জায়তে ॥৩২॥

অঙ্গদ, বলয়, নূপুর প্রভৃতি সর্ব্বজনবিমোহন যাহা দৃষ্ট হইতেছে, ইহা কোথায় পাইলেন? পরন্তু এই যে বেণু, শৃঙ্গ ও কস্তূরী-তিলক দেখিতেছি, ইহাই বা কোথায় পাইলেন? হে কৃষ্ণ! এই যে কটিদেশে পরমা প্রকৃতি কুণ্ডলিনীরূপা, কিঙ্কিণীরবসংযুক্তা, বিচিত্র-মণি-নির্ম্মিতা পীতধটী দৃষ্ট হইতেছে, ইহা কোথায় প্রাপ্ত হইলেন? হে যদুশ্রেষ্ঠ! আপনি সর্ব্বদা অমূর্ত্ত হইয়াও ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্নযুক্ত এই শ্যামদেহ কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলেন? ।২৫—৩০। আপনার এই বিশ্ববিমোহন কেশকলাপ দলিতাঞ্জনপুঞ্জের ন্যায় কৃষ্ণাভ। হে কৃষ্ণ! আপনার মূর্ত্তি কালীস্বরূপ! হে যদূদ্বহ! আপনি নিরঞ্জন; সুতরাং আপনি কেন স্ত্রীগণে বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন? হে নাথ! আমি শাশ্বত কুলাচার জ্ঞাত হইবার জন্য এখানে সমাগত হইয়াছি। হে দেব! কুলাচার ব্যতীত কদাচ ব্রহ্মত্ব জন্মে না ।৩১—৩২।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ;—

শৃণু বিপ্রেন্দ্র বক্ষ্যামি যদুক্তং মম সন্নিধৌ ।
যত্ত্বয়া দ্বিজশার্দ্দূল দৃষ্টং মে বিগ্রহং কিল ।
সর্ব্বং হি প্রকৃতিং বিদ্ধি নান্যথা দ্বিজনন্দন ॥৩৩॥
ততো বহুবিধৈঃ পুষ্পৈরতিগন্ধৈর্ম্মনোহরৈঃ ।
অতিপ্রযত্নতো ভক্ত্যা পূজয়ামাস কালিকাম্ ॥৩৪॥
ততস্তুষ্টা মহামায়া স্বয়ং মহিষর্দ্দিনী ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ ॥৩৫॥
ন ভয়ং কুত্র পশ্যামি কুলাচার-প্রভাবতঃ ।
গচ্ছ কৃষ্ণ মহাবাহো সত্বরং রত্নমন্দিরম্ ।
মন্দিরস্য প্রভাবেন সর্ব্বং তব ভবিষ্যতি ॥৩৬॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন ;—হে বিপ্রেন্দ্র নারদ ! তুমি আমার নিকট যাহা বলিলে, তাহার উত্তর দিতেছি, শ্রবণ কর। হে দ্বিজশার্দ্দূল ! এই যে আমার বিগ্রহ দেখিতেছ, ইহা সমস্তই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে। হে দ্বিজনন্দন ! ইহার অন্যথা মনে করিও না ॥৩৩॥ শ্রীহরি দেবর্ষি নারদকে ইহা বলিয়া, বহুবিধ পুষ্প ও মনোহর গন্ধ-চন্দনদ্বারা ভক্তির সহিত প্রফুল্লতাসহকারে কালিকাদেবীর পূজা করিলেন। তখন মহিষমর্দ্দিনী মহামায়া কালী সন্তুষ্ট হইয়া তথায় আগমন করতঃ কৃষ্ণকে কহিলেন ;—হে কৃষ্ণ ! হে মহাবাহো কৃষ্ণ ! আমার সারগর্ভ বাক্য শ্রবণ কর। কুলাচারপ্রভাবে কুত্রাপি আমি ভয় দেখিতেছি না। হে মহাবাহো কৃষ্ণ ! তুমি সত্বর রত্নমন্দিরে গমন কর ; সেই মন্দিরপ্রভাবে তোমার সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে ॥৩৪—৩৬॥

প্রণম্য শিরসা দেবীং প্রবিবেশ পুরং ততঃ।
দৃষ্ট্বা পুরং মহদ্রম্যং সমুদ্রপরিখাবৃতম্‌।
নবরত্নসমূহেন পূরিতং সর্ব্বতো গৃহম্‌ ॥৩৭॥
ততঃ কতিদিনাদূর্দ্ধং রুক্মিণ্যাদ্যা বরস্ত্রিয়ঃ।
বিবাহমকরোৎ কৃষ্ণো রুক্মিণীপ্রভৃতিস্ত্রিয়ঃ ॥৩৮॥
অতিগুহ্যং শৃণু প্রৌঢ়ে হৃদিস্থং নগনন্দিনি।
যেন কৃষ্ণো মহাবাহুঃ সিদ্ধোঽভূৎ কমলেক্ষণঃ ॥৩৯॥
রুক্মিণী সত্যভামা চ শৈব্যা জাম্ববতী তথা।
কালিন্দী লক্ষণা জ্ঞেয়া মিত্রবিন্দাচ সপ্তমী ॥৪০॥
নাগ্নজিত্যা মহেশানি অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ স্মৃতাঃ।
ততঃ কৃষ্ণো মহাবাহুরুদ্বাহমকরোৎ প্রভুঃ ॥৪১॥
কৃত্বা বিবাহমেতাসাং বহুযত্নেন মাধবঃ।
অন্যানি চ মহেশানি সহস্রাণি চ ষোড়শ ॥৪২॥

শ্রীকৃষ্ণ মহিষমর্দ্দিনীদেবী কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া, তাঁহাকে অবনত মস্তকে নমস্কার করতঃ পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন, সেই রম্যপুর সমুদ্র-পরিখায় বেষ্টিত এবং তত্রত্য গৃহ সকল নবরত্নসমূহে প্রপূরিত ॥৩৭॥ এইরূপে কিয়ৎদিন অতীত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী প্রভৃতি বরাঙ্গনাদিগকে বিবাহ করিলেন ॥৩৮॥ হে প্রৌঢ়ে নগনন্দিনি! অতঃপর কমলেক্ষণ মহাবাহু কৃষ্ণ যেরূপে সিদ্ধিলাভ করিলেন, সেই গুহ্য বৃত্তান্ত তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে ধারণ কর ॥৩৯॥ হে মহেশানি! শ্রীকৃষ্ণের অষ্টম-প্রকৃতি;—রুক্মিণী, সত্যভামা, শৈব্যা, জাম্ববতী, কালিন্দী, লক্ষণা, মিত্রবিন্দা ও নাগ্নজিতী। হে মহেশি! মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ বহু যত্নে ইঁহাদিগকে বিবাহ করিয়া, আর ষোড়শ সহস্র নারীর পাণি গ্রহণ করিলেন ॥৪০—৪২॥

স্ত্রীণাং শতানি চার্ব্বঙ্গি নানারূপান্বিতানি চ।
এতাঃ কৃষ্ণস্য দেবেশি ভার্য্যাঃ সারবিলোচনাঃ।
প্রধানাস্তা মহিষ্যোঽষ্টৌ রুক্মিণ্যাদ্যা বরাননে ॥৪৩॥
পূর্ব্বোক্তঞ্চ মহেশানি কথয়ামাস তত্ত্বতঃ।
কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা বিস্ময়ং গতবান্ দ্বিজঃ ॥৪৪॥
নমস্করোম্যহং দেবীং প্রকৃতিং পরমেশ্বরীম্।
যস্যাঃ কটাক্ষমাত্রেণ নির্গুণোঽপি গুণী ভবেৎ ॥৪৫॥
শৃণু কৃষ্ণ মহাবাহো মথুরাং গচ্ছ সত্বরম্।
বৈকুণ্ঠসদৃশাকারাং রত্নমালাবিভূষিতাম্।
দ্বারকা প্রকৃতির্মায়া মহাসিদ্ধিপ্রদায়িনী ॥৪৬॥
তব যোগ্যা যদুশ্রেষ্ঠ নান্যথা কমলেক্ষণ।
অষ্টাভির্নায়িকাভিশ্চ সহিতঃ সর্ব্বদা বিভো ॥৪৭॥

এই ষোড়শ সহস্র রমণীর মধ্যে রূপগুণযুক্তা বিশালনয়না শত নারী কৃষ্ণের প্রীতি-প্রদা, তন্মধ্যে আবার রুক্মিণ্যাদি পূর্ব্বোক্ত অষ্ট মহিষী প্রধানা ॥৪৩॥ হে মহেশানি! শ্রীকৃষ্ণ দেবর্ষির নিকট পূর্ব্ব কথিত সমস্ত তত্ত্বকথা প্রকাশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি বিস্মিত হইলেন ॥৪৪॥ তদনন্তর দেবর্ষি নারদ কহিলেন; যাঁহার কটাক্ষমাত্রে নির্গুণও সগুণ হয়, সেই পরমেশ্বরী-প্রকৃতিদেবীকে আমি নমস্কার করি ॥৪৫॥ হে মহাবাহো কৃষ্ণ! তুমি আমার কথা শুন, শীঘ্র তুমি মথুরায় গমন কর। বিবিধ রত্ন-মালায় পরিশোভিতা দ্বারকাপুরী বৈকুণ্ঠসদৃশী এবং মহাসিদ্ধিপ্রদা ও মায়াময়ী প্রকৃতিস্বরূপা ॥৪৬॥ হে যদুকুলশ্রেষ্ঠ কমললোচন কৃষ্ণ! এই দ্বারকাপুরীই তোমার উপযুক্ত সন্দেহ নাই। হে বিভো! এই স্থানে অষ্ট নায়িকার সহিত সর্ব্বদা মহামায়া বিরাজিতা রহিয়াছেন ॥৪৭॥

গচ্ছ গচ্ছ মহাবাহো সত্বরং মথুরাপুরীম্।
তব যোগ্যং ন পশ্যামি স্থানমন্যদ্‌যদূদ্বহ ॥৪৮॥
তত্র গত্বা মহাদেবীমীশ্বরীং ভবনাশিনীম্।
সংপূজ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা উপচারৈর্ম্মনোহরৈঃ।
তদৈব সহসা কৃষ্ণ নিশ্চিতাং সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥৪৯॥
দ্রুতং গচ্ছ মহাবাহো দ্বারকাং প্রকৃতিং পরাম্।
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ বিপ্রঃ সদা স্বেচ্ছাময়ো দ্বিজঃ ॥৫০॥
ততঃ কৃষ্ণো মহাবাহুর্বহূনাদায় সত্বরম্।
নিহত্য অসুরান্ কৃষ্ণঃ কংসাদীন্ বরবর্ণিনি।
দ্বারকাং প্রযযৌ শীঘ্রং যত্রাস্তে পরমেশ্বরি ॥৫১॥

হে মহাবাহো! তুমি ঈদৃশী মায়াপুরীতে সত্বর গমন কর, আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি, তুমি সত্বর তথায় যাও; তোমার বাসোপযুক্ত অন্য স্থান আমি দেখিতে পাইতেছি না ॥৪৮॥ হে যদুকুলশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ! তুমি দ্বারকায় যাইয়া ভক্তিপূর্ব্বক মনোহর বিবিধ উপাচার দ্বারা ভববন্ধন-নাশিনী ঈশ্বরী মহাদেবীর অর্চ্চনা কর; তবেই অচিরে সিদ্ধি লাভ করিবে, ইহা ধ্রুব। তুমি পরমা প্রকৃতিরূপিণী দ্বারকাপুরীতে শীঘ্র গমন কর। ইহা বলিয়া স্বেচ্ছাময় মহর্ষি নারদ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ॥৪৯—৫০॥ হে বরবর্ণিনি পার্ব্বতি! অতঃপর মহাবাহু কৃষ্ণ বহু বয়স্যগণ পরিবৃত হইয়া মথুরাতে কংসাদি অসুর সকল নিধন করতঃ যেখানে পরমেশ্বরী সনাতনী মহামায়া যোগনিদ্রাদেবী বিরাজিতা রহিয়াছেন, সেই দ্বারকাপুরীতে সত্বর গমন করিলেন ॥৫১॥

যত্রাস্তে মহতী মায়া যোগনিদ্রা সনাতনী।
প্রণম্য শিরসা দেবীং স্তুত্বা যুক্তেন যোষিতা ॥৫২॥
বন্ধুভিঃ সহ চার্ব্বঙ্গি কৃষ্ণস্তু ভগবান্‌ স্বয়ম্‌।
পূজয়ন্‌ বিবিধৈর্ভোগৈঃ সর্ব্বব্রতপরায়ণঃ ॥৫৩॥
দিবসে দিবসে রাত্রৌ নিশীথে কমলেক্ষণে।
রত্নমন্দিরগঃ কৃষ্ণস্ত্বষ্ট-প্রকৃতিভিঃ সহ।
পূজয়ন্‌ বিবিধৈর্ভোগৈঃ পরমান্নৈঃ সুশোভনৈঃ ॥৫৪॥
অষ্টতণ্ডুলদূর্ব্বাভিঃ পূজয়ন্‌ পরমেশ্বরীম্‌।
দশাক্ষরীং মহাবিদ্যাং প্রাজপৎ কমলেক্ষণঃ ॥৫৫॥
এবং নিত্যক্রিয়াং কৃত্বা দ্বারকায়াং যদূদ্বহঃ।
অনিমাদ্যষ্টসিদ্ধীনাং সিদ্ধোঽভূদ্ধরিরীশ্বরঃ ॥৫৬॥
ইত্যেতৎ কথিতং তত্ত্বং কেশবস্য বরাননে।
এতৎ কেশবতত্ত্বন্তু সর্ব্বতত্ত্বোত্তমোত্তমম্‌ ॥৫৭॥

তথায় স্ত্রীগণসহ উপস্থিত হইয়া দেবীকে অবনতমস্তকে প্রণাম করতঃ তাঁহার স্তব করিয়া, বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া, সদাব্রত-পরায়ণ ভগবান্‌ কৃষ্ণ বিবিধভোগোপচারে তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন ॥৫২—৫৩॥ হে কমলেক্ষণে! তিনি প্রতিদিন নিশীথ-সময়ে রুক্মিণ্যাদি অষ্ট প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া রত্নমন্দিরে গমনপূর্ব্বক সুশোভন পরমান্ন, বিবিধ উপচার ও তণ্ডুলদূর্ব্বাদি দ্বারা পরমেশ্বরীর অর্চ্চনা করতঃ দশাক্ষরী মহাবিদ্যা জপ করিতে লাগিলেন ॥৫৪—৫৫॥ যদুকুলশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ দ্বারকাতে এইরূপ নিত্যক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া অনিমাদি অষ্টসিদ্ধির অধীশ্বর হইলেন ॥৫৬॥ হে বরাননে! এই আমি তোমার নিকট কেশবের তত্ত্ব কীর্ত্তন করিলাম। এই কেশব-তত্ত্ব

অজ্ঞাত্বা বৈষ্ণবং তত্ত্বং পূজয়েদ্‌য়স্তু পার্ব্বতি।
বিষ্ণুং বা পূজয়েদ্‌যস্তু রূপতঃ পরমেশ্বরি।
সর্ব্বং তস্য বৃথা দেবি হানিঃ স্যাদুত্তরোত্তরম্ ॥৫৮॥
অতিগুহ্যং বরারোহে শৃণু তত্ত্বং মনোহরম্।
রাধাকৃষ্ণস্য তত্ত্বঞ্চ শ্রুতং গুরুমুখাৎ প্রিয়ে ॥৫৯॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ;—
যদুক্তং মন্দিরং দেব বিস্তার্য্য কথয় প্রভো।
কৃপয়া কথয়েশান মৃত্যুঞ্জয় সনাতন ॥৬০॥

শ্রীঈশ্বর উবাচ;—
মন্দিরং পরমেশানি সর্ব্বরত্নবিনির্ম্মিতম্।
ষড়্‌বর্গসংযুতং দেবি নিত্যরূপমকৃত্রিমম্ ॥৬১॥

সর্ব্বতন্ত্র অপেক্ষা উত্তম ॥৫৭॥ হে পার্ব্বতি! যে ব্যক্তি কেশবতত্ত্ব জ্ঞাত না হইয়া বিষ্ণুর অথবা পরমেশ্বরীর অর্চ্চনা করে, হে দেবি! তাহার অনুষ্ঠিত যাবতীয় কার্য্য বিফল হয় এবং উত্তরোত্তর তাহার হানি হইয়া থাকে ॥৫৮॥ হে বরারোহে! মনোহর পরম গুহ্য তত্ত্ব শ্রবণ কর; হে প্রিয়ে! রাধাকৃষ্ণের তত্ত্বকথা গুরুর নিকট শ্রবণ করিবে ॥৫৯॥

শ্রীপার্ব্বতীদেবী কহিলেন;—হে প্রভো! আপনি সনাতন, (ক্ষয়োদয়রহিত), আপনি মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন; হে ঈশান! আপনি যে মন্দিরের কথা বলিলেন, কৃপাপূর্ব্বক তাহা সবিস্তারে কীর্ত্তন করুন ॥৬০॥

শ্রীঈশ্বর কহিলেন;—হে পরমেশানি! মৎকথিত সেই মন্দির সর্ব্বরত্ননির্ম্মিত, ষড়্‌বর্গসংযুক্ত, নিত্যরূপ ও অকৃত্রিম ॥৬১॥

তত্র কুণ্ডলিনী দেবী কৌলিকী নিত্যমুত্তমা।
জননী কল্পবৃক্ষস্য দেবমাতৃ-স্বরূপিণী ॥৬২॥
কদাপিনা শুক্লবর্ণা কদাচিদ্রক্ততাং ব্রজেৎ।
ক্রমেণ ধত্তে ষড়্‌বর্ণং ভদ্রে পরমসুন্দরম্।
সহস্রসূর্য্যসঙ্কাশং মণিনা নির্ম্মিতং সদা ॥৬৩॥
ঋতবঃ পরমেশানি বসন্তাদ্যাশ্চ পার্ব্বতি।
তত্র সন্তি বরারোহে সদা বিগ্রহধারিণঃ ॥৬৪॥
অষ্টদ্বারসমাযুক্তমণিমাদিসুসেবিতম্।
অঙ্গনা বিদ্যন্তে কোটি-কোটিশো বরবর্ণিনি।
শ্বেতচামরহস্তাভির্ব্বীজ্যতে মন্দিরং সদা ॥৬৫॥
গৃহস্য তস্য দশসু সন্তি দিক্ষু বরাননে।
দিক্‌পালাঃ পরমেশানি স্তম্ভরূপা চ বৈ প্রিয়ে ॥৬৬॥

ঐ স্থানে কল্পবৃক্ষ জননী দেবমাতৃ-স্বরূপা কুলদেবতা কুণ্ডলিনী-শক্তি বিরাজিতা রহিয়াছেন ॥৬২॥ ঐ মন্দির কখন শ্বেতবর্ণ, কখন বা লোহিতবর্ণ ধারণ করে। হে ভদ্রে! এইরূপে পরম সুন্দর ঐ মন্দির ষড়্‌বিধ বর্ণে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ঐ মন্দির সহস্রাদিত্য-সঙ্কাশ এবং মণিময় ॥৬৩॥ হে পরমেশানি পার্ব্বতি! বসন্তাদি ষড়্‌ঋতু মূর্ত্তিমান্ হইয়া নিরন্তর ঐ মন্দিরে বিরাজ করিতেছে ॥৬৪॥ ঐ মন্দিরের আটদিকে আটটি দ্বার; উহা অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি দ্বারা সুসেবিত। কোটি কোটি রমণী শ্বেতচামর হস্তে সর্ব্বদা ঐ মন্দির ব্যজন করিতেছে ॥৬৫॥ হে বরবর্ণিনি! ঐ মন্দিরের দশদিকে ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল স্তম্ভরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে ॥৬৬॥

বহুরূপমিবাভাতি মন্দিরং নগনন্দিনি।
সর্ব্বগং সর্ব্বদং দেবি চতুর্ব্বর্গশ্চ মূর্ত্তিমান্ ॥৬৭॥
কৈবল্যং পরমেশানি সদা ব্রহ্মসুখাস্পদম্।
বহুনা কিমিহোক্তেন সর্ব্বে দেবাঃ সদা যথা।
সহস্রবক্ত্রো ব্রহ্মা চ যত্রাস্তে নগনন্দিনি ॥৬৮॥
যস্মিন্ গেহে মহেশানি কোটিশোহণ্ডরাশয়ঃ।
তিষ্ঠন্তি সততং দেবি তস্য কা গণনা প্রিয়ে ॥৬৯॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ যত্রাস্তে কোটিকোটিশঃ।
সর্ব্বতীর্থময়ং দেবি পঞ্চাশৎ-পীঠসংযুতম্ ॥৭০॥
ত্রিপুরা-মন্দিরং কৃষ্ণো দৃষ্ট্বা মোহমবাপ্নুয়াৎ।
যস্তু শ্রীমন্দিরং ভদ্রে স্বয়ং ত্রিপুরসুন্দরী ॥৭১॥
এবং মুক্তিগৃহং প্রাপ্য কৃষ্ণঃ পদ্মদলেক্ষণঃ।
সাধয়েৎ কিং ন দেবেশি ত্রিপুরাপদপূজনাৎ ॥৭২॥

হে নগনন্দিনি! ঐ মন্দির বহুরূপীর ন্যায় শোভা পাইতেছে; পরন্তু উহা সর্ব্বগ, সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ ও মূর্ত্তিমান্ চতুর্ব্বর্গস্বরূপ ॥৬৭॥ হে পরমেশানি! ঐ মন্দির কৈবল্যস্বরূপ ও ব্রহ্মসুখাস্পদ। হে পর্ব্বত-পুত্রি! অধিক আর কি বলিব, ঐ মন্দিরে ইন্দ্রাদি দেবগণ, সহস্র-বক্ত্র অনন্ত ও ব্রহ্মা বিরাজ করিতেছেন ॥৬৮॥ হে মহেশানি! যে মন্দিরে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার গণনা কিরূপে করিব ॥৬৯॥ ঐ মন্দিরে কোটি কোটি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র বিদ্যমান; উহা সর্ব্বতীর্থময় ও পঞ্চাশৎপীঠসংযুক্ত ॥৭০॥ ঈদৃশ ত্রিপুরামন্দির দর্শন করিয়া কৃষ্ণ মোহপ্রাপ্ত হইলেন। হে ভদ্রে! ঐ মন্দির সাক্ষাৎ ত্রিপুরসুন্দরীস্বরূপ ॥৭১॥ হে দেবেশি! পদ্মপলাশ-

কৃষ্ণো মোক্ষগৃহং প্রাপ্য স্ত্রীষোড়শসহস্রকম্‌ ।
শতমষ্টোত্তরঞ্চৈব রেমে পরমযত্নতঃ ॥৭৩॥
কৃষ্ণস্যৈব মহেশানি ত্রিপুরাপদপূজনাৎ ।
প্রতিকল্পে ভবেদ্দেবি দ্বারকামন্দিরং প্রিয়ে ॥৭৪॥

ইতি শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে ঊনত্রিংশৎ পটলঃ ॥*॥

লোচন শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ মুক্তি-মন্দির প্রাপ্ত হইয়া ত্রিপুরাচরণার্চ্চন-প্রসাদে কোন্‌ কর্ম্ম না সিদ্ধ করিয়াছিলেন? ॥৭২॥ শ্রীকৃষ্ণ এই মোক্ষ-মন্দির এবং ষোড়শ সহস্র সাধারণ রমণী ও অষ্টোত্তর শত প্রধানা রমণী প্রাপ্ত হইয়া পরম যত্নে ক্রীড়া করিয়াছিলেন ॥৭৩॥ হে মহেশানি! শ্রীকৃষ্ণের ত্রিপুরাচরণপূজাপ্রসাদাৎ প্রতিকল্পে এইরূপ দ্বারকা-মন্দির লাভ হইয়া থাকে ॥৭৪॥

শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে ঊনত্রিংশৎ পটল সমাপ্ত ॥

ত্রিংশৎ পটলঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ ;—

কিঞ্চিদন্যন্মহেশান পৃচ্ছামি যদি রোচতে।
পদ্মিন্যাঃ পরমেশান যত্বস্তি পূজনে বিধিঃ ॥১॥
কৃপয়া পরমেশান শূলপাণে পিনাকধৃক্।
যদি নো কথ্যতে দেব বিমুঞ্চামি তদাতনুম্ ॥২॥

শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—

উপবিদ্যা মহেশানি পদ্মিনী রাধিকা প্রিয়ে।
উপবিদ্যা-ক্রমেনৈব কথয়ামি বরাননে ॥৩॥
যথা চ বিজয়া-মন্ত্রং জয়া-মন্ত্রং তথা প্রিয়ে।
যথাপরাজিতামন্ত্রং যথা তামপরাজিতাম্ ॥৪॥

শ্রীপার্ব্বতীদেবী কহিলেন ;—হে মহেশান! অতঃপর আমি আর কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিতেছি ; যদি ইচ্ছা হয়, তবে তাহার উত্তর প্রদান করুন। হে শূলপাণে! পদ্মিনীর পূজাবিধি কি প্রকার, তাহা আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। হে পিনাক-ধৃক্ দেব! যদি আপনি ইহা না বলেন, তাহা হইলে আমি দেহ পরিত্যাগ করিব ॥১—২॥

শ্রীঈশ্বর কহিলেন ;—হে মহেশানি! পদ্মিনী রাধিকা উপবিদ্যা। উপবিদ্যাক্রমে আমি তোমার জিজ্ঞাস্যবিষয়ের উত্তর প্রদান করি-তেছি ॥৩॥ হে প্রিয়ে! বিজয়া-মন্ত্র যেরূপ, জয়ামন্ত্রও তদ্রূপ ;

রাধামন্ত্রং তথা দেবি কবচেন যুতং সদা ।
স্তোত্রং সহস্রনামাখ্যং রাধায়া নিগদামি তে ।
ন্যাসাদিরহিতং মন্ত্রং সাবধানাবধারয় ॥৫॥
আদৌ চ্ছন্দস্ততো মন্ত্রং কবচন্তু ততঃ শৃণু ।
শৃণু মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি রাধিকায়া বরাননে ॥৬॥
কামবীজং সমুদ্ধৃত্য বাগ্‌ভবং তদনন্তরম্ ।
রাধাপদং চতুর্থ্যন্তমুদ্ধরেদ্বরবর্ণিনি ।
পূর্ব্ববীজদ্বয়ং ভদ্রে যত্নতঃ পুনরুদ্ধরেৎ ॥৭॥
ইদমষ্টাক্ষরং প্রোক্তং রাধায়াঃ কমলেক্ষণে ।
শৃণু দেবেশি রাধায়া মনুমেকাক্ষরং পরম্ ॥৮॥
রঙ্গিণীবীজমুদ্ধৃত্য বনবীজযুতং কুরু ।
বিন্দ্বর্দ্ধসংযুতং কৃত্বা পরমেকাক্ষরী প্রিয়ে ॥৯॥

অপরাজিতা-মন্ত্র যেরূপ, কবচযুক্ত রাধা-মন্ত্রও সেইরূপ। রাধিকার সহস্র নাম স্তোত্র বলিব ; এক্ষণে ন্যাসাদিরহিত মন্ত্র সাবধানে শ্রবণ কর ॥৪—৫॥ প্রথমতঃ ছন্দঃ, তৎপর মন্ত্র, তদনন্তর কবচ শুনিবে। হে বরাননে ! এক্ষণ রাধিকার মন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥৬॥ হে বরবর্ণিনি ! প্রথমে কামবীজ, পরে বাগ্‌ভববীজ, অনন্তর চতুর্থী-বিভক্তিযুক্ত রাধাপদ উদ্ধার করিয়া পুনর্ব্বার যত্নপূর্ব্বক পূর্ব্ববীজদ্বয় উদ্ধার করিবে। হে কমলেক্ষণে ! ইহা দ্বারা "ক্লীং ঐং রাধিকায়ৈ ক্লীং ঐং" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র কথিত হইল ॥৭॥ হে দেবেশি ! অতঃপর রাধিকার একাক্ষর শ্রেষ্ঠ মন্ত্র শ্রবণ কর। হে প্রিয়ে ! অগ্রে রঙ্গিণী-বীজ উদ্ধৃত করিয়া তৎসহ বনবীজ যুক্ত করতঃ তাহার সহিত নাদ-বিন্দু যোগ করিবে। ইহাতে 'ক্লীং' এই একাক্ষর মন্ত্র উদ্ধৃত হইল।

ইয়মেকাক্ষরী বিদ্যা রাধাহৃদয়সংস্থিতা।
পরমেকং মহেশানি রাধামন্ত্রং শৃণু প্রিয়ে ॥১০॥
মন্মথদ্বয়মুদ্ধৃত্য বাগ্ভবদ্বয়মুদ্ধরেৎ।
মায়াদ্বয়ং সমুদ্ধৃত্য রাধাশব্দঞ্চ ঙেযুতম্।
পূর্ব্ববীজানি চোদ্ধৃত্য কিশোরী ষোড়শী প্রিয়ে ॥১১
প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য রাধা চ ঙেযুতং সদা।
অন্তে মায়াং সমাদায় ষড়ক্ষরমিদং প্রিয়ে ॥১২॥
প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য কূর্চ্চবীজদ্বয়ং ততঃ।
রাধাশব্দং ঙেযুতঞ্চ পূর্ব্ববীজানি চোদ্ধরেৎ।
এষা দশাক্ষরী বিদ্যা পদ্মিন্যাঃ কমলেক্ষণে ॥১৩॥

হে প্রিয়ে! এই একাক্ষরী বিদ্যা রাধার হৃদয়সংস্থিত। হে মহেশানি! অনন্তর রাধার অপর এক মন্ত্র শ্রবণ কর। প্রথমে দুইটী মন্মথবীজ উদ্ধার করিয়া পরে দুইটী বাগ্ভববীজ উদ্ধার করিবে; তৎপর মায়াবীজদ্বয় উদ্ধৃত করিয়া পরে সচতুর্থী রাধাপদ যোগ করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত বীজাবলী বিন্যস্ত করিবে। ইহা দ্বারা "ক্লীং ক্লীং ঐং ঐং হ্রীং হ্রীং রাধিকায়ৈ ক্লীং ক্লীং ঐং ঐং হ্রীং হ্রীং" এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্র উদ্ধৃত হইল ॥৮—১১॥ হে প্রিয়ে! প্রথমতঃ প্রণব, পরে চতুর্থীযুক্ত রাধাশব্দ, তৎপরে মায়াবীজ যোগ করিলেই ষড়ক্ষর অপর একটী মন্ত্র উদ্ধৃত হইল। যথা—"ওঁ রাধিকায়ৈ হ্রীং।" হে কমলেক্ষণে! দশাক্ষরী আর একটী বিদ্যা বলিতেছি, শুন। প্রথমে প্রণব, পরে কূর্চ্চবীজদ্বয়, তৎপর সচতুর্থী রাধাপদ, অনন্তর পূর্ব্বোক্ত বীজ সকল যুক্ত করিবে। হে প্রিয়ে! ইহা দ্বারা "ওঁ হুঁ হুঁ রাধিকায়ৈ ওঁ হুঁ হুঁ" এই দশাক্ষর মন্ত্র উদ্ধৃত হইল ॥১২—১৩॥

শ্রীদেব্যুবাচ ;—

দেবদেব মহাদেব কৃপয়া বদ ভোঃ প্রভো ।
জয়াদি মন্ত্রসর্ব্বস্বং শ্রোতুং কৌতূহলং মম ॥১৪॥

শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—

শৃণু পার্ব্বতি বক্ষ্যামি জয়ামন্ত্রং বরাননে ।
প্রসঙ্গাৎ পরমেশানি কথয়ামি তবানঘে ॥১৫॥
বাগ্‌ভবং বীজমুদ্ধৃত্য মায়াবীজং সমুদ্ধরেৎ ।
জয়াশব্দং চতুর্থ্যন্তং পূর্ব্ববীজং সমুদ্ধরেৎ ।
এষা অষ্টাক্ষরী বিদ্যা জয়ায়াঃ কমলেক্ষণে ॥১৬॥
শিববীজং সমুদ্ধৃত্য বনবীজযুতং কুরু ।
বিন্দবর্দ্ধচন্দ্রসংযুক্তমেকাক্ষরমিদং স্মৃতম্ ॥১৭॥

শ্রীপার্ব্বতীদেবী বলিলেন ;—হে দেবদেব মহাদেব ! জয়াদি মন্ত্র শ্রবণ করিতে আমার কৌতূহল হইয়াছে, হে প্রভো ! আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমার নিকট তাহা বলুন ॥১৪॥

শ্রীঈশ্বর কহিলেন ;—হে অনঘে পার্ব্বতি ! জয়ামন্ত্র শ্রবণ কর। হে বরাননে ! আমি প্রসঙ্গক্রমে তোমার নিকট বলিতেছি ॥১৫॥ হে মহেশানি ! প্রথমে বাগ্‌ভববীজ, পরে মায়াবীজ, তৎপরে চতুর্থী-বিভক্তিযুক্ত জয়াশব্দ, অনন্তর পূর্ব্বোক্ত বাগ্‌ভববীজ ও মায়াবীজ উদ্ধৃত করিবে। হে কমলেক্ষণে ! ইহা দ্বারা জয়াদেবীর "ঐং হ্রীং জয়াদেব্যৈ ঐং হ্রীং" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র উদ্ধৃত হইল ॥১৬॥ হে পর্ব্বত-পুত্রি ! প্রথমতঃ শিববীজ উদ্ধার করিয়া পরে নাদবিন্দুযুক্ত বনবীজ উদ্ধৃত করিলেই "হুং" এই একাক্ষর মন্ত্র হইবে ॥১৭॥

প্রণবদ্বয়মুদ্ধৃত্য জয়াশব্দং ততঃপরম্ ।
ঙেযুতং কুরু যত্নেন পুনঃ প্রণবমুদ্ধরেৎ ।
এষা ষড়ক্ষরী বিদ্যা জয়ায়া নগনন্দিনি ॥১৮॥
মায়াদ্বয়ং সমুদ্ধৃত্য কূর্চ্চযুগ্মমতঃপরম্ ।
বাগ্‌ভবঞ্চ ততো দেবি যুগলঞ্চোদ্ধরেৎ প্রিয়ে ॥১৯॥
চতুর্থ্যন্তং জয়াশব্দং কুরু যত্নেন যোগিনি ।
পূর্ব্ববীজানি চোদ্ধৃত্য অন্তে প্রণবমুদ্ধরেৎ ॥২০॥
ষোড়শী পরমেশানি কালী ভুবনমোহিনী ।
এষা তু ষোড়শী বিদ্যা কিশোরী বয়সী তব ॥২১॥
মায়াদ্বয়ং সমুদ্ধৃত্য জয়াশব্দং তথা প্রিয়ে ।
চতুর্থ্যন্তং ততঃ কৃত্বা বীজদ্বয়মতঃপরম্ ।
ইয়মষ্টাক্ষরী বিদ্যা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা ॥২২॥

হে নগনন্দিনি ! অগ্রে প্রণবদ্বয় উদ্ধৃত করিয়া চতুর্থ্যন্ত জয়াশব্দ যোগ করতঃ পুনর্ব্বার একটী প্রণব সংযুক্ত করিবে। ইহা দ্বারা "ওঁ ওঁ জয়ায়ৈ ওঁ" এই ষড়ক্ষর জয়ামন্ত্র উদ্ধৃত হইল ॥১৮॥ হে প্রিয়ে ! প্রথমে মায়াবীজদ্বয় পরে কূর্চ্চবীজদ্বয়, তৎপর বাগ্‌ভববীজদ্বয় উদ্ধৃত করিয়া পরে চতুর্থ্যন্ত জয়াশব্দ যোগ করতঃ পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত বীজ সকল সংযুক্ত করিয়া সর্ব্বশেষে প্রণব যোগ করিবে। হে যোগিনি ! ইহা দ্বারা "হ্রীং হ্রীং হুঁ হুঁ ঐং ঐং জয়ায়ৈ হ্রীং হ্রীং হুং হুং ঐং ঐং ওঁ" এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্র উদ্ধৃত হইল। হে পরমেশানি ! এই ষোড়শী বিদ্যা ভুবনমোহিনী কালিকাস্বরূপা এবং তোমারই কিশোরী বয়স্কা ॥১৯—২১॥ হে প্রিয়ে ! অগ্রে মায়াবীজদ্বয়, তৎপরে চতুর্থ্যন্ত জয়াশব্দ এবং তৎপর মায়াবীজদ্বয় যোগ করিলেই "হ্রীং হ্রীং জয়া-

আদ্যন্তে প্রণবং দত্বা দশাক্ষরমিদং স্মৃতম্ ।
অনেনৈব বিধানেন বিজয়াদিষু কামিনি ॥২৩॥
পদ্মাসু পরমেশানি তথা পদ্মাবতীষু চ ।
আদ্যন্তে বীজমুদ্ধৃত্য নামানি ভেযুতানি চ ॥২৪॥
এতত্তে কথিতং তত্ত্বং দূতীতত্ত্বং শুচিস্মিতে ।
দূতীতত্ত্বং বিনা দেবি পূজয়েদ্‌যস্তু পার্ব্বতি ।
বিফলা তস্য সা পূজা সফলা ন কদাচন ॥২৫॥
পদ্মিন্যাদিষু দেবেশি ন্যাসাদি নৈব কারয়েৎ ।
উপবিদ্যাসু সর্ব্বাসু ন্যাসো নাস্তি বরাননে ॥২৬॥
ভূতশুদ্ধিং বিধায়াথ মাতৃকান্যাসপূর্ব্বকম্ ।
ধ্যানং কুর্য্যাত্ততো দেবি কৃত্বা ছন্দো বরাননে ॥২৭॥

দেব্যৈ হ্রীং হ্রীং” এই অষ্টাক্ষরী বিদ্যা (মন্ত্র) উদ্ধৃত হইল, এই বিদ্যা সকল তন্ত্রে গোপনীয় ॥২২॥ উক্ত মন্ত্রের আদ্যন্তে প্রণব যোগ করিলেই “ওঁ হ্রীং হ্রীং জয়াদেব্যৈ হ্রীং হ্রীং ওঁ” এই দশাক্ষর মন্ত্র হইবে। হে কামিনি! এইরূপ বিধানেই বিজয়াদি মন্ত্র উদ্ধার করিতে হইবে ॥২৩॥ হে পরমেশানি! চতুর্থ্যন্ত পদ্মা ও পদ্মাবতী শব্দের আদ্যন্তে প্রণব যোগ করিলেই “ওঁ পদ্মায়ৈ ওঁ” এবং “ওঁ পদ্মাবত্যৈ ওঁ” এই পদ্মা ও পদ্মাবতী মন্ত্র উদ্ধৃত হইবে ॥২৪॥ হে শুচিস্মিতে পার্ব্বতি! এই আমি তোমার নিকট দূতীতত্ত্ব কীর্ত্তন করিলাম; হে দেবি! দূতীতত্ত্ব অজ্ঞাত থাকিয়া যে ব্যক্তি জপ-পূজাদি করে, তাহার সেই জপ-পূজা বিফল হয় ॥২৫॥ হে দেবেশি! পদ্মিনী প্রভৃতি দেবতার পূজাতে ন্যাসাদি করিতে হয় না; কারণ, সমস্ত উপবিদ্যার পূজাতেই ন্যাস নিষিদ্ধ হইয়াছে ॥২৬॥ হে বরাননে

ধ্যানং বক্ষ্যামি দেবেশি রাধায়াঃ শৃণু সাদরম্।
উপবিদ্যাক্রমেণৈব নিগদামি বরাননে ॥২৮॥
রঙ্গিণীকুসুমাকারা পদ্মিনী পরমা কলা।
চমরীবালকুটিলা নির্ম্মলশ্যামকেশিনী ॥২৯॥

দেবি! রাধিকার পূজায় অগ্রে ভূতশুদ্ধি * করিয়া তৎপরে মাতৃকান্যাস † করিবে, অতঃপর ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে ॥২৭॥

---

* ভূতশুদ্ধি যথা;—'রং' ইতি জলধারয়া বহ্নিপ্রাকারং বিচিন্ত্য মূলমন্ত্রেণ স্বদেহং সম্মার্জ্জ্য, হৃদি হস্তং দত্ত্বা "ওঁ আং হ্রুং ফট্ স্বাহা" ইতি আত্মরক্ষাং বিধায় প্রাণায়ামং কৃত্বা ভূতশুদ্ধিং কুর্য্যাৎ। তদ্‌যথা,—স্বাঙ্কে উত্তানৌ করৌ কৃত্বা সোহমিতি জীবাত্মানং হৃদয়স্থং দীপকলিকাকারং মূলাধারস্থিত কুলকুণ্ডলিন্যা সহ সুষুম্না বর্ত্মনা মূলাধারস্বাধিষ্ঠানমণিপূরকানাহতবিশুদ্ধাজ্ঞাখ্য-ষট্‌চক্রাণি ভিত্ত্বা, শিরোবস্থিতাধোমুখ-সহস্রদল কমলকর্ণিকান্তর্গত পরমাত্মনি সংযোজ্য, তত্রৈব পৃথিব্যপ্‌তেজোবায়্বাকাশগন্ধরসরূপ স্পর্শশব্দনাসিকাজিহ্বা চক্ষুস্ত্বক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থপ্রকৃতিমনোবুদ্ধ্যাহঙ্কাররূপচতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি বিলীনানি বিভাব্য; যমিতি বায়ুবীজং ধূম্রবর্ণং বামনাসাপুটে বিচিন্ত্য, তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য, নাসাপুটৌ ধৃত্বা, তস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা, বামকুক্ষিস্থকৃষ্ণবর্ণপাপপুরুষেণ সহ দেহং সংশোধ্য তস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দক্ষিণনাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ। দক্ষিণনাসাপুটে রমিতি বহ্নিবীজং রক্তবর্ণং ধ্যাত্বা, তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য নাসাপুটৌ ধৃত্বা তস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা, পাপপুরুষেণ সহ দেহং মূলাধারস্থিতবহ্নিনা দগ্ধ্বা, তস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন বামনাসয়া ভস্মনা সহ বায়ুং রেচয়েৎ। ঠমিতি চন্দ্রবীজং শুক্লবর্ণং বামনাসায়াং ধ্যাত্বা তস্য ষোড়শবারজপেন ললাটে চন্দ্রং নীত্বা, নাসাপুটৌ ধৃত্বা, বমিতি বরুণবীজস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন তস্মাল্ললাট-চন্দ্রাদ্‌গলিতসুধয়া মাতৃকাবর্ণাত্মিকয়া সমস্তদেহং বিরচয্য, লমিতি পৃথ্বীবীজস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দেহং সুদৃঢ়ং বিচিন্ত্য, দক্ষিণেন বায়ুং রেচয়েৎ। ইতি ভূতশুদ্ধিঃ॥

† মাতৃকান্যাস যথা,—"অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকাসরস্বতীদেবতা হলো বীজানি, স্বরাঃ শক্তয়ঃ, অব্যক্তং কীলকং মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ। শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ; মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ; হৃদি মাতৃকাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ; গুহ্যে

সূর্য্যকান্তেন্দুকান্তাঢ্য-স্পর্শাস্থ-কণ্ঠভূষণা।
বীজপূরস্ফুরদ্বীজদন্তপংক্তিরনুত্তমা ॥৩০॥
কামকোদণ্ডকো-যুগ্মভ্রূকটাক্ষপ্রসর্পিণী।
মাতঙ্গকুম্ভবক্ষোজা লসৎ-কোকনদেক্ষণা ॥৩১॥
মনোজ্ঞশুষ্কলীকর্ণা হংসীগতিবিরম্বিনী।
নানামণিপরিচ্ছিন্নবস্ত্রকাঞ্চনকঙ্কণা ॥৩২॥

হে দেবেশি! রাধিকার ধ্যান বলিতেছি, যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ কর। হে বরাননে! ক্রমশঃ উপবিস্তার ধ্যানও বলিব ॥২৮॥ ধ্যান যথা,—"রাধিকার বর্ণ শতমূলী পুষ্পের ন্যায়, ইনিই পরমা কলা পদ্মিনী, ইঁহার কুন্তলরাশি চমরীর কেশের ন্যায় কুটিল, নির্ম্মল ও শ্যামবর্ণ। ইঁহার কণ্ঠে সূর্য্যকান্ত ও চন্দ্রকান্ত মণি শোভা পাইতেছে; ইঁহার দন্তপংক্তি দাড়িম্ববীজের ন্যায় মনোহর। ইঁহার ভ্রূযুগল কামদেবের ধনুকের ন্যায় বক্র, তাহাতে মনোহর কটাক্ষ বর্ষিত হইতেছে; ইঁহার স্তনদ্বয় হস্তিকুম্ভসদৃশ, নয়নযুগল কোকনদতুল্য, শ্রুতিযুগল অতীব মনোহর; ইঁহার গতি মরালগতিকেও তিরস্কৃত করিয়াছে। ইনি বহুবিধ মণিযুক্ত বস্ত্র ও স্বর্ণনির্ম্মিত কঙ্কনধারিণী, ইনি হস্তদ্বয়ে হস্তী-

---

হলেভ্যো বীজেভ্যো নমঃ; পাদয়োঃ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ; সর্ব্বাঙ্গে অব্যক্তকীলকায় নমঃ। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ;—অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং উং মধ্যমাভ্যাং বষট্‌। এং তং থং দং ধং নং ঐ অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্‌। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্‌। এবং হৃদয়াদিষু—অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি।

নাগেন্দ্রদন্তনির্ম্মাণবলয়াঞ্চিতপাণিনী ।
পীতরূপা কদাচিৎ সা কদাচিৎ কৃষ্ণরূপিণী ॥৩৩॥
কর্পূরাগুরুকস্তুরী-কুঙ্কুমদ্রমলেপিকা ।
বহুরূপময়ী রাধা প্রহরে প্রহরে প্রিয়ে ॥৩৪॥
এবং ধ্যাত্বা যজেদ্দেবীং চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনীম্ ।
সততং পদ্মিনী রাধা ত্রিপুরানিকটে স্থিতা ॥৩৫॥
এতত্তে কথিতং দেবি ধ্যানতত্ত্বং মনোহরম্ ।
অপরঞ্চ প্রবক্ষ্যামি কবচং রাধিকামতম্ ॥৩৬॥
যদুক্তং পরমেশানি কবচং নিগদামি তে ।
ত্রৈলোক্যমোহনং নাম কবচং মন্মুখোদিতম্ ॥৩৭॥
কবচং পরমেশানি পদ্মিনীবশকারকম্ ।
এতত্তে কবচং দেবি উপবিদ্যাসু দুর্লভম্ ॥৩৮॥

দন্তনির্ম্মিত বলয় ধারণ করিয়াছেন। ইনি কখন পীতবর্ণ, কখন বা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেন। ইঁহার দেহ কর্পূর, অগুরু, কস্তূরী ও কুঙ্কুম দ্বারা বিলেপিতে; ইনি প্রহরে প্রহরে বহুবিধ রূপ ধারণ করেন। এইরূপে চতুর্বর্গপ্রদায়িনী রাধিকার ধ্যান করিবে। এই পদ্মিনীরূপিণী রাধিকা নিরন্তর ত্রিপুরাদেবীর নিকটে অবস্থিতি করেন ॥২৯—৩৫॥ হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট মনোহর ধ্যানতত্ত্ব বলিলাম; অতঃপর রাধিকার প্রীতিপ্রদ কবচ বলিতেছি ॥৩৬॥ হে পরমেশানি! এই কবচ কোন তন্ত্রেই কথিত হয় নাই, মন্মুখনির্গত ত্রৈলোক্য-

যত্র তত্র বিনির্দ্দিষ্টা উপবিদ্যা বরাননে ।
তাস্তাঃ সর্ব্বা মহেশানি কবচেন চ বর্জ্জিতাঃ ॥৩৯॥

ইতি শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে ত্রিংশৎ পটলঃ ॥*॥

মোহনাখ্য এই কবচ পদ্মিনীবশকারক । হে দেবি ! উপবিদ্যামধ্যে এই সকল অতীব দুর্লভ ॥৩৭—৩৮॥ হে বরাননে ! যে যে তন্ত্রে উপবিদ্যা বিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সকলই কবচবর্জ্জিত ॥৩৯॥

শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে ত্রিংশৎ পটল সমাপ্ত ॥০॥

একত্রিংশৎ-পটলঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ ;—

দেবদেব মহাদেব সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারক।
রাধিকা-কবচং দেব কথয়স্ব দয়ানিধে ॥১॥

শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—

শৃণু দেবি বরারোহে কবচং জনমোহনম্।
গোপিতং সর্ব্বতন্ত্রেষু ইদানীং প্রকটীকৃতম্ ॥২॥
যা রাধা ত্রিপুরা-দূতী উপবিদ্যা সদা তু সা।
উপবিদ্যা-ক্রমাদ্দেবি কবচং শৃণু পার্ব্বতি ॥৩॥

শ্রীপার্ব্বতীদেবী কহিলেন ;—হে মহাদেব! আপনি দেবতা-দিগেরও দেবতা; আপনিই এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া পালন করিতেছেন, আবার আপনিই প্রলয়কালে বিশ্ব সংহার করিতেছেন। হে দেব! আপনি দয়ার সাগর। সুতরাং আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া, রাধিকার কবচ প্রকাশ করুন ॥১॥

শ্রীঈশ্বর কহিলেন ;—হে বরারোহে দেবি! জনমোহন কবচ শ্রবণ কর; এই কবচ এতাবৎকাল পর্য্যন্ত সমস্ত তন্ত্রেই গোপ্য ছিল; ইদানীং একমাত্র তোমার আগ্রহেই প্রকাশ করিতেছি ॥২॥ হে পার্ব্বতি! যিনি ত্রিপুরাদূতী রাধিকা, তিনিই উপবিদ্যা; হে দেবি! উপবিদ্যাক্রমেই এই কবচ বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥৩॥

জপপূজাবিধানস্থ ফলং সর্ব্বসুদ্ধিদং।
ন বক্তব্যং হি কবচং গোপিতং হি পরমং মহৎ ॥৪॥
ভক্তিহীনায় দেবেশি দ্বিজনিন্দাপরায় চ।
ন শূদ্রযাজিবিপ্রায় বক্তব্যং পরমেশ্বরি ॥৫॥
শিষ্যায় ভক্তিযুক্তায় শক্তিদীক্ষারতায় চ।
বৈষ্ণবায় বিশেষেণ গুরুভক্তিপরায় চ।
বক্তব্যং পরমেশানি মম বাক্যং ন চান্যথা ॥৬॥

অস্য শ্রীরাধাজনমোহনকবচস্য গোপিকা ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ শ্রীরাধিকা দেবতা মহাবিদ্যাসাধনগোপ্যর্থে বিনিয়োগঃ ॥ক॥

ওঁ পূর্ব্বে চ পাতু সা দেবী রুক্মিণী শুভদায়িনী।
হ্রীং পশ্চিমে পাতু সত্যা সর্ব্বকামপ্রপূরণী ॥৭॥

বিধানক্রমে জপপূজাদি করিয়া এই কবচ পাঠ করিলে সকলই সুসিদ্ধ হয়। হে দেবেশি! এই কবচ যেখানে সেখানে বলিবে না, সর্ব্বদা গোপন রাখিবে। যে ব্যক্তি ভক্তিহীন, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণনিন্দক এবং যে ব্রাহ্মণ শূদ্রযাজী, কদাচ তাহাদের নিকট এই কবচ প্রকাশ করিবে না; হে পরমেশানি! শক্তিদীক্ষায় দীক্ষিত ভক্তিযুক্ত শিষ্য এবং ভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণবের নিকট ইহা ব্যক্ত করিবে। হে পরমেশ্বরি, আমার আদেশের অন্যথাচরণ করিও না ॥৬॥

এই শ্রীরাধাজনমোহন নামক কবচের ঋষি গোপিকা, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্, দেবতা শ্রীরাধিকা, গোপিকাদিগের মহাবিদ্যাসানার্থ ইহার বিনিয়োগ ॥ক॥

শুভদায়িনী রুক্মিণীদেবী আমার পূর্ব্বদিক্ রক্ষা করুন, সর্ব্ব-

বাম্যাং হ্রীং জাম্বুবতী পাতু সর্ব্বকামফলপ্রদা।
উত্তরে পাতু ভদ্রা হ্রীং ভদ্রশক্তিসমন্বিতা ॥৮॥
ঊর্দ্ধে পাতু মহাদেবী ক্লীং কৃষ্ণপ্রিয়া যশস্বিনী।
অধশ্চ পাতু মাং দেবী ঐং চ পাতালবাসিনী ॥৯॥
অধরে রাধিকা পাতু ঐং পাতু হৃদয়ং মম।
নমঃ পাতু চ সর্ব্বাঙ্গং ভেযুতা চ পুনঃপুনঃ।
সর্ব্বত্র পাতু মে দেবী ঈশ্বরী ভুবনেশ্বরী ॥১০॥

ঐং হ্রীং রাধিকায়ৈ হ্রীং ঐং শিরঃ পাতু মাং ক্লীং ক্লীং রাধিকায়ৈ ক্লীং ক্লীং দক্ষবাহুং রক্ষতু মম। হ্রীং হ্রীং রাধিকায়ৈ হ্রীং হ্রীং বামাঙ্গং রক্ষতু পদ্মিনী পদ্মগন্ধিনী। ঐং হ্রীং রাধিকায়ৈ ঐং ঐং দক্ষপাদং রক্ষতু মম। ক্লীং ক্লীং ঐং ঐং রাধিকায়ৈ হ্রীং হ্রীং ঐং ঐং ক্লীং ক্লীং ওঁ সর্ব্বাঙ্গং মম রক্ষতু। ক্লীং রাধিকায়ৈ ক্লীং

কামপ্রপূরণী হ্রীং সত্যভামাদেবী আমার পশ্চিমদিক্, সর্ব্বকামফলপ্রদা হ্রীং জাম্বুবতী আমার দক্ষিণদিক্, ভদ্রশক্তিসমন্বিতা হ্রীং ভদ্রা উত্তরদিক্, কৃষ্ণপ্রিয়া যশস্বিনী ক্লীং মহাদেবী আমার ঊর্দ্ধদিক্ এবং পাতালবাসিনী ঐং দেবী আমার অধোদেশ রক্ষা করুন ॥৭—৯॥ রাধিকাদেবী আমার অধর, ঐং বীজ আমার হৃদয়, নমঃ শব্দ আমার সর্ব্বাঙ্গ ও ঈশ্বরী ভুবনেশ্বরীদেবী আমার সমস্ত স্থান রক্ষা করুন ॥১০॥

ঐং হ্রীং রাধিকায়ৈ হ্রীং ঐং এই মন্ত্র আমার মস্তক রক্ষা করুন। ক্লীং ক্লীং রাধিকায়ৈ ক্লীং ক্লীং এই মন্ত্র আমার দক্ষিণ বাহু, হ্রীং হ্রীং রাধিকায়ৈ হ্রীং হ্রীং—এই মন্ত্রাত্মক পদ্মগন্ধিনী পদ্মিনী আমার বামাঙ্গ, ঐং হ্রীং রাধিকায়ৈ ঐং ঐং—এই মন্ত্র আমার দক্ষিণ চরণ,

বামপাদং রক্ষতু সদা পদ্মিনী। হ্রীং রাধিকায়ৈ হ্রীং অক্ষিযুগ্মং রক্ষতু মম। ঐং রাধিকায়ৈ ঐং কর্ণযুগ্মং সদা রক্ষতু মম। হ্রীং রাধিকায়ৈ হ্রীং নাসাযুগ্মং সদা রক্ষতু মম। ওঁ হ্রীং রাধিকায়ৈ হ্রীং ওঁ দন্তপংক্তিং সদা পাতু সরস্বতী। হ্রীং ভুবনেশ্বরী ললাটং পাতু হ্রীং কালী মে মুখমণ্ডলং সদা পাতু। হ্রীং হ্রীং হ্রীং মহিষ-মর্দ্দিন্যৈ হ্রীং হ্রীং মহিষমর্দ্দিনী দ্বারকাবাসিনী সহস্রারং রক্ষতু সদা মম। ঐং হ্রীং ঐং মাতঙ্গী হৃদয়ং সদা মম রক্ষতু। হ্রীং ঐং হ্রীং উগ্রতারা নাভিপদ্মং সদা রক্ষতু মম। ক্লীং ঐং ক্লীং সুন্দরী ক্লীং ঐং ক্লীং স্বাধিষ্ঠানং লিঙ্গমূলং রক্ষতু মম। ক্লীং ঐং লং পৃথিবী গুদমণ্ডলং রক্ষতু মম। ঐং ঐং ঐং বগলা ঐং ঐং ঐং স্তনদ্বয়ং

ক্লীং ক্লীং ঐং ঐং রাধিকায়ৈ হ্রীং হ্রীং ঐং ঐং ক্লীং ক্লীং ওঁ—এই মন্ত্র আমার সর্ব্বাঙ্গ, ক্লীং রাধিকায়ৈ ক্লীং—এই মন্ত্রাত্মক পদ্মিনী সর্ব্বদা আমার বাম চরণ, হ্রীং রাধিকায়ৈ হ্রীং—এই মন্ত্র আমার নয়নদ্বয়, ঐং রাধিকায়ৈ ঐং—এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার শ্রুতিযুগল, হ্রীং রাধিকায়ৈ হ্রীং—এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার নাসাযুগ্ম, ওঁ হ্রীং রাধিকায়ৈ হ্রীং ওঁ—এই মন্ত্রাত্মক সরস্বতীদেবী সর্ব্বদা আমার দন্ত-পংক্তি, হ্রীং ভুবনেশ্বরী আমার ললাট, হ্রীং কালী আমার মুখমণ্ডল, হ্রীং হ্রীং হ্রীং মহিষমর্দ্দিন্যৈ হ্রীং হ্রীং এতন্মন্ত্রাত্মক দ্বারকাবাসিনী মহিষমর্দ্দিনীদেবী সর্ব্বদা আমার সহস্রার, ঐং হ্রীং ঐং মাতঙ্গীদেবী আমার হৃদয়, হ্রীং ঐং হ্রীং উগ্রতারাদেবী আমার নাভিপদ্ম, ক্লীং ঐং ক্লীং সুন্দরী ক্লীং ঐং ক্লীং লিঙ্গমূল, ক্লীং ঐং লং পৃথিবী আমার গুহ্য-

রক্ষতু মম । হ্সৌঃ ভৈরবী স্হৌঃ স্কন্ধদ্বয়ং রক্ষতু মম । হ্রীং অন্নপূর্ণা হ্রীং ঘণ্টাং রক্ষতু মম । ঐং হ্রীং ঐং বীজত্রয়ং সদা পাতু পৃষ্ঠদেশং মম । ওঁ মহাদেবঃ পাতু সর্ব্বাঙ্গং মে ওঁ নারায়ণঃ পাতু সর্ব্বাঙ্গং সদা মম । ওঁ ওঁ কৃষ্ণঃ পাতু সদা গোত্রং রুক্মিণীনাথঃ ॥১১॥

রুক্মিণী সত্যভামা চ শৈব্যা জাম্ববতী তথা ।
লক্ষণা মিত্রবিন্দা চ ভদ্রা নাগ্নজিতী তথা ।
এতাঃ সর্ব্বা যুবতয়ঃ শোভনাস্যাঃ সুলোচনাঃ ॥১২॥
রক্ষেয়ুর্মাং সদা দিক্ষু সততং শুভদর্শনাঃ ।
ওঁ নারায়ণশ্চ গোবিন্দঃ শিরঃ পদ্মদলেক্ষণঃ ।
সর্ব্বাঙ্গং মে সদা রক্ষেৎ কেশবঃ কেশিহা হরিঃ ॥১৩

দেশ, ঐং ঐং ঐং বগলা, ঐং ঐং ঐং—এই মন্ত্র আমার স্তনদ্বয়, হ্সৌঃ ভৈরবী স্হৌঃ—এই মন্ত্র আমার স্কন্ধদ্বয়, হ্রীং অন্নপূর্ণা হ্রীং—এই মন্ত্র আমার ঘণ্টা (পৃষ্ঠাংশের উপরিভাগ ঘাড়) ঐং হ্রীং ঐং—এই বীজত্রয় সর্ব্বদা আমার পৃষ্ঠদেশ, ওঁ মহাদেব আমার সর্ব্বাঙ্গ, ওঁ নারায়ণ আমার সর্ব্বদেহ এবং রুক্মিণীনাথ ওঁ ওঁ কৃষ্ণ সর্ব্বদা আমার গোত্র রক্ষা করুন ॥১১॥

রুক্মিণী, সত্যভামা, শৈব্যা, জাম্ববতী, লক্ষণা, মিত্রবিন্দা ও নাগ্নজিতী—ইঁহাদের মুখ ও নয়ন পরম রমণীয় এবং ইঁহারা যুবতী ও শুভদর্শনা, ইঁহারা সর্ব্বদা আমার দশদিক্ রক্ষা করুন । নারায়ণ পদ্মদলেক্ষণ গোবিন্দ আমার শিরোদেশে রক্ষা করুন ; কেশিনিসূদন হরি আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন ॥১২—১৩॥

উদিতং কবচং ভদ্রে ত্রৈলোক্যজনমোহনম্ ।
পদ্মিন্যাঃ পরমেশানি উপবিষ্টাসু সঙ্গতম্ ॥১৪॥
যঃ পঠেৎ পাঠয়েদ্বাপি সততং ভক্তিতৎপরঃ ।
নিরাহারো জলত্যাগী অযুতে বৎসরে সদা ।
তত্রৈব পরমেশানি পদ্মিনী বশভাগিয়াৎ ॥১৫॥
এতত্তে কথিতং দেবি কবচং ভুবি দুর্লভম্ ।
ফলমূলজলং ত্যক্ত্বা পঠেৎ সংবৎসরং যদি ।
পদ্মিনী বশমায়াতি তদেব নগনন্দিনি ॥১৬॥
অনেনৈব বিধানেন যঃ পঠেৎ কবচং পরম্ ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি নান্যথা বচনং মম ॥১৭॥
সংগোপ্য পূজয়েদ্বিদ্যাং মহাবিদ্যাং বরাননে ।
প্রকটার্থমিদং দেবি কবচং প্রপঠেৎ সদা ॥১৮॥

হে ভদ্রে পার্ব্বতি ! পদ্মিনীদেবীর ত্রৈলোক্যজনমোহন নামক শুভপ্রদ এই কবচ কথিত হইল ; যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া নিরম্বু অবস্থায় উপবাসী থাকিয়া দশ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রত্যহ এই কবচ পাঠ করে বা শ্রবণ করে, পদ্মিনীদেবী তাহার বশ্যা হন ॥১৪—১৫॥ হে দেবি নগনন্দিনি ! এই দেবদুর্লভ কবচ কথিত হইল ; ফলমূল ভক্ষণ ও জলপান পর্য্যন্ত না করিয়া সংবৎসর পর্য্যন্ত এই কবচ পাঠ করিলে পদ্মিনীদেবী সাধকের আজ্ঞাকারিণী হন ॥১৬॥ হে দেবি ! মৎকথিত এই বিধান অনুসারে যে ব্যক্তি এই পরম দুর্লভ কবচ পাঠ করে, সে ব্যক্তি অন্তে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে ; আমার এই বাক্যের অন্যথা হইবে না ॥১৭॥ হে দেবি ! মহাবিদ্যাকে (মন্ত্র) গোপন রাখিয়া দেবীর পূজা করিবে, কিন্তু প্রকাশার্থ সর্ব্বদা এই

মহাবিদ্যাং বিনা ভদ্রে যঃ পঠেৎ কবচং প্রিয়ে।
তদৈব সহসা ভদ্রে কুম্ভীপাকে ব্রজেৎ ধ্রুবম্ ॥১৯॥
ইতি শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে একত্রিংশৎ পটলঃ ॥৩১॥

কবচ পাঠ করিবে। হে প্রিয়ে! মহাবিদ্যা জ্ঞাত না হইয়া যে ব্যক্তি এই কবচ পাঠ করে, সে কুম্ভীপাক নামক নরকে গমন করিয়া থাকে ॥১৮—১৯॥

শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে একত্রিংশৎ পটল সমাপ্ত ॥৩১॥

দ্বাত্রিংশৎ-পটলঃ।

শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—

ইতি তে কথিতং দেবি কিমন্যৎ কথয়ামি তে।
শ্রোত্রী ত্বং পরমেশানি অহং বক্তা চ শাশ্বতঃ ॥১॥

শ্রীদেব্যুবাচ ;—

কিয়দন্যন্মহাদেব পৃচ্ছামি যদি রোচতে।
হৃদয়ে তব দেবেশ নানাতন্ত্রাণি সন্তি বৈ ॥২॥
নানাতন্ত্রাণি মন্ত্রাণি রহস্যানি পৃথক্ পৃথক্।
বহূনি তব দেবেশ হৃদযে দেব সুব্রত।
কৃপয়া পরমেশান কথয়স্ব দয়ানিধে ॥৩॥

শ্রীঈশ্বর কহিলেন ;—হে দেবি! এই পর্য্যন্ত বলা হইল, এখন কি বলিব বল ; হে পরমেশানি! আমি বক্তা এবং তুমি শ্রোত্রী, ইহা ধ্রুব সত্য ॥১॥

শ্রীপার্ব্বতীদেবী কহিলেন ;—হে মহাদেব! আমি আর কিঞ্চিৎ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। হে দেবেশ! আপনার হৃদয়ে নানা তন্ত্র, নানা মন্ত্র ও রহস্য সকল পৃথক্ পৃথক্ বিদ্যমান রহিয়াছে ; হে দেব সুব্রত! আপনি দয়ার সাগর, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আর কিছু বলুন ॥২—৩॥

শ্রীঈশ্বর কহিলেন ;—হে সুন্দরি হে পরমেশানি! পদ্মিনীদেবীর আর কোন রহস্য নাই, তোমাকে আমি সমস্তই বলিয়াছি। পদ্মিনী

শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—

পদ্মিন্যাঃ পরমেশানি রহস্যং নাস্তি সুন্দরি।
ত্বয়ি সর্ব্বং মহেশানি কথিতং পরমেশ্বরি ॥৪॥
কিঞ্চিদন্যন্মহেশানি নাস্তি মে গোচরে প্রিয়ে।
যদ্‌যদস্তি মহেশানি রহস্যং কথিতং ময়া ॥৫॥

শ্রীদেব্যুবাচ ;—

পদ্মিন্যাঃ পরমেশান রহস্যং কথয় প্রভো।
যদি নো কথ্যতে দেব ত্যজামি বিগ্রহং তদা ॥৬॥

শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—

শৃণু প্রৌঢ়ে কুরঙ্গাক্ষি এতৎ প্রৌঢ়ং কথং তব।
প্রৌঢ়ত্বং যদি চার্ব্বঙ্গি রহস্যং কথয়ামি তে ॥৭॥
রহস্যং শৃণু চার্ব্বঙ্গি স্তোত্রং পরমদুর্লভম্।
স্তোত্রং সহস্রনামাখ্য-মুপবিদ্যাসু সম্মতম্ ॥৮॥

সম্বন্ধে আর কিছুই আমার জানা নাই ; যে যে রহস্য আমার জানা ছিল, তাহা তোমাকে বলিয়াছি ॥৪—৫॥

শ্রীপার্ব্বতীদেবী কহিলেন ;—হে পরমেশান! পদ্মিনীর রহস্য আপনি বলুন ; হে দেব! যদি আপনি পদ্মিনীর রহস্য প্রকাশ না করেন, তবে আমি আপনার সকাশে এখনই তনুত্যাগ করিব ॥৬॥

শ্রীঈশ্বর কহিলেন ;—হে কুরঙ্গাক্ষি পার্ব্বতি! শুন, তুমি প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীতা হইয়াছ, তোমার এই প্রৌঢ়ত্ব কেন? তোমার প্রৌঢ়তত্ত্ববিষয়ক রহস্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। সমস্ত উপবিদ্যাসম্মত সহস্রনামাত্মক পরমদুর্লভ রহস্যস্তোত্র শুন ; হে মহেশানি! অত্যন্ত গোপনীয় মনোহর এই স্তোত্র পদ্মিনীদেবীর অভিপ্রেত

উপবিষ্টাসু দেবেশি অতিগুহ্যং মনোহরম্ ।
এতৎ স্তোত্রং মহেশানি পদ্মিনীসম্মতং সদা ॥৯॥
এতত্তু পদ্মিনীস্তোত্রমাশ্চর্য্যং পরমাদ্ভুতম্ ।
যন্নোক্তং সর্ব্বতন্ত্রেষু তব ভক্ত্যা প্রকাশিতম্ ॥১০॥

অস্য শ্রীপদ্মিনীসহস্রনামস্তোত্রস্য শ্রীকৃষ্ণঋষির্ম্মহিষমর্দ্দিন্যধিষ্ঠাত্রীদেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো মহাবিদ্যাসিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ । ওঁ হ্রীং ঐং পদ্মিন্যৈ রাধিকায়ৈ ॥ রাধা রমণীয়রূপা নিরূপমরূপবতী রূপধন্যা বশ্যা বামা রজোগুণা ॥১১॥

রক্তাঙ্গী রক্তপুষ্পাভা রাধ্যা রাসপরায়ণা ।
রম্ভাবতী রূপশীলা রজনী রঞ্জিনী রতিঃ ॥১২॥
রতিপ্রিয়া রমণীয়া রসপুঞ্জা রসায়না ।
রাসমধ্যে রাসরূপা রসবেশা রসোৎসুকা ॥১৩॥

জানিবে ॥৭—৯॥ পরমাশ্চর্য্য ও পরমাদ্ভুত এই পদ্মিনীস্তোত্র সমস্ত তন্ত্রেই অপ্রকাশ্য ছিল ; একমাত্র তোমার ঐকান্তিকী ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া প্রকাশ করিতেছি ॥১০॥

শ্রীপদ্মিনীদেবীর সহস্রনামাখ্য এই স্তোত্রের ঋষি শ্রীকৃষ্ণ, মহিষমর্দ্দিনী ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, গায়ত্রী ইহার ছন্দ, মহাবিদ্যা-সিদ্ধার্থে ইহার বিনিয়োগ । "ঐং হ্রীং ওঁ পদ্মিন্যৈ রাধিকায়ৈ" ইহা রাধিকার একটী মন্ত্র । রাধিকা রমণীয়রূপযুক্তা ও অনুপমরূপবতী ; ইনি রূপ বিষয়ে ধন্যা, ইনি সাধকের বশ্যা ; ইনি বামা ও রজোগুণযুক্তা ॥১১॥

রসবতী রসোন্মালা রসিকা রসভূষণা।
রসমালাধরী রঙ্গী রক্তপট্টপরিচ্ছদা ॥১৪॥
কমলা কল্পলতিকা কুলব্রতপরায়ণা।
কামিনী কমলা কুন্তী কলিকল্লোলনাশিনী ॥১৫॥
কুলীনা কুলবতী কালী কামসন্দীপনী তথা।
কৌমারী কৃষ্ণবনিতা কামার্ত্তা কামরূপিণী ॥১৬॥
কামুকী কলুষঘ্নী চ কুলজ্ঞা কুলপণ্ডিতা।
কৃষ্ণবর্ণা কৃষাঙ্গী চ কৃষ্ণবস্ত্রপরিচ্ছদা ॥১৭॥
কান্তা কামস্বরূপা চ কামরূপা কৃপাবতী।
ক্ষেমা ক্ষমবতী চৈব খেলৎগঞ্জনগামিনী ॥১৮॥
খস্থা খগা খগস্থাত্রী খগণস্থ বিহারিণী।
গরিষ্ঠা গরিমা গঙ্গা গয়া গোদাবরী গতিঃ ॥১৯॥
গান্ধারী গুণিনী গৌষ্ঠী গঙ্গা গোকুলবাসিনী।
গান্ধর্বী গানকুশলা গুণা গুপ্তবিলাসিনী ॥২০॥
ঘর্ঘরা ঘর্ম্মদা ঘর্ম্মা ঘনস্থা ঘনবাসিনী।
ঘৃণা ঘৃণাবতী ঘোরা ঘোরকর্ম্মবিবর্জ্জিতা ॥২১॥
চন্দ্রা চন্দ্রপ্রভা চৈব চন্দ্রমূর্ত্তিপরিদা।
চন্দ্ররূপা চ চন্দ্রাখ্যা চঞ্চলা চারুভূষণা ॥২২॥
চতুরা চারুশীলা চ চম্পা চম্পাবতী তথা
চন্দ্ররেখা চন্দ্রকলা চরুবেশা বিনোদিনী ॥২৩॥
চন্দ্রচন্দনভূষাঙ্গী চার্ব্বঙ্গী চন্দ্রভূষণা।
চিত্রিণী চিত্ররূপা চ চিত্রমূর্ত্তিধরা সদা ॥২৩॥

ছদ্মরূপা ছদ্মবেশী ছত্রশ্বেতবিধারিণী।
ছত্রাতপা চ ছত্রাঙ্গী ছত্রঘ্নী ছত্রপালিনী ॥২৪॥
চুরিতামৃতধারৌঘা ছদ্মদেশনিবাসিনী।
ছটীকৃতমরালৌঘা ছটীকৃতনিজামৃতা ॥২৫॥
জয়ন্তী চ জগন্মাতা জননী জন্মদায়িনী।
জয়া জৈত্রী চ জরতী জীবনী জগদম্বিকা ॥২৬॥
জীবা জীবস্বরূপা চ জাড্যবিধ্বংসকারিণী।
জগদ্‌যোনির্জ্জনশ্রেষ্ঠা জগদ্ধেতুর্জ্জগন্ময়ী ॥২৭॥
জগদানন্দজীবনী জনয়িত্রী জনপ্রদা।
ঝঙ্কারবাহিনী ঝঞ্ঝা ঝর্ঝরী নির্ঝরাবতী ॥২৮॥
টঙ্কারটঙ্কিনী টঙ্কা টঙ্কিতা টঙ্করূপিণী।
ডম্বরা ডম্বরা ডম্বা ডমডম্বা চ ডম্বুরা ॥২৯॥
ঢোকিতাশেষনির্ঘোষা ঢলঢোলিতলোচনা।
তপিনী ত্রিপথা তীর্থবারিণী ত্রিদশেশ্বরী ॥৩০॥
ত্রিলোকত্রয়ী ত্রৈলোক্যতরণী তবণে তরুঃ।
তাপহন্ত্রী তপা তাপা তপনীয়া তপাবতী ॥৩১॥
তাপিনী ত্রিপুরা দেবী ত্রিপুরাজ্ঞাকরী সদা।
ত্রিলক্ষ্মা তারণী তারা তারানায়কমোহিনী ॥৩২॥
ত্রৈলোক্যগমনা তীর্ণা তুষ্টিদা ত্বরিতা ত্বরা।
তৃষ্ণা তরঙ্গিণী তীর্থা ত্রিবিক্রমবিহারিণী ॥৩৩॥
তমোময়ী তামসী চ তপস্যা তপসঃ ফলম্।
ত্রৈলোক্যব্যাপিনী তুষ্টা তৃপ্তিঃ স্তুতিস্তুলা তথা ॥৩৪॥

ত্রৈলোক্যমোহিনী তূর্ণা ত্রৈলোক্যবিভবপ্রদা ।
ত্রিপদী চ তথা তথ্যা তিমিরধ্বংসচন্দ্রিকা ॥৩৫॥
তেজোরূপা তপঃপারা ত্রিপুরা ত্রিপদস্থিতা ।
ত্রয়ী তন্বী তাপহরা তাপনাঙ্গজবাহিনী ॥৩৬॥
তরিস্তরণিস্তারুণ্যা তপিতা তরণীপ্রিয়া ।
তীব্রপাপহরা তুল্যা তূণপাপতনূনপাৎ ॥৩৭॥
দারিদ্র্যনাশিনী দাত্রী দক্ষা দেয়া দয়াবতী ।
দিব্যা দিব্যস্বরূপা চ দীক্ষা দক্ষা দয়া দ্রবা ॥৩৮॥
দিব্যরূপা দিব্যমূর্ত্তির্দৈত্যেন্দ্রপ্রাণনাশিনী ।
দ্রুতা চ দ্রুতরূপা চ দ্বন্দ্বশূকবিনাশিনী ॥৩৯॥
দুর্ব্বরা দময়াস্থা চ দেবকার্য্যকরী সদা ।
দেবপ্রিয়া দেবযাজ্যা দৈন্যা দৈবপ্রিয়া সদা ॥৪০॥
দিক্‌পালপদদাত্রী চ দীর্ঘাঙ্গা দীর্ঘলোচনা ।
দুষ্টদ্বেষা কামদুঘা দোগ্ধ্রী দূষণবর্জ্জিতা ॥৪১॥
দুগ্ধা দ্যুসদৃশাভাসা দিব্যা দিব্যপতিপ্রিয়া ।
দ্যুনদী দীনশরণা দিব্যদেহবিহারিণী ॥৪২॥
দুর্গমা দরিমা দামা দূরস্থা দূরবাসিনী ।
দুর্ব্বিগাহ্যা দয়াধারা দূরসন্তাপনাশিনী ॥৪৩॥
দুরাশয়া দুরাধারা দ্রাবিণী দ্রুহিনস্তুতা ।
দৈত্যশুদ্ধিকরী দেবী সদা দানবসিদ্ধিদা ॥৪৪॥
দুর্ব্বুদ্ধিনাশিনী দেবী সততং দানদায়িনী ।
দানদাত্রী চ দেবেশি দ্যাবাভূমিবিগাহিনী ॥৪৫॥

দৃষ্টিদা দৃষ্টি ফলদা দেবতাগৃহসংস্থিতা ।
দীর্ঘব্রতকরী দীর্ঘা দীর্ঘধর্ম্মা দয়াবতী ॥৪৬॥
দণ্ডিনী দণ্ডনীতিশ্চ দীপ্তদণ্ডধরার্চ্চিতা ।
দানার্চ্চিতা দ্রবদ্রব্যা দ্রবৈকনিয়মা পরা ॥৪৭॥
দুষ্টসন্তাপশ্যামা চ দাত্রী দবথুরোধিনী ।
দেবী দিব্যবলবতী দান্তা দান্তজনপ্রিয়া ॥৪৮॥
দারিদ্র্যাদিতটা দুর্গা দুর্গা দৈন্যাপ্রচারিণী ।
ধর্ম্মরূপা ধর্ম্মধুরা ধেনুরূপা ধৃতির্ধ্রুবা ॥৪৯॥
ধেনুদানা ধ্রুবস্পর্শা ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদা ।
ধর্ম্মিণী ধর্ম্মমাতা চ ধর্ম্মধাত্রী ধনুদ্ধরা ॥৫০॥
ধাত্রী ধ্যেয়া ধরা ধারা ধারিণী ধৃতকঙ্কণী ।
ধনদা ধর্ম্মদা ধন্যা ধান্যদা ধন্যদা ধনা ॥৫১॥
ধন্যা ধান্যাধিরূপা চ ধরিণী ধনপূরিতা ।
ধারণা ধনরূপা চ ধর্ম্মা ধর্ম্মপ্রচারিণী ॥৫২॥
ধর্ম্মিণী ধর্ম্মতন্ত্রাখ্যা ধর্ম্মিল্লামলকেশিনী ।
ধর্ম্মপ্রচারনিরতা ধর্ম্মরূপা ধুরন্ধরী ॥৫৩॥
ধনুর্ব্বিদ্যাধরী ধাত্রী ধনুর্ব্বিদ্যা-বিশারদা ।
নিরানন্দা নিরীহা চ নির্ব্বাণদ্বারসংস্থিতা ॥৫৪॥
নির্ব্বাণপদদাত্রী চ নন্দিনী নাক-নায়িকা ।
নারায়ণী নিষিদ্ধঘ্নী নিজরূপপ্রকাশিনী ॥৫৬॥
নমস্যা নিষ্ক্রিয়া নন্দনন্তা নূতনরূপিণী ।
নির্ম্মলা নির্ম্মলাভাসা নিরুধ্যা নিরুপত্রপা ॥৫৭॥

নিত্যানন্দময়ী নিত্যা নিত্যা নূতনবিগ্রহা।
নিষিদ্ধা নীতিধৈর্য্যা চ নির্ব্বাণপদদীপিকা ॥১৮॥
নিঃশঙ্কা চ নিরাতঙ্কা নির্ণাশিতমহামনাঃ।
নির্ম্মলা নন্দজননী নির্ম্মলশ্যামকেশিনী ॥৫৯॥
নিরবদ্যকুলশ্রেষ্ঠা নিত্যানন্দস্বরূপিণী।
নির্ণয়া নির্ণয়গুণা নিষিদ্ধকর্ম্মবর্জ্জিতা ॥৬০॥
নিত্যোৎসবা নিত্যতৃপ্তা নমস্কার্য্যা নিরঞ্জনা।
নিষ্ঠাবতী নিরাতঙ্কা নির্লেপা নিশ্চলাত্মিকা ॥৬১॥
নিরবদ্যা নিরীশা চ নিরঞ্জনপুবস্থিতা।
পুণ্যপ্রদা পুণ্যকরী পুণ্যগর্ভা পুরাতনী ॥৬২॥
পুণ্যরূপা পুণ্যদেহা পুণ্যগীতা চ পাবনা।
পূজ্যা পবিত্রা পরমা পরা পুণ্যবিভূষণা ॥৬৩॥
পুণ্যদাত্রী পুণ্যধরা পুণ্যা পুণ্যপ্রবাহিণী।
পুণ্যদেহা পুণ্যবতী পূর্ণিমা পূর্ণচন্দ্রমাঃ ॥৬৪॥
পৌর্ণমাসী পরা পদ্মা পদ্মজা পদ্মগন্ধিনী।
পদ্মিনী পদ্মবস্ত্রা চ পদ্মমালাধরা সদা ॥৬৫॥
পদ্মোদ্ভবা পরাখ্যা চ পরমানন্দরূপিণী।
প্রাকাশ্যা পরমাশ্চর্য্যা পদ্মগর্ভনিবাসিনী ॥৬৬॥
পাবনী চ তথা পূতা পবিত্রা পরমা [illegible]।
পদ্মার্চ্চিতা পদ্মসংস্থা পদ্মমাতা পুরা[illegible] ৬৭॥
পদ্মাসনগতা নিত্যা পদ্মাসনপরিচ্ছদা।
শুক্লপদ্মাসনগতা রক্তপদ্মাসনা তথা ॥৬৮॥

পদার্থদায়িনী পদ্মবনবাসপরায়ণা ।
প্রকাশিনী প্রগল্ভী চ পুণ্যশ্লোকা চ পাবনী ॥৬৯॥
ফলহস্তা ফলহরা ফলিনী ফলরূপিণী ।
ফুল্লেন্দীলোচনা ফুল্লা ফুল্লকোরকগন্ধিনী ॥৭০॥
ফলিনী ফালিনী ফেনা ফুল্লচ্ছুটিতপাতকা ।
বিশ্বমাতা চ বিশ্বেশী বিশ্বা বিশ্বেশ্বরপ্রিয়া ॥৭১॥
ব্রহ্মণ্যা ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মী ব্রহ্মজ্ঞা বিমলামলা ।
বহুলা বাহুলা বল্লী বল্লরী বনদায়িনী ॥৭২॥
বিক্রান্তা বিক্রমা মালা বহুভাগ্যবিলোচনা ।
বিশ্বামিত্রা বিষ্ণুসখী বৈষ্ণবী বিষ্ণুবল্লভা ॥৭৩॥
বিরূপাক্ষপ্রিয়া দেবী বিভূতির্বিশ্বতোমুখী ।
বেদ্যা বেদরতা বাণী বেদাক্ষরসমন্বিতা ॥৭৪॥
বিদ্যা বিদ্যাবতী বন্দ্যা বৃহতী ব্রহ্মবাদিনী ।
বরদা বিপ্রহৃষ্টা চ বরিষ্ঠা চ বিশোধিনী ॥৭৫॥
বিদ্যাধরী বসুমতী বিপ্রবৃদ্ধা বিশোধিতা ।
ব্যোমস্থানাবতী বামা বিধাত্রী বিবুধপ্রিয়া ॥৭৬॥
বিবুদ্ধিনাশিনী বিত্তা ব্রহ্মরূপবরাননা ।
বাসিনী ব্রহ্মজননী ব্রহ্মহত্যাপহারিণী ॥৭৭॥
ব্রহ্মবিষ্ণুস্বরূপা চ সদা বিভববর্দ্ধিনী ।
বিভাষিণী ব্যাপিনী চ ব্যাপিকা পরিচারিকা ॥৭৮॥
বিপন্নার্ত্তিহরা বেদী বিনয়ব্রতচারিণী ।
বিপন্নশোকসংহন্ত্রী বিপঞ্চী বাদ্যতৎপরা ॥৭৯॥

বেণুবাদ্যপরা দেবী বেণুশ্রুতিপরায়ণা ।
বর্চ্চস্বিনী বলকরী বলমূলা বিবস্বতী ॥৮০॥
বিপন্না বিশিখা চৈব বিকল্পপরিবর্জ্জিতা ।
বুদ্ধিদা বৃহতী বেদী বিধিবিচ্ছিন্নসংশয়া ॥৮১॥
বিচিত্রাঙ্গী বিচিত্রাভা বিশ্বা বিভববর্দ্ধিনী ।
বিজয়া বিনয়া বন্ধ্যা বাণদেবী বরপ্রদা ॥৮২॥
বিষঘ্নী চ বিশালাক্ষী বিজ্ঞানবিদ্ধমানিনী ।
ভদ্রা ভোগবতী ভব্যা ভবানী ভববাসিনী ॥৮৩॥
ভূতধাত্রী ভয়হরী ভক্তবশ্যা ভয়াপহা ।
ভক্তিদা ভয়হা ভেরী ভক্তদুর্গপ্রদায়িনী ॥৮৪॥
ভাগীরথী ভানুমতী ভাগ্যদা ভগনির্হিতা ।
ভবপ্রিয়া ভূতভুষ্টি র্ভূতিদা ভূতভূষণা ॥৮৫॥
ভোগবতী ভূতিমতী ভব্যরূপা ভ্রমির্ভ্রমা ।
ভূরিদা ভক্তিসুলভা ভাগ্যবৃদ্ধিকরী সদা ॥৮৬॥
ভিক্ষুমাতা ভিক্ষুভব্যা ভব্যা ভাবস্বরূপিণী ।
মহামায়া মাতৃপ্রিয়া মহানন্দা মহোদরী ॥৮৭॥
মতিস্মু ক্তির্ম্মনোজ্ঞা চ মহামঙ্গলদায়িনী ।
মহা-পুণ্যা মহাদাত্রী মৈথুনপ্রিয়লালসী ॥৮৮॥
মনোজ্ঞা মালিনী মান্যা মণিমাণিক্যধারিণী ।
মুনিস্তুতা মোহকরী মোহহন্ত্রী মদোৎকটা ॥৮৯॥
মধুপানরতা মত্তা মদাঘূর্ণিতলোচনা ।
মধুপানপ্রমত্তা চ মধুলুব্ধা মধুব্রতা ॥৯০॥

মাধবী মালিনী মান্যা মনোরথপথাতিগা ।
মোক্ষৈশ্বর্য্যপ্রদা মর্ত্ত্যা মহাপদ্মবনাশ্রিতা ॥৯১॥
মহাপ্রভাবা মহতী মৃগাক্ষী মীনলোচনা ।
মহাকাঠিন্যসম্পূর্ণা মহাক্ষী মহতী কলা ॥৯২॥
মুক্তিরূপা মহামুক্তা মণিমাণিক্যভূষণা ।
মুক্তাফলবিচিত্রাঙ্গী মুক্তারঞ্জিতনাসিকা ॥৯৩॥
মহাপাতকরাশিঘ্নী মনোনয়ননন্দিনী ।
মহামাণিক্যরচিতা মহাভূষণভূষিতা ॥৯৪॥
মায়াবতী মোহহন্ত্রী মহাবিদ্যাবিধারিণী ।
মহামেধা মহাভূতির্ম্মহামায়া প্রিয়া সখী ॥৯৫॥
মনোধারী মহোপায়া মহামণিবিভূষণা ।
মহামোহপ্রণয়িনী মহামঙ্গলদায়িনী ॥৯৬॥
যশস্বিনী যশোদা চ যমুনাবারিহারিণী ।
যোগসিদ্ধিকরী যজ্ঞা যজ্ঞেশবন্দিতপ্রিয়া ॥৯৭॥
যজ্ঞেশী যজ্ঞফলদা যজনীয়া যশস্করী ।
যোগযোনির্যোগসিদ্ধা যোগিনী যোগবুদ্ধিজা ॥৯৮॥
যোগযুক্তা যমাদ্যষ্টসিদ্ধির্যজ্ঞৈকধারিণী ।
যমুনাজলসেব্যা চ যমুনাম্বুবিহারিণী ॥৯৯॥
যামিনী যমুনা যাম্যা যমলোকনিবাসিনী ।
লোলা লোকবিলাসা চ লোলৎকল্লোলমালিকা ॥১০০॥
লোলাক্ষী লোলমাতা চ লোকানন্দপ্রদায়িনী ।
লোকবন্ধুর্লোকধাত্রী লোকালোকনিবাসিনী ॥১০১॥

লোকত্রয়নিবাসা চ লক্ষলক্ষণলক্ষিতা।
লীলালোকা চ লাবণ্যা লঘিমা কমলেক্ষণা ॥১০২॥
বাসুদেব-প্রিয়া বামা বসন্তসময়প্রিয়া।
বাসন্তী বসুদা বজ্রা বেণুবাদ্যপরায়ণা ॥১০৩॥
বীণাবাদ্যপ্রমত্তা চ বীণানাদবিভূষণা।
বেণুবাদ্যরতা চৈব বংশীনাদবিভূষণা ॥১০৪॥
শুভা শুভরতিঃ শান্তিঃ শৈশবা শান্তিবিগ্রহা।
শীতলা শোষিতা শোভা শুভদা শুভদায়িনী ॥১০৫॥
শিবপ্রিয়া শিবানন্দা শিবপূজাসু তৎপরা।
শিবস্তুত্যা শিবসত্যা শিবনিত্যপরায়ণা ॥১০৬॥
শ্রীমতী শ্রীনিবাসা চ শ্রুতিরূপা শুভব্রতা।
শুদ্ধবিদ্যারূপকরী শুভকর্ত্রী শুভাশয়া ॥১০৭॥
শ্রুতানন্দা শ্রুতিঃ শ্রোত্রী শিবপ্রেমপরায়ণা।
শোষণী শুভবার্ত্তা চ শালিনী শিবনর্ত্তকী ॥১০৮॥
ষড়্গুণা যুগদাক্রান্তা ষড়ঙ্গশ্রুতিরূপিণী।
সরসা সুপ্রভা সিদ্ধিঃ সদা সিদ্ধিপ্রদায়িনী ॥১০৯॥
সেবাসঙ্গা সতী সাধ্বী সূক্তিরূপা মদপ্রিয়া।
সম্পৎপ্রদা স্তুতিঃ স্তুত্যা স্তবনীয়া স্তবপ্রিয়া ॥১১০॥
স্থৈর্য্যদা স্থৈর্য্যগা সৌখ্যা স্ত্রৈণসৌভাগ্যদায়িনী।
সূক্ষ্মাসূক্ষ্মা স্বধা স্বাহা সুধালেপপ্রমোদিনী ॥১১১॥
স্বর্গপ্রিয়া সমুদ্রাভা সর্ব্বপাতকনাশিনী।
সংসারবারিণী রাধা সৌভাগ্যবর্দ্ধিনী সদা ॥১১২॥

হরপ্রিয়া হিরিণ্যাভা হরিণাক্ষী হিরণ্ময়ী ।
হংসরূপা হরিদ্রাভা হরিদ্বর্ণা শুচিস্মিতা ।
ক্ষেমদা ক্ষালিদা ক্ষেমা ক্ষুদ্রঘণ্টাবিধারিণী ॥১১৩॥
অপরৈকং শৃণু প্রৌঢ়ে স্বরাক্ষরসমন্বিতম্ ।
স্তোত্রং সহস্রনামাখ্যং স্বরব্যঞ্জনসংযুতম্ ॥১১৪॥
অজবা অতুলানন্তা অনন্তামৃতদায়িনী ।
অন্নদানা অশোকা চ অলোকা অমৃতস্রবা ॥১১৫॥
অনাথবল্লভা অন্তা অযোনিসম্ভবপ্রিয়া ।
অব্যক্তা লক্ষণা ক্ষুণ্না বিচ্ছিন্না চাপরাজিতা ॥১১৬॥
অনাথানামভীষ্টার্থসিদ্ধিদানন্দবর্দ্ধিনী ।
অনিমাদিগুণাধারা অগণ্যালীকহারিণী ॥১১৭॥
অচিন্ত্যশক্তিবলয়াদ্ভুতরূপা চ হারিণী ।
অদ্রিরাজসুতা দূতী অষ্টযোগসমন্বিতা ॥১১৮॥
অচ্যুতা অনবচ্ছিন্না অক্ষুণ্নশক্তিধারিণী ।
অনন্ততীর্থরূপা চ অনন্তামৃতরূপিণী ॥১১৯॥
অনন্তমহিমা পারা অনন্তসুখদায়িনী ।
অর্থদা অন্নদা অর্থা সদা অমৃতবর্ষিণী ॥১২০॥

"রক্তাঙ্গী, রক্তপুষ্পাভা" হইতে আরম্ভ করিয়া "ক্ষেমা, ক্ষুদ্র-ঘণ্টাবিধারিণী" পর্য্যন্ত নামগুলি মূলে দ্রষ্টব্য; পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক ॥১২—১১৩॥

হে প্রৌঢ়ে পার্ব্বতি! স্বর ও ব্যঞ্জনাক্ষরসংযুক্ত সহস্রনামাখ্য অপর স্তোত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥১১৪॥

অবিদ্যাজালশমনী অপ্রতর্কগতিপ্রদা ।
অশেষবিঘ্নসংহন্ত্রী অশেষদেবতাময়ী ॥১২১॥
অঘোরা অমৃতা দেবী অজ্ঞানতিমিরপ্রদা ।
অনুগ্রহপরা দেবী অভিরামবিনোদিনী ॥১২২॥
অনবদ্যপরিচ্ছিন্না অত্যনন্তকলঙ্কিনী ।
আরোগ্যদাত্রী আনন্দা অপর্ণার্ত্তিবিনাশিনী ॥১২৩॥
আশ্চর্য্যরূপা আদ্যস্থা আত্মবিদ্যা সদা প্রিয়া ।
আপ্যায়নী চ আলস্যা আপদাহামৃতপ্রদা ॥১২৪॥
ইষ্টা রতিরিষ্টদাত্রী ইষ্টাপন্নফলপ্রদা ।
ইতিহাসস্মৃতিঃ শ্বেতা ইহামুত্রফলপ্রদা ॥১২৫॥
ইষ্টা চ ইষ্টরূপা চ ইষ্টদাত্রী চ বন্দিতা ।
ইন্দিরা রচিতাক্ষী চ ইলঙ্কারা ইধারিণী ॥১২৬॥
ইন্দ্রাণীসেবিতপদা ইন্দ্রিয়প্রীতিদায়িনী ।
ঈশ্বরী ঈশজননী ঈশৈশ্বর্য্যপ্রদায়িনী ॥১২৭॥
উতঙ্কশক্তিসংযুক্তা উপমানবিবর্জ্জিতা ।
উত্তমশ্লোকসংসেব্যা উত্তমোত্তমরূপিণী ॥১২৮॥
উক্ষা উষা উষারাধ্যা উর্ম্মিলা চ শুচিস্মিতা ।
উহা উহবিতর্কা চ উর্দ্ধধারা চ উর্দ্ধগা ॥১২৯॥
উর্দ্ধধারা উর্দ্ধযোনিরূপপাপবিনাশিনী ।
ঋষিবৃন্দস্তুতা ঋদ্ধিঃ কারণত্রয়নাশিনী ॥১৩০॥
ঋতম্ভরা ঋদ্ধিদাত্রী ঋকৃথা ঋক্ষস্বরূপিণী ।
ঋতুস্ত্রিয়া ঋক্ষমাতা ঋক্ষার্চ্চিঋক্ষমার্গগা ॥১৩১॥

ঋতুলক্ষণরূপা চ ঋতুমার্গপ্রদর্শিনী।
এষিতাখিলসর্ব্বস্বা একৈকায়ুতদায়িনী ॥১৩২॥
ঐশ্বর্য্যতর্য্যরূপা চ ঐতিরৈন্দ্রশিরোমণিঃ।
ওজস্বিনী ওষধী চ ওজোনাদৌজদায়িনী ॥১৩৩॥
ওঙ্কারজননী দেবি ওঙ্কারপ্রতিপাদিতা।
ঔদার্য্যরূপিণী ভদ্রে ঔপেন্দ্রৌষধিবিগ্রহা ॥১৩৪॥
অশ্বস্থা অমৃতা অম্বা তথা অম্বালিকা পরা।
অম্বুজাক্ষী অম্বুজস্থা অম্বুস্নিগ্ধাম্বুজাননা ॥১৩৫॥
অংশুমালী অংশুমতী অংশুসম্ভববিগ্রহা।
অন্ধতমিস্রহা ভদ্রে অত্যন্তশোভনাম্বরা।
অর্থেশা অর্থদাত্রী চ অন্নরূপা অনাহতা ॥১৩৬॥
শৃণু নামান্তরং ভদ্রে ককারাদি বরাননে।
অত্যন্তসুন্দরং শুদ্ধং নির্ম্মলোৎপলগন্ধিনী ॥১৩৭॥
কুটহা করুণা কান্তা কর্ম্মজালবিনাশিনী।
কমলা কল্পলতিকা কলিকল্মষনাশিনী ॥১৩৮॥
কমনীয়কলা কর্ণা কপর্দ্দিপূজনপ্রিয়া।
কদম্বকুসুমা ভাসা সদা কোকনদেক্ষণা ॥১৩৯॥
কালিন্দীকেলিকলিকা কণা কদম্বমালিকা।
কান্তা লোকত্রয়া কন্থা কন্থারূপা মনোহরা ॥১৪০॥
খড়্গিনী খড়্গধারাভা খগা খগেন্দুধারিণী।
খেখেলগামিনী খড়্গা খড়্গোন্দুতলকাঙ্খিতা ॥১৪১॥
খেচরী খেচরীবিদ্যা খগতিঃ খ্যাতিদায়িনী।

খণ্ডিতাশেষপাপৌঘা খলবুদ্ধিবিনাশিনী ॥১৪২॥
খাণ্ডেন কন্দসন্দোহা খড়্গাখট্বাঙ্গধারিণী।
খরসন্তাপশমনী খরমন্তনিকৃন্তনী ॥১৪৩॥
গুহাগন্ধগতির্গৌরী গন্ধর্ব্বনগরপ্রিয়া।
গূঢ়রূপা গুণবতী গুর্ব্বী গৌরবরঙ্গিণী ॥১৪৪॥
গ্রহপীড়াহরা গুপ্তা গদস্নিগ্ধমনা প্রিয়া।
চাম্পেয়লোচনা চারু শ্চার্ব্বঙ্গী চারুরূপিণী ॥১৪৫॥
চন্দ্রচন্দনসিক্তাঙ্গী চর্ব্বর্ণায়া চিরস্মিতা।
চারুচম্পকমালাঢ্যা চলিতাশেষদুষ্কৃতা ॥১৪৬॥
চরিতাশেষবৃজিনা চারুতাশেষমণ্ডলা।
রক্তচন্দনসিক্তাঙ্গী রক্তাঙ্গী রক্তমালিকা ॥১৪৭॥
শুক্লচন্দনসিক্তাঙ্গী শুক্লাঙ্গী শুক্লমালিকা।
পীতচন্দনসিক্তাঙ্গী পীতাঙ্গী পীতমালিকা ॥১৪৮॥
কৃষ্ণচন্দনসিক্তাঙ্গী কৃষ্ণাঙ্গী কৃষ্ণমালিকা।
শুক্লবস্ত্রপরীধানা শুক্লবস্ত্রোত্তরীয়ণী ॥১৪৯॥
রক্তবস্ত্রপরীধানা রক্তবস্ত্রোত্তরীয়ণী।
পীতবস্ত্রপরীধানা পীতবস্ত্রোত্তরীয়ণী ॥১৫০॥
কৃষ্ণপট্টপরীধানা কৃষ্ণপট্টোত্তরীয়ণী।
বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা কৃষ্ণকার্য্যপ্রকাশিনী ॥১৫১॥
পদ্মিনী নাগরী গোপী কালিন্দী অবগাহিনী।
গোপীশ্বরপ্রিয়া ভূত্যা সদা নগরমোহিনী ॥১৫২॥
ত্রিপুরা ত্রিপুরাদেবী ত্রিপুরাজ্ঞাকরী সদা।

ত্রিপুরাসন্নিকর্ষাস্থা ত্রিপুরা-অনুচারিকা ॥১৫৩॥
ত্রিপুরাসুর-সংস্থা তু যা রাধা পদ্মিনী পরা ।
নানাসৌভাগ্যসম্পন্না নানাভরণভূষিতা ॥১৫৪॥
স্তোত্রং সহস্রনামাখ্যং কথিতং তব ভক্তিতঃ ।
এতৎ স্তোত্রঞ্চ মন্ত্রঞ্চ কবচঞ্চ বরাননে ।
কল্পে কল্পে চ দেবেশি প্রপঠেদ্‌যদি মানবঃ ॥১৫৫॥
উপাস্য রাধিকাং বিদ্যাং কেবলং কমলেক্ষণে ।
বহুকালেন দেবেশি উপবিদ্যা চ সিধ্যতি ॥১৫৬॥
পদ্মিনী রাধিকা বিদ্যা উপবিদ্যাসু নিশ্চিতা ।
মহাবিদ্যাং মহেশানি উপাস্য যত্নতঃ স্বয়ম্ ॥১৫৭॥
প্রকটং পরমেশানি রাধামন্ত্রেণ সুন্দরি ।
শৃণু নাম সহস্রাণি প্রকটে যত্র শস্যতে ॥১৫৮॥
কৃষ্ণস্তু কালিকা সাক্ষাৎ রাধা প্রকৃতিপদ্মিনী ।
কৃষ্ণ রাধে চ গোবিন্দ ইদমুচ্চার্য্য যত্নতঃ ।
সদাসৌ বৈষ্ণবো দেবি সর্ব্বত্রৈব প্রকাশ্যতে ॥১৫৯॥
গোবিন্দো যস্য দেবেশি স্বয়ং ত্রিপুরসুন্দরী ।
বিনামন্ত্রং বিনাহোমং বিনাপূজাং বিনাবলিম্ ॥১৬০
বিনাধ্যানং বিনাপুষ্পং বিনানিত্যোদিতাং ক্রিয়াম্

"অনঘ" ইত্যাদি "নানাভরণভূষিতা" পর্য্যন্ত নামগুলি মূলে দ্রষ্টব্য ॥১১৫—১৫৪॥ হে দেবি! তোমার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া সহস্রনামাখ্য স্তোত্র কথিত হইল। হে দেবেশি! এই সহস্রনা স্তোত্র, মন্ত্র ও কবচ মানব যদি প্রতিকল্পে পাঠ করে, আর যে

প্রাণায়ামং বিনা ধ্যানং বিনা ভূতবিশোধনম্।
বিনাজাপং বিনাদানং যেন রাধা প্রসীদতি ॥১৬১॥
যো জপেদ্বৈষ্ণবং মন্ত্রং রাধিকামন্ত্রমেব চ।
স পতেন্নরকে ঘোরে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥১৬২॥
ভক্তিতৎপরঃ।
কুর্য্যাদেকবিংশতিসংখ্যকাম্ ॥১৬৩॥
পূর্ণাভিষেক কস্থ ততো গুরুপদার্চ্চনম্।
বিনাপূর্ণাভি চ্ছ ভবাব্ধেঃ পারমিচ্ছতি ॥১৬৪॥
অজ্ঞস্য তস্য মুক্তির্নিরয়ে পতনং ভবেৎ।
সত্যং সত্যং হেশানি সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥১৬৫
ভবাব্ধিতরং স্তি বিনাপূর্ণাভিষেচনম্।
নানাগমপুরা ন বেদবেদাঙ্গশাস্ত্রতঃ ॥১৬৬॥
ময়োক্তং ং শানি সারং পূর্ণাভিষেচনম্।
তস্মাৎ সর্ব্ব ত্নেন কুর্য্যাৎ পূর্ণাভিষেচনম্ ॥১৬৭॥

কমলেক্ষণে! একম াধিকা বিদ্যার যদি উপাসনা করে, তবে বহুকালে উপবিদ্যা বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। পদ্মিনীরূপিণী রাধিকাদেবীই উপবিদ্যা ইহা নিশ্চিত। হে মহেশানি! যত্নপূর্ব্বক মহাবিদ্যার আরাধনা করিবে। রাধা পদ্মিনীরূপিণী প্রকৃতি, কৃষ্ণ সাক্ষাৎ কালিকাস্বরূপ। হে দেবি! যক্তি "কৃষ্ণ! রাধে! গোবিন্দ!" এই শব্দ যত্নপূর্ব্বক নিরন্তর উচ্চারণ করে, সে সর্ব্বত্র পরম বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত হয়। হে দেবেশি! গোবিন্দও সাক্ষাৎ ত্রিপুর-সুন্দরীস্বরূপ। হে পার্ব্বতি! মন্ত্র, হোম, পূজা, বলি, গন্ধ ও পুষ্প ব্যতীত, নিত্যক্রিয়া ভিন্ন এবং প্রাণায়াম, ধ্যান, ভূতশুদ্ধি, জপ ও দান ব্যতীত একমাত্র এই রাধাসহস্রনামস্তোত্র পাঠ দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। যে বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তি এই স্তোত্র পাঠ না করিয়া বিষ্ণুমন্ত্র বা রাধামন্ত্র জপ করে, সে ব্যক্তি চতুর্দ্দশ কল্প পর্য্যন্ত ঘোর নরকে বাস করে ॥১৫৫—১৬২॥ মানব ভক্তিযুক্ত হইয়া গুরু-প্রমুখাৎ বিষ্ণুমন্ত্র শ্রবণ করত একবিংশতিবার পুরশ্চরণ করিবে।

কৃত্বা পূর্ণাভিষেকঞ্চ পঠেৎ রাধাস্তবং প্রিয়ে ।
স্তবপাঠান্মহেশানি স ভবেদ্ভবনন্দনঃ ॥১৬৮॥
স্তোত্রং সহস্রনামাখ্যং ন যস্য জপতো মনুম্ ।
রাধাকৃষ্ণস্য দেবেশি তস্য পাপফলং শৃণু ।
কুম্ভীপাকে স পচ্যেত যাবদ্বৈ ব্রহ্মণঃ শতম্ ॥১৬৯॥
নিম্নগানাং যথা শ্রেষ্ঠা ভবেদ্ভাগীরথী প্রিয়ে ।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ প্রকৃতীনাং যথা সতী ॥১৭০॥
পুরুষাণাং যথা বিষ্ণুর্নক্ষত্রাণাং যথা শশী ।
স্তবানাঞ্চ তথা শ্রেষ্ঠং রাধাস্তোত্রমিদং প্রিয়ে ॥১৭১॥
জপপূজাদিকং যদ্যদ্বলিহোমাদিকং তথা ।
শ্রীরাধাস্তোত্রপাঠস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥১৭২

ইতি শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে দ্বাত্রিংশৎ পটলঃ ॥*॥

তৎপর পূর্ণাভিষিক্ত হইয়া গুরুর পাদপদ্মপূজা করিবে। পূর্ণাভিষিক্ত না হইয়া সংসার সমুদ্র পার হইতে ইচ্ছা করিলে, সেই বুদ্ধিহীন অজ্ঞ ব্যক্তির নরকে গমন হইয়া থাকে। হে মহেশানি ! ইহা সত্য, অতীব সত্য ; তোমার এই বাক্য ধ্রুব সত্য বলিয়া জানিবে ॥১৬৩—১৬৫॥ পূর্ণাভিষিক্ত না হইলে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। নানা তন্ত্র, নানা পুরাণ ও বেদবেদাঙ্গ শাস্ত্র হইতে আমি উদ্ধার করিয়াছি যে, পূর্ণাভিষেকই একমাত্র সার পদার্থ ; সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে পূর্ণাভিষিক্ত হইবে। হে মহেশানি ! পূর্ণাভিষিক্ত হইয়া যে ব্যক্তি রাধিকার স্তব পাঠ করে, তাহাকে সদাশিবের পুত্রসদৃশ জানিবে ॥১৬৬—১৬৮॥ যে ব্যক্তি সহস্রনাম স্তোত্র পাঠ না করে, এবং রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র জপ না করে, তাহার পাপফল শ্রবণ কর। সে ব্যক্তি শত ব্রহ্মকল্প পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে পতিত হইয়া পচিতে থাকে। হে প্রিয়ে ! নদী সমূহের মধ্যে যেমন ভাগীরথী শ্রেষ্ঠা, বৈষ্ণবগণের মধ্যে যেমন শম্ভু প্রধান, প্রকৃতির মধ্যে যেমন সতী শ্রেষ্ঠা, পুরুষের মধ্যে যেরূপ বিষ্ণু এবং নক্ষত্রের মধ্যে যেমন চন্দ্র শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ স্তবসমূহের মধ্যে এই রাধাসহস্রনামস্তোত্র শ্রেষ্ঠ। জপ-পূজাদি দ্বারা বা বলি-হোমাদি

দ্বারা শ্রীরাধাস্তোত্র পাঠফলের ষোড়শভাগৈকভাগের ফলও লাভ করা যায় না॥১৬৯—১৭২॥

শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে দ্বাত্রিংশ পটল সমাপ্ত॥০॥

ত্রয়স্ত্রিংশৎ-পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ ;—

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
হরিনাম মহাদেব বিশেষেণ বদ প্রভো॥১॥
পূর্ব্বং যৎ সূচিতং দেব হরিনাম সদাশিব।
তৎসর্ব্বং পরমেশান বিস্তরাদ্বদ শঙ্কর॥২॥

শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—

হরিনাম দ্বিধা দেবি বৃহৎ সামান্যমেব চ।
সামান্যং ভারতে শস্তং বৃহন্নাম বরাননে।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে সর্ব্বত্রৈব প্রশস্যতে॥৩॥
যদুক্তং বাসুদেবায় ত্রিপুরা জগদীশ্বরী।

শ্রীপার্ব্বতীদেবী কহিলেন ;—হে মহাবাহো! আপনি পুনর্ব্বার আমার বাক্য শ্রবণ করুন। হে সদাশিব শঙ্কর! হে প্রভো! আপনি পূর্ব্বে যে প্রসঙ্গাধীন হরিনাম বলিয়াছিলেন, সেই হরিনাম এখন বিস্তারপূর্ব্বক বলুন॥১—২॥

সামান্যং ভারতে-শস্তং তেনৈব মুচ্যতে নরঃ ।
বৃহন্নাম মহেশানি সর্ব্বশক্তিসমন্বিতম্ ॥৪॥
ওঁ নমঃ শিবরামঃ শিবরামঃ শিবঃ শিবঃ ।
ঐং ক্লীং হ্রীং শিবঃ শিবঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ শিবো রামো হরিঃ॥৫
দ্বাত্রিশদক্ষরং মন্ত্রং হরিনামপ্রকীর্ত্তিতম্ ।
ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে বৈশ্যে সর্ব্বদেশে সু সাম্প্রতম্ ॥৬॥
এতন্নাম মহেশানি প্রথমং কর্ণশুদ্ধিদম্ ।
ব্রহ্মাণ্ডব্যাপকং নাম হরিনামমনোহরম্ ॥৭॥
দ্বাত্রিংশদক্ষরং নৈব পাষণ্ডায় প্রশস্যতে ।
আদ্যন্তে প্রণবং দত্বা ব্রাহ্মণাদিত্রয়ে শুভে ।
ন শূদ্রস্তু মহেশানি মন্ত্রমেতদুদীরয়েৎ ॥৮॥
হরিনাম জপেদ্দেবি দশধা শতধা সদা ।
কর্ণস্য চ বিশুদ্ধ্যর্থং সামান্যং ষোড়শাশ্রয়ম্ ॥৯॥

শ্রীঈশ্বর কহিলেন ;—হে বরাননে পার্ব্বতি ! হরিনাম দ্বিবিধ ; বৃহৎ ও সামান্য। সামান্য হরিনাম কেবল এই ভারতবর্ষেই প্রশস্ত ; আর বৃহৎ হরিনাম স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল সকল স্থানেই প্রশস্ত জানিবে। জগদীশ্বরী ত্রিপুরাদেবী বাসুদেবকে বলিয়াছিলেন, সামান্য হরিনাম এই ভারতেই শ্রেষ্ঠ ও মানবদিগকে ত্রাণ করিতে শক্ত। হে মহেশানি ! বৃহৎ হরিনাম সর্ব্বশক্তিযুক্ত জানিবে ॥৩—৪॥ "ওঁ নমঃ শিবরামঃ শিবরামঃ শিবঃ শিবঃ ঐং ক্লীং হ্রীং শিবঃ শিবঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ শিবো রামো হরিঃ"—দ্বাত্রিংশৎ অক্ষরযুক্ত এই মন্ত্রই বৃহৎ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই নামমন্ত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি সকল জাতিতে ও সকল দেশে বিহিত। হে মহেশানি ! ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী এই মনোহর হরিনাম মানবের কর্ণশুদ্ধি প্রদান করে ॥৫—৭॥

শ্রীদেব্যুবাচ ;—

সামান্যং পরমেশান দোষদং হরিনাম চেৎ।
তৎ কথং ত্রিপুরাদেবী বাসুদেবায় শূলভৃৎ।
ইদমুক্তং মহাবাহো কৃপয়া বদ শঙ্কর ॥১০॥

শ্রীঈশ্বর উবাচ ;—

হরিনাম রহস্যঞ্চ সর্ব্বশক্তিযুতং সদা।
ত্রিপুরা বাসুদেবায় বৃহন্নাম বরাননে।
অব্রবীৎ প্রথমং ভদ্রে পশ্চাত্তু ষোড়শাশ্রয়ম্ ॥১১॥
প্রণবে তু ত্রয়ো দেবাঃ শম্ভুবিষ্ণুপিতামহাঃ।
শিবস্তু কালিকা সাক্ষাৎ রামত্রিপুরভৈরবী ॥১২॥
মহাকালী মহামায়া স্বয়ং কৃষ্ণস্বরূপিণী।
বিজ্ঞেয়া দশনামান্তে শক্তয়স্ত্রিবিধাঃ পরাঃ ॥১৩॥
ভৈরবী চ তথা কালী মহাকালী বরাননে।
সর্ব্বশক্তিময়ং নাম হরের্ম্মহিষ-মর্দ্দিনী ॥১৪॥

এই দ্বাত্রিংশৎ অক্ষরাত্মক নামমন্ত্র পাষণ্ড ব্যক্তিকে প্রদান করিবে না ; এই মন্ত্রের আদি ও অন্তে প্রণব (ওঁ) যোগ করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই জাতিত্রয়কে প্রদান করিবে ; কিন্তু শূদ্রকে কদাচ প্রদান করিবে না ॥৯॥ হে দেবি ! ষোড়শাক্ষরাত্মক সামান্য সর্ব্বদা দশ যাতবার করিয়া কর্ণের বিশুদ্ধি জন্য জপ করিবে ॥৯॥

শ্রীপার্ব্বতীদেবী কহিলেন ;—হে পরমেশান ! সামান্য হরিনামও যদি দোষপ্রদই হয়, তাহা হইলে ত্রিপুরাদেবী তাহা বাসুদেবকে বলিলেন কেন ? হে মহাবাহো শঙ্কর ! আপনি কৃপা করিয়া তাহা বলুন ॥১০॥

শ্রীঈশ্বর কহিলেন ;—হে বরাননে ! হরিনাম-রহস্য সর্ব্বদা সর্ব্ব শক্তিযুক্ত ; ত্রিপুরাদেবী বাসুদেবকে অগ্রে বৃহৎ নাম বলিয়া পরে

যন্নাম পরমেশানি সামান্যং ষোড়শাক্ষরম্‌ ।
স্তকদ্বয়সংযুক্তং শূদ্রবর্ণে প্রশস্যতে ॥১৫॥
অধমেষু চ শূদ্রেষু সামান্যং শস্যতে সদা।
রাম নাম মহেশানি ধনুঃশক্তিযুতং সদা ॥১৬॥
কৃষ্ণনাম মহেশানি সর্ব্বশক্তিযুতং প্রিয়ে।
অপরৈকং বৃহন্নাম সাবধানাবধারয় ॥১৭॥
"ওঁ হরে কৃষ্ণ গোবিন্দ ওঁ হ্রীং জনার্দ্দন হৃষীকেশ
হ্রীং ওঁ এতত্তে কথিতং দেবি সুশোভনম্‌ ।
এতন্নাম বরারোহে সদা বিভববর্দ্ধনম্‌ ॥১৮॥
অনেনৈব বিধানেন গুহ্যং চ কারয়েৎ সদা।
তস্য তস্য চ দেবেশি মহাবিদ্যা হি সিধ্যতি ॥১৯॥

ইতি শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে ত্রয়স্ত্রিংশৎ পটলঃ ॥*॥

সমপূর্ণোহয়ং গ্রন্থঃ ॥

ষোড়শাক্ষরাত্মক সামান্য নাম বলিয়াছিলেন। প্রণব ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব—এই দেবতাত্রয়াত্মক ; শিব মহাকালীস্বরূপ, আর রাম ত্রিপুরভৈরবীসদৃশ। কৃষ্ণ মহাকালী ও মহামায়া এই শক্তিস্বরূপ। পরম শক্তি ত্রিবিধা, ভৈরবী, কালী ও মহাকালী। হে মহিষমর্দ্দিনি! হরিনাম সর্ব্বশক্তিময় জানিবে ॥১১—১৪॥ হে পরমেশানি! ষোড়শাক্ষরবিশিষ্ট যে সামান্য নাম তাহার আদ্যন্তে সূতকযুক্ত করিয়া শূদ্রকে দান করিবে। অধম শূদ্রাদি বর্ণে সামান্য নামই প্রশস্ত। হে মহেশানি! রামনাম ধনুঃশক্তিযুক্ত ; আর কৃষ্ণ নাম সর্ব্বশক্তিসমন্বিত। হে প্রিয়ে! অপর এক বৃহৎ নাম বলিতেছি, সাবধানে অবধারণ কর। "ওঁ হরে কৃষ্ণ গোবিন্দ ওঁ হ্রীং জনার্দ্দন হৃষীকেশ হ্রীং ওঁ"—এই সুশোভন হরিনাম কথিত হইল, ইহা সাধকের সর্ব্বদা বিভববর্দ্ধক। হে দেবেশি! এই বিধান অনুসারে যে ব্যক্তি এই গুহ্য বিষয়ের অনুষ্ঠান করে, তাহার মহাবিদ্যা সিদ্ধ হয় ॥১৫—১৯॥

শ্রীবাসুদেব-রহস্যে রাধা-তন্ত্রে ত্রয়স্ত্রিংশৎ পটল সমাপ্ত ॥০॥

সমপূর্ণ।